সাধন-সঙ্গীত ও স্তবরত্ন

(অশ্বিনীকুমার)

প্রথম কাণ্ড—স্বরচিত

দ্বিতীয় কাণ্ড—সংগৃহীত



"পরমানন্দ-বিবর্দ্ধন-মভিমতফলং বশীকরণম্।
সকলজন-চিত্তহরণং বিমুক্তি-বীজং পরং গীতম্ ॥"

"পূজাকোটিসমং স্তোত্রম্।"

মূল্য চৌদ্দ আনা।

রচক, সম্পাদক ও প্রকাশক—
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য,
শিবস্থান, পোঃ পখুরিয়া, মানভূম।

—প্রাপ্তিস্থান—

(১) মহেশ লাইব্রেরী
১৯৫।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী
৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৪) শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ত্রিবেদী,
লোদনা কলিয়ারী, পোঃ ঝড়িয়া (জিং মানভূম)।

(৫) শ্রীভূপতিনাথ ঘোষাল,
চাষনালা কলিয়ারী, পোঃ পাথরডিহি (মানভূম)।

(৬) জ্ঞান সাধন মঠ,
পোঃ মাদারীপুর, (ফরিদপুর)।

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শুদ্ধিপত্র

পুস্তক প্রাপ্তির পরই প্রত্যেক মালিক নিম্নোক্ত নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তির ভুলগুলি পুস্তকের যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শুদ্ধ করিয়া বসাইয়া নিবে ; নতুবা ঐ অশুদ্ধই শিক্ষা হইয়া যাইবে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১	১২	ড্রাপন	আপন
৪৬	৮	সাধনে।র	সাধনেরি
৪৬	১১	ক’রে যতন	করে যতন
৫৩	২১	বিশ্বভূবন ॥	বিশ্বভুবন =
৬৯	১৭	তাম্বল	তাম্বূল
৭১	১৫	প্রার্থয়াণঃ	প্রার্থয়ানঃ
৭২	৪	প্রার্থ্যমাণং	প্রার্থ্যমানং
৭৩	৬	পুষ্পঞ্জলিঃ	পুষ্পাঞ্জলিঃ
৭৩	১৩	সমপিত	সমর্পিত
৮৯	১২	তিমি	তিনি
১০২	৮	মূলাধা	মূলাধার
১১৩	১৭	বিযয়	বিষয়
১৩০	২১	বাণী	বাণী ॥
১৩২	১১	দর্শনান্তর	দর্শনানন্তর
১৫০	১৪	নির্ভরতা	নির্ভয়তা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫০	১৩	শাখায়	১ শাখায়
১৭৩	৯	বিশ্ববন্ধ্যা	বিশ্ববন্দ্যা
১৭৩	১৩	রূপারূপ	রূপারূপ-
১৭৩	১৪	বিষয়েনাপি	বিষয়ে নাপি
১৭৪	১৪	-প্যাভিতবিভিবো	-প্যাভিমতবিভবো
২১৩	৫	দর্শিত পশু	দর্শিত-পশু
২১৩	১১	ভবসাবম্	ভবসারম্
২২৪	২০	প্রবণ	প্রণব
২২৪	১২	মনোর	মনোরথ
২৩৩	১৩	মশেষ	মশেষ
২৩২	১১	মুষ্মিন	মুষ্মিন্
২৩৭	২১	যৎ	যৎ
২৬৩	৩	দিত্য	দিব্য
২৯৪	৩	স্বাগী	সাথী
৩০৩	১১	ষার	যার
১২০	১৭	বাঁে ধড়া	বাঁধে ধড়া
৩০৫	১২	তোজো	তেজো

সূচনা

১। গীত মাহাত্ম্য।

"পরমানন্দ-বিবর্দ্ধন-মভিমতফলং বশীকরণম্।
সকলজন-চিত্তহরণং বিমুক্তি-বীজং পরং গীতম্॥"
—সঙ্গীত দামোদরে।

—গানে পরম আনন্দ বৃদ্ধি হয়; অভিমত ফল লাভ হয়; বশীকরণ হয়; সকলের চিত্ত রঞ্জন ও আকর্ষণ হয়; এবং মুক্তির শ্রেষ্ঠ কারণ হয়।

প্রাণবায়ুর এক বিশিষ্ট সুখকর স্পন্দন যখন বাগেন্দ্রিয়ে ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে উপগত হয়, তখনই গান হয়। উহা তখন এক আনন্দ-দায়ক বা শান্তিপ্রদ শব্দ-স্পন্দন-লহরী মাত্র। উহা কখন গায়কের ও শ্রোতার অন্তর্নিহিত ভাবকে উন্মুক্ত ও উদ্দীপ্ত করিয়া ঐ ভাব-জনিত ফল প্রদান করে; কখন বা গায়ক কোন অন্তঃস্থভাবে প্রণোদিত হইয়া গীত প্রকাশ করত স্বয়ং ঐ ভাবের আস্বাদ অনুভব করে, এবং শ্রোতাকেও আস্বাদ করায়।

* মন প্রাণবায়ুর স্পন্দন মাত্র। অতএব মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে অর্থাৎ প্রাণবায়ু যখন যুগপৎ বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হইয়া উদ্বেগ ও অশান্তি জন্মাইতে থাকে, অথবা মন যখন অভীষ্ট বিষয় লাভ না করায়, কিম্বা অভীষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট না থাকায়, কিম্বা বিদ্বিষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হওয়ায় উদ্বিগ্ন, দুঃখিত, অশান্ত, বা ত্রস্ত হয়; তখন এক

* প্রাণস্য স্পন্দনং মনঃ।—যোগবাশিষ্ঠে
যঃ প্রাণ-পবনস্পন্দ শ্চিত্তস্পন্দঃ স এব হি।—অন্নপূর্ণোপনিষৎ

বিশিষ্ট ভাবোদ্দীপক গানের স্বরে (অর্থাৎ সুখকর স্পন্দনে) গায়কের বা শ্রোতার মনকে শান্ত, নিরুদ্বেগ, আনন্দিত বা একাগ্র করিয়া থাকে। অধিকন্তু, মন দুষ্ট বা কুভাবগ্রস্ত থাকিলে, সদ্ভাবজনক গানের সাহায্যে উহাকে সদ্ভাবান্বিত ও বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গানের জীবন এক বিশিষ্ট ও নিয়মিত প্রাণ-স্পন্দন-লহরী। শব্দ শ্রবণে অন্তঃস্থ প্রাণের স্পন্দন জন্মে; আবার শব্দ উচ্চারণে অন্তরে প্রাণবায়ুর নানাবিধ স্পন্দন হইতে থাকে। এই প্রাণ স্পন্দন শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশে ঘাত প্রতিঘাত করত উহাদের কফাদি মল নিঃসারণ করে; গুপ্ত রোগবীজ বাহির করে; শরীরকে সবল ও সুদৃঢ় করে; অন্তঃস্থ অঙ্গ বিকলতা দূর করে; এবং বহিঃস্থ বায়ু হইতে অথবা মস্তকাদি সুস্থ অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম ঔষধ আনয়ন করত বক্ষাদি স্থানের কাস-যক্ষ্মাদি রোগ বিনাশ করে। গানরূপ সুখকর ও নিয়মিত প্রাণ স্পন্দনে এই সকল কার্য্য সুখে সুখে ও বিনা প্রয়াসে সম্পন্ন হয়। অধিকন্তু, সদ্ভাবান্বিত গানের সাহায্যে দেহকে সৎকার্য্য সাধনের জন্য উদ্‌যুক্ত করা যায়।

জীবের অব্যক্ত আত্মা আপন সূক্ষ্মরূপে প্রাণবায়ুরূপ রশ্মি দ্বারা বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে ও শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত আছে; এবং আপন বিরাট্‌রূপে উহাদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। সুতরাং সুখকর গীত-স্পন্দনকে অবলম্বন করত সূক্ষ্ম অব্যক্ত আত্মার সমীপে সুখে উপনীত হওয়া যায়; অথবা বিরাট্ অব্যক্ত আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া স্বয়ং অব্যক্ত স্বরূপ হইতে পারা যায়।

অতএব দেখা যায়, গানে চিত্ত শান্ত, রঞ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়; শরীর রোগমুক্ত ও পটু হয়; এবং আত্মার বোধ জন্মে বা তদাকার লাভ হয়।

গানে দেবতারা সহজে আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত-সমীপে সমাগত হয় এবং তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করে।

২। স্তব মাহাত্ম্য।

"পূজাকোটি-সমং স্তোত্রম্।"—কুলার্ণবে।

—কোটিবার পূজা করিলে যে ফল হয়, একবার স্তব পাঠ করিলে, সেই ফল লাভ হয়।

স্তব, স্তুতি ও স্তোত্র একই কথা। উহাদের অর্থ 'প্রশংসা'। তথাপি লিঙ্গভেদে ফলের কতেক পার্থক্য জ্ঞাপন করে। উহারা * চারি প্রকার, যথা—

দ্রব্যস্তুতি, কর্ম্মস্তুতি, বিধিস্তুতি ও অভিজনস্তুতি (= দেবতা, গুরু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজনের স্তুতি)।

স্তব এক প্রকার পদ্য। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদ্য যখন কোন দেবতাদির প্রশংসায় প্রয়োগ হয়, তখনই তাহা সাধারণতঃ স্তব নামে খ্যাত। পদ্যের জীবন ছন্দঃ। সুতরাং স্তবেরও তাই। কোন ভাব প্রকাশ করিতে ভাষা (= বাক্য) যখন চারিপাদে (= পঙ্‌ক্তিতে) বিভক্ত হয়, এবং প্রত্যেক পাদে অক্ষর ও মাত্রার এমনভাবে বিন্যাস হয় যে, উহা অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর হয়, তখনই তাহাকে **ছন্দঃ** বলে। ছন্দঃও এক প্রকার স্বরবিন্যাস বা প্রাণস্পন্দন। গান ও পদ্য উভয়ই শ্রুতি সুখকর। তবে গানের মধ্যে এই গুণ বেশী। পরন্তু,

* দ্রব্যস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং বিধিস্তোত্রং তথৈবচ।
তথৈবা-ভিজন-স্তোত্রং স্তোত্র-মেতচ্চতুষ্টয়ম্॥—মৎস্যপুরাণে

গান স্বর ও ভাব প্রধান , পদ্য ছন্দঃ ও ভাষা প্রধান অর্থাৎ ছন্দঃ সহিত ভাষার পারিপাট্য, সৌষ্টব ও মাধুর্য্য পদ্যের প্রধান গৌরব। কিন্তু গানে যদি ভাবের উদ্দীপনা না হয় এবং সুমধুর স্বর প্রকাশ না পায়, তবে উহা ব্যর্থ। অধিকন্তু, পদ্যে গানের ন্যায় স্বর কম্পনাদি নাই, তথায় কেবল স্বরের যথারীতি হ্রস্ব, দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয় ; এবং পদ ও অক্ষরের যথাযথ উচ্চারণ করা, ও স্থান বিশেষে অল্প বা বিস্তর বিরাম দেওয়া হয়।

এইরূপে পদ্যের ভাষা যখন ১/৩ পৃষ্ঠায় কথিত দেবতাদির প্রশংসা-সূচক ও তাহাদের নিকট প্রার্থনাদি-জ্ঞাপক হয়, তখনই তাহা স্তব বলিয়া খ্যাত। ছন্দের মাধুর্য্যে এবং শব্দের শক্তিতে স্তব পাঠকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় ; গীতের ন্যায় স্তবেরও ১/২—১/৩ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রাণক্রিয়া আছে। সুতরাং দেবতার প্রসাদ লাভ করাইতে, দেহ ও মন পবিত্র ও নির্ম্মল করিতে, এবং আত্মার বোধ জন্মাইতে স্তব সমর্থ।

৩। গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এখন "সাধন-সঙ্গীত ও স্তবরত্ন" নামক গ্রন্থ লিখিবার ও সঙ্কলন করিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) সাধনের পরিপক্কাবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে দেখা যায়, অনেকে বাধা বিঘ্নে, দুঃখে, শোকে বা ভয় ও সংশয়াদিতে আক্রান্ত হইয়া সাধনে পশ্চাৎপদ হয় ; অথবা বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া মন্থর গতি লাভ করে। সুতরাং সে যদি দেখিতে পায় যে, তাহার ন্যায় অন্যান্য সাধককেও ঐ সকল বিষয়ের মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছে, তবে সে অবশ্যই উৎসাহের সহিত সাধনে অগ্রসর হইবে।

অন্যান্য সাধকের ঐ সকল ভাব তাহাদের রচিত গীতে নিবদ্ধ আছে। সময় বিশেষে দুঃখ ও আনন্দ উচ্ছ্বাসাদি ভাব তাহাদের মধ্যে জন্মিলে, তাহারা উহা গানে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে সমস্ত অনুভব ও জ্ঞান সাধনে লাভ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের সঙ্গীতে দেখিয়া বর্ত্তমান সাধক নিজের অনুভূতি মিলাইয়া নিতে পারিবে।

(৩) অধিকন্তু, পূর্ব্ববর্ত্তী সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাজনগণের স্বরচিত গানসমূহ সাধক স্বয়ং গান করিয়া, অথবা অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া, অথবা অগত্যা স্বয়ং পাঠ করিয়া তাহাদের শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে গানের তৎতৎভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিবে এবং পূর্ব্বোক্ত (১/২—১/৩ পৃষ্ঠায়) ফলের অল্পবিস্তর অবশ্যই লাভ করিবে।

(৪) স্তব পাঠেও সাধকগণ দেবতার কৃপা ও পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করিতে পারিবে।

ঐ সকল উদ্দেশ্যে বহু সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাজনগণের যে সকল গান সাধনে সাক্ষাৎ উপযোগী ; এবং যে সকল স্তব স্বভাব-সাধকের পক্ষে হিতকারী বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহা লোকমুখ হইতে; নানাবিধ শাস্ত্র ও গ্রন্থ হইতে; এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রচকের ও প্রকাশকের নিকট হইতে সংগ্রহ করত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। রচকদের নাম ও সংখ্যক বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে দেওয়া হইয়াছে ; বিশেষ কারণে গানের সঙ্গে নাম দেওয়া হয় নাই। যে সকল গানের রচকের নাম ঠিক্‌মত জানা নাই, তাহাদের নাম দেওয়া হয় নাই। যে সকল গানের রচকের নাম গানের মধ্যেই আছে, তাহাদের নামও ঐ সূচীপত্রে আর পৃথক্ দেওয়া হয় নাই।

সুযোগ অভাবে কোন কোন রচকের বা প্রকাশকের অনুমতি নেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য, আশা করি, তাহারা সকল দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। এই গ্রন্থে সংগৃহীত গানগুলি সাধকদের আত্মোন্নতি সম্পাদন ও হিতসাধন করিবে বিবেচনা করিয়া ; এবং সকল সাধক যাহাতে এই সকল গান অনায়াসে একস্থানে পাইয়া অবসর সময়ে পাঠ বা গান করত ইহাদের জ্ঞান লাভাদি উপকার পাইতে পারে, তজ্জন্য ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। সুতরাং উহাদের কোন রচক বা প্রকাশক যদি স্বার্থ-পরবশ হইয়া এই পরার্থপরতায় আপত্তি উত্থাপন করেন, তবে বুঝিব, তাহাদের ঐ সকল গান নটের অভিনয় মাত্র, এবং কেবল ঐহিক ফল লাভের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ; অতএব স্বীয় কর্ম্মভোগান্তে বারান্তরে তাহা পরিত্যক্ত হইবে।

শ্রীমান্ হেমন্তকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীমান্ বিজয়কুমার গাঙ্গুলী এবং শ্রীমান্ সদানন্দ এ গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় প্রধানতঃ বহন করিয়াছে। সুতরাং তাহারা এবং অন্যান্য ব্যয়-বহনকারিগণ উপকৃত জনের শুভকামনা এবং ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ অবশ্যই লাভ করিবে। শ্রীমান্ ভূপতিনাথ ঘোষাল এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেক কার্য্যে সহায় হওয়ায় পাঠকবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে।

১৩৩৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ।
শিবস্থান, পোঃ পথুরিয়া
(মানভূম)

ইতি গ্রন্থকারস্য।

১। সাধারণ সূচীপত্র

২। বিশেষ সূচীপত্র

—*—

বিশেষ সূচী

—*—

—*—

—*—

৩। অকারাদিক্রমে গীতাদির প্রথম পঙ্‌ক্তির

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সাধন ও সিদ্ধিগীতা

[৩১৬—৩২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভগবদ্‌গীতার শ্লোকের অনুবাদ]

১। কর্ম্মযোগ।

(১) অবশ্য করণীয় কর্ম্ম সাধন।

তুমি অবশ্য করণীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কর ; যেহেতু কর্ম্ম না করার চেয়ে কর্ম্ম করা ভাল। কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না [৩।৮]॥ অতএব আসক্তি শূন্য হইয়া সতত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কারণ অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে লোকে পরমার্থ লাভ করিতে পারে [৩।১৯]॥

(২) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব যুক্ত কর্ম্ম সাধন।

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমভাব, তাহাকে যোগ বলে। এই যোগ অবলম্বন করত অসংসক্তভাবে সকল কর্ম্ম কর [২।৪৮]॥ এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম অতিশয় অপকৃষ্ট। অতএব এইরূপ বুদ্ধিকে আশ্রয় কর। যাহারা ফল উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, তাহারা মহাদুঃখ পায় [২।৪৯]॥ কর্ম্মকরণে যাহার ঐরূপ বুদ্ধি আছে, সে পাপ ও পুণ্য উভয় হইতে মুক্ত হয়। অতএব ঐ যোগ-লাভের জন্য উদ্যোগী হও। ঐরূপ যোগ কর্ম্মসমূহের কৌশল (অর্থাৎ ফললাভের উপায়) [২।৫০]॥ যোগাদি অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান (= বিচারাদি) শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এই ত্যাগের পর শান্তি [১২।১২]॥

(৩) স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম সাধন ;

নিজ নিজ কর্ম্মে সম্যক্ রত থাকিলে, লোকে পরম সিদ্ধি লাভ করে। কিরূপে শোন [১৮।৪৫]॥ যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা তাহাদের কার্য্য চলিতেছে, এবং যাঁহা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে, তাঁহাকে লোক স্বকর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে [১৮।৪৬]॥ সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা দোষযুক্ত নিজধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া লোকে পাপভাগী হয় না [১৮।৪৭]॥ স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিতে নাই ; কারণ যেমন অগ্নি ধূমে আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মই অল্পবিস্তর দোষযুক্ত থাকে [১৮।৪৮]॥

(৪) দৈবকর্ম্ম সাধন ;

যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের ভাবনা কর। দেবতারাও তোমাদিগকে ভাবনা অর্থাৎ জীবন রক্ষার সংস্থান করুক। এইরূপ পরস্পর ভাবনা দ্বারা উভয়েই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে [৩।১১]॥

(৫) অন্তঃস্থ কর্ম্ম বা যোগ সাধন ;

[ক] দেহ ও মনকে সংযত রাখিয়া, আশা ত্যাগ করিয়া, পরিগ্রহের (=পরিজনের) মধ্যে না রহিয়া, একাকী নির্জ্জনে থাকিয়া সতত মনকে সমাহিত (=ধ্যানযুক্ত) করিবে [৬।১০]॥

[খ] পরিমিত আহার বিহার, পরিমিত কর্ম্ম সাধন, পরিমিত নিদ্রা, এবং পরিমিত জাগরণ যে করে, তাহার দুঃখনাশকারী যোগ লাভ হয় [৬।১৭]॥

[গ] সঙ্কল্প-প্রসূত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মন দ্বারা সংযত রাখিয়া ধৈর্য্য সহকারে বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ উপরত হইবে (অর্থাৎ বিষয় ভোগে বিরত হইতে অভ্যাস করিবে), এবং মনকে আত্মায় স্থাপিত করিয়া অন্য কিছুরই চিন্তা করিবে না। [৬।২৪-২৫]॥

চঞ্চল ও অস্থির মন যাহাতে যাহাতে গমন করিবে, তাহা তাহা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মায় স্থির করিবে [৬।২৬]॥ যোগী এইরূপে মনকে সদা সংযত করিতে করিতে পাপমুক্ত হইয়া অনায়াসে ব্রহ্ম সংস্পর্শ জনিত অত্যন্ত সুখ অনুভব করে [৬।২৮]॥

[ঘ] রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় সমূহকে বাহিরে রাখিয়া (অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া), চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া (অর্থাৎ দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে রাখিয়া), নাসাচ্ছিদ্রে সঞ্চরণকারী প্রাণ ও অপানকে সমান করিয়া (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া), ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া, মোক্ষপরায়ণ হইয়া এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া যে মুনি সদা অবস্থান করে, সে নিশ্চয়ই মুক্ত [৫।২৭-২৮] ॥

(৬) যোগসিদ্ধির বা যোগীর লক্ষণ ;

(১) যে অবস্থায় কুম্ভক, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গ অভ্যাস দ্বারা চিত্ত অন্তরে নিরুদ্ধ হইলে পর বাহ্য বিষয়ের চিন্তা রহিত হয় ; (২) যে অবস্থায় ধ্যানাদি প্রযত্ন দ্বারা আত্মাকে দেখিতে দেখিতে অন্তরে সন্তোষ অনুভব হয় ; (৩) যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর অত্যন্ত সুখ বুদ্ধি দ্বারা অনুভব হয় , (৪) যে অবস্থায়

থাকিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটেনা ; (৫) যাহাকে লাভ করিলে পর 'ইহা হইতে অধিক আর কিছুই লাভ করিবার নাই' এইরূপ মনে হয় , (৬) যাহাতে অবস্থিত হইলে অসহ্য দুঃখের পীড়নেও তাহাকে ত্যাগ করা হয় না ; তাহাই "যোগ" নামে খ্যাত। ইহা দ্বারা দুঃখের কারণ বিনাশ হয়। অতএব নির্ব্বিন্ন না হইয়া (অর্থাৎ সদা উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত) নিঃসংশয়ে এই যোগকে অবলম্বন করা উচিত [৬।২০—২৩] ॥

(৭) কর্ম্মসিদ্ধির বা কর্ম্মীর লক্ষণ ;

ব্রহ্মই অর্পণ, ব্রহ্মই হবিঃ, ব্রহ্মই অগ্নি, এবং ব্রহ্মই হোম কর্ত্তা, এইরূপ যাহার কর্ম্মে ব্রহ্মভাব জন্মিয়াছে, সে ব্রহ্মকে লাভ করে [৪।২৪] ॥ সমস্ত নাম ও রূপ এবং সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপ ভাবনা কর [ইতি যোগশিখোপনিষদ্] ॥ যে কর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, সে জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত [ইতি জীবন্মুক্তি গীতা] ॥

২ ; ভক্তিযোগ ;

(১) ভজন প্রণালী বা ভক্তিসাধন।

(ক) সংযতচিত্ত যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল বা জল দেয়, তাহা আমি গ্রহণ করি [৯।২৬] ॥

(খ) দৈবী প্রকৃতি বিশিষ্ট মহাত্মারা জগৎকারণ অব্যয় আমাকে জানিয়া অনন্য মনে ভজনা করে [৯।১৩] ॥ তাহাদের মধ্যে কেহ সেই নিত্য বিষয়ে যুক্ত থাকিয়া অটলভাবে সতত ভক্তির সহিত আমার কীর্ত্তন করিয়া, আমার সেবাদি প্রযত্ন করিয়া, এবং

আমাকে নমস্কার করিয়া উপাসনা করে [৯।১৪]॥ তাহাদের মধ্যে কেহ বা সর্ব্বস্বরূপ আমাকে জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া অভেদভাবে, পৃথক্‌ভাবে (=সেব্য-সেবকভাবে), বা বহুভাবে উপাসনা করে [৯।১৫]॥ সর্ব্বস্বরূপ আমি ক্রতু (=বৈদিক যজ্ঞ), যজ্ঞ (=স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক যজ্ঞ), স্বধা (=শ্রাদ্ধাদি), ঔষধ (=ধান্য-তিলাদি ওষধিসমূহ), মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি ও হোম কর্ম্ম [৯।১৬]॥ আমি এই জগতের পিতা (=চৈতন্যরূপ জনক), মাতা (=প্রকৃতি), ধাতা (=বিধান কর্ত্তা), পিতামহ (=অব্যক্ত ব্রহ্ম), জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র (=শোধনকারী প্রায়শ্চিত্তাদি), ওঁকার, ঋক্, যজুঃ, সাম, গতি (=প্রাপ্য বস্তু), ভর্ত্তা (=পালন কর্ত্তা), প্রভু (=নিয়ন্তা), সাক্ষী (=শুভাশুভ দ্রষ্টা), নিবাস (=বাস স্থান), শরণ (=আশ্রয়), সুহৃৎ, প্রভব (=সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (=সংহার কর্ত্তা), স্থান (=আধার), নিধান (=লয়স্থান), এবং অব্যয় বীজ (=জগৎকারণ) [৯।১৭-১৮]॥ আমি তাপ দেই, বৃষ্টি দেই, এবং বৃষ্টি হরণ করি। আমি অমৃত (=জীবন) ও মৃত্যু, এবং সৎ ও অসৎ [৯।১৯]॥

(গ) ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিয়া বাজীকরের পুতুলের ন্যায় সমস্ত জীবকে কর্ম্মে চালিত করিতেছেন। অতএব সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও অক্ষয় স্থিতি লাভ করিতে পারিবে [১৮।৬১-৬২]॥ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ ভক্তিবিনে কেবল ধর্ম্মকর্ম্মকেই আশ্রয় না করিয়া) একমাত্র আমারই (=ভগবানের) শরণ লও।

ঐ জন্য চিন্তিত হইও না (অর্থাৎ 'ভক্তি সাধন করিতে যাইয়া কোন ধর্ম্ম যদি পালন করা না যায়, তবে পাপ হইবে,' ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইও না) ; কারণ আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। 'পরা ভক্তিতে' সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য [১৮।৬৬] ॥

২। ভক্তি সিদ্ধির বা ভক্তের লক্ষণ ।

(ক) আর্ত্ত (=বিপদ্‌গ্রস্ত বা রোগাদি দ্বারা পীড়িত), জিজ্ঞাসু (=জ্ঞান লাভের ইচ্ছুক), অর্থার্থী (=কামনা সিদ্ধির অভিলাষী), এবং জ্ঞানী, এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ ব্যক্তি আমাকে (ভগবানকে) ভজনা করে [৭।১৬]॥ তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কারণ সে নিত্য পদার্থে রত, এবং সে এক অদ্বয় আত্মাতে ভক্তিযুক্ত। ভগবান্ জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় ; এবং জ্ঞানীও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় [৭।১৭] ॥ পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ভক্তই মহান্। কিন্তু জ্ঞানী আমার (ভগবানের) আত্মা স্বরূপ ; কারণ আমাতে সমাহিত সেই ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি স্বরূপ একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে [৭।১৮] ॥ বহু জন্মের পর "সকলই বাসুদেব" ইহা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে। এরূপ মহাত্মা দুর্ল্লভ [৭।১৯] ॥

(খ) যে সকল ব্যক্তি অনন্যভাবে সর্ব্বদা আমার চিন্তা করত উপাসনা করে, তাহাদের "যোগ" ও "ক্ষেম" আমি বহন করি (অর্থাৎ তাহাদের যাহা আবশ্যক, তাহা আমিই যোগাই ; এবং যাহা রক্ষা করিবার, তাহা আমিই রক্ষা করি। তাহাদের সে বিষয়ে চিন্তা করিতে হয় না) [৯।২২] ॥

(গ) নিম্নোক্ত প্রকারে গুণসম্পন্ন ভক্ত ভগবানের প্রিয় [১২।১৩—১৯] যে কোন বস্তু বা জীবকে দ্বেষ করে না ; যে সম-ভাবান্বিত লোকের মিত্র ; যে দুঃখিতের প্রতি করুণা সম্পন্ন ; যে মমতা ও অহঙ্কার শূন্য, যে দুঃখে ও সুখে সমভাবাপন্ন ; যে ক্ষমাবান্ [১৩] ; যে সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযত-স্বভাব ও দৃঢ়নিশ্চয় ; যে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে [১৪] ; যে কাহারও উদ্বেগ জন্মায় না ; যে কাহা হইতেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না ; যে হর্ষ, দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ রহিত [১৫] ; যে নিজ সুখের জন্য বিষয়াদির অপেক্ষা করে না, যে শুচি, দক্ষ, উদাসীন, চিত্তক্লেশ-হীন, ও সর্ব্বপ্রকার উদ্যম পরিত্যাগে যত্নশীল [১৬], যে ইষ্টলাভে হর্ষান্বিত এবং অনিষ্ট ঘটনে দ্বেষযুক্ত হয় না ; যে ইষ্টনাশে দুঃখিত হয় না ; যে অপ্রাপ্ত বিষয় পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে না ; যে শুভ ও অশুভ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে [১৭] ; যে শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও উষ্ণে, এবং সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন ; যে আসক্তি-রহিত [১৮] ; যে নিন্দা ও প্রশংসাকে তুল্য মনে করে ; যে সংযত-বাক্ ; যে যে কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট ; যাহার বাসস্থান অনির্দ্দিষ্ট ; এবং যে স্থির চিত্ত [১৯], সেই ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

৩। জ্ঞানযোগ।

(১) জ্ঞান লক্ষণ বা জ্ঞান সাধন।

(ক) নিম্নোক্ত গুণসমূহ জ্ঞানের চিহ্ন।—(১) অমানিত্ব ('আমি গুণী ও শ্রেষ্ঠ'এই ভাবিয়া সম্মান পাইতে আকাঙ্ক্ষা না করা), (২) অদম্ভিত্ব ('নিজে বড়' ইহা দেখাইবার জন্য চেষ্টা না করা),

(৩) অহিংসা (শরীর, মন বা বাক্য দ্বারা অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, (৪) ক্ষমা, (৫) সরলতা, (৬) গুরুসেবা, (৭) শৌচাচার, (৮) স্থিরতা, (৯) মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, (১০) বিষয় ভোগে অনিচ্ছা, (১১) অনহঙ্কার ("আমি অমুক করেছি," "অমুক করতে পারি" ইত্যাদি রূপে নিজের কর্ত্তৃত্ব খ্যাপন না করা), (১২) জন্ম, মৃত্যু, জরা, ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষ আছে, ইহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও অনুসন্ধান করা, (১৩) পুত্রদারগৃহাদিতে অসক্তি (মোক্ষ সাধনে অবহেলা করত কেবল স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় এবং গৃহাদি আপন বস্তুকে নিয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত না থাকা), (১৪) অনভিষ্বঙ্গ (আত্মীয় স্বজনের দুঃখে বা সুখে, এবং আপন বস্তুর অপচয়ে বা উন্নতিতে নিজে হৃষ্ট বা দুঃখিত না হওয়া), (১৫) ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটনে সমভাব, (১৬) ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী অনন্যা ভক্তি (কোন কামনা সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ঈশ্বরে যে ঐকান্তিক ভক্তি), (১৭) নির্জ্জন স্থানে থাকার প্রবৃত্তি, (১৮) কেবল জনসঙ্গকরিতে ইচ্ছা বা প্রীতি না থাকা. (১৯) সর্ব্বদা অধ্যাত্মবিষয়ে ব্যাপৃত থাকা, এবং (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন (=তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম স্বয়ং অনুভব করা)—[১৩।৭—১১] ॥

(খ) সমস্ত জীব ও পদার্থ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে যে এক অক্ষয় অভিন্ন সত্তা বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব যাহা দ্বারা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে [১৮।২০] ॥

(২) জ্ঞানসিদ্ধির বা জ্ঞানীর লক্ষণ ;

(ক) যাহার জ্ঞান স্থির হইয়াছে, তাহার নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় [২।৫৫—৬৮]।—(১) সে সমস্ত কামনা ত্যাগ করে ,

(২) সে আত্মায় তুষ্ট থাকে ; (৩) সে দুঃখসমূহ উপস্থিত হইলে উদ্বিগ্ন হয় না ; (৪) সে সুখলাভে স্পৃহা করে না ; (৫) তাহার আসক্তি ভয়, ও ক্রোধ থাকে না ; (৬) সে সর্ব্বত্র অতি স্নেহ বর্জ্জন করে ; (৭) সে শুভ পাইয়া আহ্লাদ এবং অশুভ পাইয়া দ্বেষ করে না ; (৮) সে ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় ভোগ হইতে বিরত রাখে ; (৯) সে রাগ দ্বেষ রহিত হইয়া এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজের বশে রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থ ("বিধেয়াত্মা") তাহাদিগকে বিষয় সমূহে চালিত করে ; (১০) তাহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে ॥

(খ) গুণাতীত জ্ঞানীর নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় [১৪।২২-২৬]- প্রকাশ (জ্ঞান = সত্ত্বকার্য্য), প্রবৃত্তি (কর্ম্ম = রজঃ কার্য্য), বা মোহ (অজ্ঞান = তমঃকার্য্য) উপস্থিত হইলে, সে দ্বেষ করে না ; এবং উহাদের কোনটী অন্তর্হিত হইলে, সে উহা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে না (যথা—মোহবশতঃ কোন বিষয় জানিতে না পারিলে, সে মোহের প্রতি দ্বেষ করে না, এবং প্রকাশলাভে ইচ্ছা করে না ; করণীয় কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ কর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করে না, এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে অর্থাৎ তমঃ কার্য্য পাইতে, ইচ্ছা করেনা, ইত্যাদি) [২২] ॥

সে উদাসীনের ন্যায় থাকিয়া গুণ সমূহ দ্বারা বিচালিত হয় না। 'গুণেরই কার্য্য চলিতেছে' ইহা ভাবিয়া সে স্থির থাকে [২৩]॥ সে আত্মস্থ থাকে ; সে সুখে ও দুঃখে, মাটীর ডেলায়, পাথরে ও সোণায়, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে, নিন্দায় ও প্রশংসায়, মানে ও অপমানে, মিত্রে ও শত্রুতে সমভাবাপন্ন থাকে ; এবং সে সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগে যত্নশীল হয় [২৪-২৫] ॥ সে নিষ্কাম ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে সেবা করে। এইরূপে সে ত্রিগুণ অতিক্রম করত ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হয় [২৬] ॥

সাধন সঙ্গীত ও স্তবরত্ন

১ শাখা

মাতৃ সঙ্গীত ।

১ । কুণ্ডলিনী জাগরণ ।

। ভৈরবী বা সোহাগ বা পূরবী ।

জাগো জাগো জাগো মাগো
কুল কুণ্ডলিনি ।
জাগিয়ে শান্ত কর মা
শান্তি বিধায়িনি ।১

(আমার) মোহ-নিশি হয়েছে ভোর,
ভাঙ্গো মাগো ঘুমের ঘোর,
(আমি) পিপাসায় হয়েছি কাতর,
দেখ গো জননি ।।২

এ সংসারের মোহ-ঘুমে
কাটায়ে কাল অচেতনে
ভাবি নাই মা, আছ তুমি
বিজ্ঞান রূপিনি ।৩

পীতকন্থা দিয়েছ গায়,
খু'লে কোলে নেও মা আমায়,
স্তন্যে শান্ত কর গো মা
অমৃতবর্ষিণি ॥৪

এ শিশু মা তব ধারে
কাঁদিতেছে উচ্চস্বরে,
জাগিয়ে সান্ত্বনা কর মা
আনন্দরূপিণি ॥৫

২। মায়ের দেখা।

[অর্থাৎ যে যে রূপে স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার দর্শনাদি হয় তাহার বিবৃতি]।

[কাশ্মীরী ছক্কী খেমটা]

মায়ের কাছে যাবি যদি আয় তোরা ত্বরায়।
মায়ের কোলে গেলে ছেলে পরম সুখে রয় ॥
মাকে ছাড়া হ'লে তারা দুঃখে কাল কাটায়।
মা বিনে সন্তানের মর্ম্ম কে বুঝিতে পায় ॥১

[কিরূপে ডাকিতে হয়]

জনকের কাছে যথা শিখেছ ডাকিতে,
ডাক সেই ভাবে মাকে খোলা প্রাণ চিতে।
মা মোদের সর্ব্বময়ী সর্ব্ব নামে রয়,
সর্ব্ব নামে সারা সদা দিবে সে তোমায় ॥২

যে নামেতে যবে রুচি ডাকিবার হয়,
সেই নামে সেই ক্ষণে ডাকিও তাঁহায়।
সে নামের স্বরে মায় আসিয়ে নিশ্চয়,
কোলে তু'লে সমাদরে লইবে তোমায় ॥৩

অনন্ত মায়ের নাম অন্ত কেবা পায়,
অসংখ্য মায়ের রূপ সংখ্যা নাহি হয়।
গুরুমতে যথারুচি ডাকিলে তাঁহায়,
হিতকর রূপে মায় এসে দেখা দেয় ॥৪

শিব দুর্গা হরি গুরু রাধা কৃষ্ণ রাম,
* গড্ আল্লা কালী তারা মা ব্রহ্মাদি নাম।
হ্রীং ক্লীং আদি যত মন্ত্র যাতে রুচি হয়,
সেই নামে সেই মন্ত্রে মাকে দেখা যায় ॥৫

[পরম রূপের দেখা কিরূপ ?]

পরম রূপেতে মায় যারে দেখা দেয়,
পরমানন্দেতে তার মন মগ্ন রয়।
সে আনন্দ বিষয়জ কভু নাহি হয়,
সে আনন্দ-মকরন্দ সদা প্রাণে বয় ॥৬

* গড্='ভগবৎ' শব্দের অপভ্রংশ [যথা—ভগবৎ=ভগবদ্=ভগ্ ও অদ্ =গোঅড্=গড্]; অথবা খৃষ্টানদের ঈশ্বর।

আল্লা='অল্লা' শব্দের অপভ্রংশ [অল্লা=বলিপুরস্থ ভোগেশ্বরী দেবী। যথা—"অল্লা ভোগেশ্বরী নিত্যা শ্রীমদ্বলিপুরে শিবা।"—বৃহন্নীলতন্ত্রে]; অথবা মুসলমানদের ঈশ্বর।

যে দিকে সে কালে তার চোখ মন ধায়,
সে দিকে সে ভাবে মাকে সে দেখিতে পায়।
কভু ভক্তিভরে তার হ'লে মনোলয়,
দেহাদি ভুলিয়ে গিয়া চুপ করে রয় ।৭

সূক্ষ্ম সূক্ষ্মরূপে মায় যার কাছে যায়,
ইন্দ্রিয়ে তার নানাভাব প্রকটিত হয়।
পঞ্চভূত রূপে মায় হইয়ে উদয়,
জ্যোতি-রাদি নানা রূপে প্রকাশিত হয় ।৮

কভু শুভ্র নানাবর্ণ, কভু ধূম্র, পীত,
কভু সাদা, কভু কালা, নীল, বা লোহিত।
কভু তাড়িতের লতা, কভু তারাচয়,
কভু সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, দীপ দেখা যায় ।৯

কভু চক্রপ্রায় জ্যোতিঃ, কভু গোলাকার,
কভু চন্দ্রকলা-কার, কভু তিন ধার।
কভু ছোট, কভু বড়, কভু বিশ্বময়,
নানাকারে জ্যোতিরূপ হয় নয়নে উদয় ।১০

কভু কাঁসি, ঘণ্টা, ঘোষ, কভু তন্ত্রী, তাল, *
কভু শঙ্খ, মেঘ, ভৃঙ্গ, কভু বা মাদল।

* ঘোষ = অনাহত শব্দ ও কোলাহল। তন্ত্রী = তার নির্মিত বাজনা।
তাল = করতাল। ভৃঙ্গ = মৌমাছি। ভেরী = দামামা ; ড্রাম্।

কভু ভেরী, বাঁশী ঝিঁঝিঁ, যত শব্দময়,
কাণে এসে নানা নাদে করে চিত্তলয় ॥১১

কভু নানাবিধ শব্দ মুখে ব্যক্ত হয়,
কভু নিদ্রা, স্তম্ভ, মূর্চ্ছা, স্বপ্ন দেখা দেয়।
কভু রোমাঞ্চিত কায়, কভু কম্পময়,
কভু অশ্রু, কভু ঘর্ম্ম, কভু বা প্রলয় ॥১২

দিব্য গন্ধ কভু নাকে সমুদিত হয়,
রসনাতে নানা রস কভু সঞ্চারয়।
কভু শ্বাসক্রিয়া হয়, কভু স্পন্দোদয়,
কভু দেহ মন তার বিক্ষোভিত হয় ॥১৩

কভু হাস্য, কভু কান্না, কভু নৃত্য, গীত,
কভু ঘূর্ণি, গড়াগড়ি, কভু বিপরীত।
ধাবন, পতন কভু, করতালী তায়,
পাগলে, মাতালে, ভূতা-বিষ্টে যথা হয় ॥১৪

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, শঙ্কা, চিন্তা, ভয়,
ইত্যাদি * "সঞ্চারীভাব" কভু দেখা দেয়।
কভু শীতে তনু আর্ত্ত, কভু তপ্ত কায়,
সর্ব্বভাবে সন্তানেরে দেখা দেয় মায় ॥ ১৫

* "সঞ্চারী ভাব" = যে সমস্ত ভাব আপাততঃ দুঃখকর; কিন্তু পরিণামে যাহারা রতি প্রভৃতি আনন্দকর ভাবকে অধিকতর বৃদ্ধি করে।

[স্থূলরূপের দেখা কিরূপ ?]

স্থূলস্বরূপেতে মায় যারে দেখা দেয়,
দেবী কিম্বা দেব রূপে সে দেখিতে পায়।
অথবা মা সর্ব্ব দেহে হইয়ে উদয়,
তার সঙ্গে একাকারে প্রকাশিত হয় ॥১৬

কভু পশু পক্ষী রূপে তারে দেখা দেয়।
কভু নগ * নদী আদি ধরে নানা কায় ॥
নানা ভাবে সন্তানেরে দেখা দিয়ে মায়।
অজ্ঞানাদি দুঃখ দূর করিবারে রয় ॥১৭

[স্থূল সূক্ষ্ম ও পরম রূপের ফল কি ?]

স্থূলরূপে দেখা দিয়ে † কামা-র্থ যোগায়।
সূক্ষ্মরূপে ধর্ম্ম মোক্ষ সাধন চালায় ॥
পরম স্বরূপে করায় মোক্ষ-পরিচয়,
তিন রূপে সন্তানেরে শান্ত করে মায় ॥১৮

[প্রার্থনা।]

এ বাসনা মাগো মোরা তোমারে জানাই,
গুরুশিক্ষা কভু যেন না ভুলিয়া যাই।
তার গুণে সর্ব্বক্ষণে র'য়ে তব পায়,
ফিরে যেন নাহি আসি এ মোহ-ধরায় ॥১৯

* নগ=বৃক্ষ, পর্ব্বতাদি।

† কামার্থ=কামনা ও অর্থ। মোক্ষার্থী'র মোক্ষকামনা এবং ভোগার্থী'র ভোগকামনা সিদ্ধ হয় এবং অর্থ লাভ হয়।

৩। সরস্বতীর আবাহন।

এস শুভদে বরদে বাণি।
জ্ঞান বিধায়িনি, তিমির নাশিনি,
সত্ত্বরূপিণি ত্রিনয়নি॥

বিশ্ব জন মন-প্রাণে বিবিধ ভাবনা-শক্তি দানে,
মোক্ষ প্রদায়িনি, এস জ্ঞানরূপিণি
বিদ্যা-বিনয় গুণ সঙ্গে,—

এস সাধক-মনোহরা জীব জীবন সারা (শুভে),
কৃপাহাস বিকাশ জননি।
বস মানস-সরোজে ব্রহ্মাণি।

৪। সরস্বতী স্তুতিঃ।

যা দেবী রুদ্রবৃত্ত্যা হি মহামোহ-বিনাশিনী।
রুদ্রাণীং তাং স্মরাম্য-হং সা মে দহতু পাপকম্॥১

যা দেবী ব্রহ্মভাবেন পরবোধ-প্রকাশিকা।
ব্রহ্মাণীং তামহং বন্দে সা মে জ্ঞানং প্রযচ্ছতু॥২

যা দেবী বিষ্ণুকর্ম্মণা পরজ্ঞানস্য রক্ষিকা।
বৈষ্ণবী সা সদাবতু পরং মে ভাব-মব্যয়ম্॥৩

শব্দ-তন্মাত্র-রূপায়া যস্যা বিশ্বং প্রকাশতে।
যাং বিনা জড়বজ্ জগৎ তাং নমামি সরস্বতীম্॥৪

কুণ্ডলিনী স্বরূপা যা পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী ।
প্রবুদ্ধা মন্ত্রদা যা হি সা মা-বতু সরস্বতী ॥৫

যা দেবী গুরুরূপেণ মুক্তিমার্গ-প্রদর্শিনী ।
স্বশক্তিবোধ-কারিণ্যৈ তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥৬

শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপা যা শুভ্রতেজোময়ী সদা ।
বিদ্যাদাত্রী তমোহন্ত্রী তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥৭

কৈবল্যমুক্তিদা যা হি ভক্তানুগ্রহ-কারিকা ।
অখণ্ডসুখদাত্রী যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥৮

জ্ঞানদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ সুখদায়ৈ নমো নমঃ ।
ব্রহ্মশক্তি-স্বরূপায়ৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ ॥৯

[অনুবাদ ।—বিনাশকারী রুদ্ররূপে যিনি মহামোহ নাশ করেন, তাঁহাকে স্মরণ করি । তিনি আমার পাপসমূহ দগ্ধ করুন ॥১॥ উৎপাদনকারী ব্রহ্মারূপে যিনি পরম জ্ঞানের প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বন্দনা করি । তিনি আমাকে জ্ঞানদান করুন ॥২॥ পালনকারী বিষ্ণুরূপে যিনি পরম জ্ঞানকে রক্ষা করেন, তিনি সর্ব্বদা আমার অব্যয় পরম ভাবকে রক্ষা করুন ॥৩॥ শব্দ তন্মাত্ররূপ যাঁহা হইতে বিশ্বের প্রকাশ হইয়াছে এবং শব্দরূপিণী যাঁহাকে বিনা জগৎস্থ লোক জড়বৎ হয়, সেই সরস্বতীকে নমস্কার ॥৪॥ যিনি কুণ্ডলিনী ও অ-ক্ষ পঞ্চাশ বর্ণ স্বরূপ, এবং যিনি জাগিলে মন্ত্রলাভ হয়, সেই সরস্বতী আমায় রক্ষা করুন ॥৫॥ যিনি গুরুরূপে মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দেন, এবং যিনি জীবের স্বশক্তির বোধ জন্মাইয়া দেন; সেই বাণীকে নমস্কার ॥৬॥ যিনি শুদ্ধসত্ত্বগুণ-স্বরূপ, শুভ্র তেজোময়, বিদ্যাদানকারী এবং অজ্ঞাননাশকারী সেই দেবীকে নমস্কার ॥৭॥ যিনি কৈবল্য মুক্তি দান করেন, ভক্তকে অনুগ্রহ করেন, এবং অখণ্ড সুখদান করেন, সেই দেবীকে নমস্কার ॥৮॥ জ্ঞানদানকারী, মোক্ষদান-কারী, সুখদানকারী এবং ব্রহ্মশক্তি স্বরূপ সরস্বতীকে নমস্কার ॥৯॥] ।

২ শাখা

শিব সঙ্গীত।

১। বর্ণমালায় শিবস্তুতি।

জয় শিব শঙ্কর হর পঞ্চানন।
অক্ষর পরম ব্রহ্ম সত্য সনাতন ॥১॥

অক্ষরেতে থাক তুমি করিয়ে শ্রবণ।
তাহা ধ'রে ডেকে তোমায় করি অন্বেষণ ॥২॥

অয় অজ অষ্টমূর্ত্তি অকুল অপার।
অকূল সাগরে প্রভু হও কর্ণধার ॥৩॥

আয় আত্মা আশুতোষ আকাশ-আকার।
আনন্দেতে রাখ সদা হৃদয় আমার ॥৪॥

ইতে ইজ্য ইন্দুধর ইষ্ট ইন্দ্র ইন।
ইচ্ছা যেন হয় পেতে তব শ্রীচরণ ॥৫॥

ঈতে ঈশ ঈস্মহর ঈড়িত ঈশান।
ঈর্ষ্যা দ্বেষ হ'তে মুক্ত কর মোর মন ॥৬॥

উতে উগ্র উমাপতি উড্ডীশ উদার।
উপশান্ত কর মোর মন অনিবার ॥৭॥

ঊতে ঊর্দ্ধরেত ঊর্দ্ধলিঙ্গ ঊর্ম্মিহর।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি দেও মোরে ওহে দয়াকর ॥৮॥

ঋতে ঋক্ষ ঋতধাম ঋষভবাহন।
ঋতুষট্‌ক মধুময় কর হে বামন ॥৯॥

ৠতে ঋদ্ধি বৃদ্ধিকারী ভৈরব ভীষণ।
রীতিনীতি সদা মোর কর বিশোধন ॥১০॥

ঌতে লীনলক্ষ লোকপাল মনোময়।
লয়যোগ দানে মোর কর মনঃক্ষয় ॥১১॥

ৡতে লিঙ্গী লেলিহ ললিত লীলাময়।
লিপ্ততা বিষয়ে দূর কর দয়াময় ॥১২॥

এতে এক একাক্ষর একসূত্র-কর।
এষণার জ্বালা প্রভু দিও নাকো আর ॥১৩॥

ঐতে ঐন্দ্রীপতি ঐন্দ্রিয়িক অগোচর।
ঐশ্বর্য্য ভুলিয়ে যেন তোমায় করি সার ॥১৪॥

ওতে ওঁকাররূপ পরব্রহ্মকায়।
ওজঃশক্তি রক্ষা মোর কর জ্ঞানময় ॥১৫॥

ঔতে ঔদার্য্যদাতা ঔৎসুক্য-নিলয়।
ঔদাস্য দানেতে মোর কর রাগক্ষয় ॥১৬॥

অংতে অন্তহীন অক্রূর অনাময়।
"অংশ আমি অংশী তুমি" জানিব নিশ্চয় ॥১৭॥

অঃতে অস্তমিতমোহ অষ্টসিদ্ধিময়।
অস্খলিত পদে রেখে নাশ ভব ভয় ॥১৮॥

ক্ময় কাল কুলেশ্বর কপালী কামারি।
কলিমল নাশ মোর কর ত্রিপুরারি ॥১৯॥

খয় খগ খকুন্তল খট্টাঙ্গবিধারী।
খেচরী ভাবেতে মোরে রাখ ব্যোমচারী ॥২০।

গায় গুরু গঙ্গাধর গিরীশ গণেশ।
গতি মোর ভবে মাত্র তুমিই মহেশ ॥ ২১ ॥

ঘয় ঘোর ঘণ্টাপ্রিয় ঘণ্টেশ ঘটেশ।
ঘৃণাময় ঘৃণা লজ্জা কর হে নিঃশেষ ॥ ২২ ॥

ঙতে উষ্ণ উরস্তালী উন্মত্তভৈরব।
উপজীব্য ভবে মোর তুমি হও ভব ॥ ২৩ ॥

চয় চিতি চন্দ্রচূড় চণ্ডীশ চিন্ময়।
চরাচর সার যেন জানি হে তোমায় ॥২৪॥

ছয় ছত্রী ছন্দঃসার ছিন্নমায়াজাল।
ছায়ারূপে জীব সঙ্গে ফের সর্ব্বকাল ॥২৫॥

জয় জিষ্ণু জটাধর জয়ন্ত দয়াল।
জন্মমৃত্যুনাশ মোর কর মহাকাল ॥২৬॥

ঝয় ঝষধ্বজ-নাশী ঝিণ্টীশ জলেশ।
ঝঞ্ঝাটেতে নাহি মোরে ফেলিও মহেশ ॥২৭॥

ঞওতে ঈড্য ঞ-বাহন ধর্ম্ম-প্রকটন।
ইহামুত্র-ভোগে মোর না রাখিও মন ॥২৮॥

টয় টঙ্কী টঙ্কটীক ত্রিপুর-সংহার।
টলিবনা তব পদ হ'তে এইবার ॥২৯॥

ঠয় ঠঠ-পতিরূপী কালাগ্নি ঠক্কুর ।
ঠাণ্ডা কর কৃপাজলে মম হৃদিপুর ॥৩০॥

ডয় ডাকিনীশ দণ্ডী ডমরু-বাদন ।
ডরিবনা ভবে কভু স্মরি ওচরণ ॥৩১॥

ঢয় ঢুণ্টেশ্বর ঢালী ঢক্কাশব্দামোদ ।
ঢুকিবনা মাতৃগর্ভে স্মরি তব পদ ॥৩২॥

ণয় ণাদ নরকারি নিত্য-জ্ঞানময় ।
নন্দিত কর হে প্রভু আমার হৃদয় ॥৩৩॥

তয় তারে ত্রিলোচন তীব্র তেজোময় ।
তেজস্বী তেজস্বী সদা কর হে আমায় ॥৩৪॥

থয় স্থাণু স্থির ধীর স্থূলদৃষ্টি-হর ।
স্থগিত কর হে প্রভু অসার সংসার ॥৩৫॥

দয় দক্ষ দিগম্বর দেবদেব হর ।
দরিদ্র-শরণ তুমি দাক্ষিণ্য-আকর ॥৩৬॥

ধয় ধ্বনি ধ্রুব ধীশ ধূর্জ্জটি ধরেশ ।
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি মোর রাখ সবিশেষ ॥৩৭॥

নয় নিত্য নীলকণ্ঠ নকুল নন্দীশ ।
নয়নেতে নিরন্তর থাক হে মহীশ ॥৩৮॥

পয় পূর্ণ পঞ্চানন পশুপতি মূল ।
পরিষ্কার কর প্রভু মম মনোমল ॥৩৯॥

ফয় ফাণশাল স্ফূর্ত্তি স্ফটিকধবল ।
ফলাসক্তি দূর ক'রে দেও মোক্ষ ফল ॥৪০॥

বয়। ব্রহ্ম ব্যোমদেব বৃষাঙ্ক বিশ্বেশ।
বুদ্ধীন্দ্রিয় শুদ্ধ মোর কর হে জ্ঞানেশ ॥৪১॥

ভয় ভর্গ ভীম ভব ভৈরব ভূতেশ।
ভবভয় হ'তে ত্রাণ কর হে মহেশ ॥৪২॥

ময় মৃত মৃত্যুঞ্জয় মৃড় মহেশ্বর।
মনস্তাপ মদ মায়া মোহ দূর কর ॥৪৩॥

যয় যজ্ঞ যমান্তক যতি যোগীশ্বর।
"যন্ত্রি-যন্ত্র" ভাবে মোরে রাখ হরিহর ॥৪৪॥

রয় রুদ্র রসজ্ঞ রসদ রসময়।
রোগ শোক হর মোর সকল সময় ॥৪৫॥

লয় লঘু লোকনাথ লিঙ্গরূপ লয়।
লোভ মোহ হ'তে ত্রাণ কর দয়াময় ॥৪৬॥

বয় বৃদ্ধ বামদেব বিরূপাক্ষ বীর।
বিশ্বাসিদ্ধ ক'রে মোরে রাখ নিরন্তর ॥৪৭॥

শয় শম্ভু শিব শূলী শ্রীকণ্ঠ শঙ্কর।
শক্তি শান্তি দেও মোরে শশাঙ্কশেখর ॥৪৮॥

ষয় ষড়ক্ষর-বাচ্য ষট্চক্র-অধীশ।
ষড়ূর্ম্মি বিনাশ মোর কর হে সতীশ ॥৪৯॥

সয় সর্ব্ব সিদ্ধদেব সৌম্য সুপ্রসাদ।
"সিদ্ধোপায়ে" নিশ্চিতই পাব তব পাদ ॥৫০॥

হয় হর হংস হীর হিণ্ডী-হবরেণ।
হরি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত কর হরিকেশ ॥৫১॥

ক্ষুব্ধয় ক্ষেন ক্ষমাকান্ত ক্ষিতিপতি ক্ষাম।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তব নামে কর হে প্রশম ॥৫২॥

অক্ষ-মালারূপে তব নাম করি গান।
শান্ত যেন হয় প্রভু ভ্রান্ত মম প্রাণ ॥৫৩॥ ॥

দিনে দিনে বাড়ে যেন তব পদে প্রীতি।
অনিত্য বিষয়ে যেন থাকে সদা ভীতি ॥৫৪

অক্ষরাদি তব নাম শান্তির কারণ।
স্মরি যেন হেরি প্রভু তোমারি চরণ ॥৫৫॥

সর্ব্বশক্তি হীন আমি হইব যখন।
তব পদ চ্যুত যেন না হই তখন ॥৫৬॥

২। শিবষড়ক্ষর স্তোত্রম্।

"ওঁ নমঃ শিবায়"

ওঁ নমঃ শিবায় ওঁকার রূপায়
পরব্রহ্মকায়ায় পরেশ্বরায়।
অনন্তপারায় উদারচেতায়
মহেশ্বরায় নমো নিত্যরূপায় ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় নকার রূপায়
নন্দীশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়।

শ্রীনীলকণ্ঠায় নকুলেশ্বরায়
নাগাঙ্গহারায় নেতিমার্গণায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় মকার রূপায়
মহাদেবায় মন্মথনাশনায়।
মৃড়ায় মুক্তায় মহোক্ষবাহায়
মৃত্যুঞ্জয়ায় স্মৃতিবোধকায় ॥ ৩ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় শিকার রূপায়
শিতিগ্রীবায় নমঃ শঙ্করায়।
ত্রিশূলহস্তায় ত্রিলোচনায়
শক্তিগ্রহায় শশি-শেখরায় ॥ ৪ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় বাকার রূপায়
বাণেশ্বরায় বীরায় বামায়।
বিশ্বেশ্বরায় শ্রীব্যোমদেবায়
ভীমায় ভবায় নমো ভৈরবায় ॥ ৫ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় যকার রূপায়
যমান্তকায় শ্রীযোগীশ্বরায়।
জটাধরায় শ্রীজগন্নাথায়
নমো জয়ন্তায় জনি-বারণায় ॥ ৬ ॥

ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং গৃহীত্বা ভক্তবৎসল।
শক্তিশান্তী প্রদেহি মে প্রক্ষাল্য পাপপঙ্ককম্ ॥ ৭ ॥

৩। দক্ষিণামূর্ত্তি প্রণাম।

দাক্ষিণ্যাদিগুণৈর্যো হি ভক্তানুগ্রহতৎপরঃ।
তস্মৈ শ্রীগুরুরূপায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ১

দক্ষিণা হি পরাবুদ্ধিস্তস্যা মূর্ত্তি-রনন্যয়া।
তস্মৈ শ্রীগুরুরূপায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ২

দক্ষিণাভিমুখো যো হি শবরূপঃ শিবঃ স্বয়ম্।
তস্মৈ শ্রীগুরুরূপায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ৩

কৈবল্যমুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ শুকাদ্যৈর্যো হি ভাবিতঃ।
তস্মৈ শ্রীগুরুরূপায় দক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ৪

দক্ষিণাং দিশ-মাস্থিতো যো হরো লয়কারণঃ।
অজ্ঞানধ্বংসক তস্মৈ দক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ৫

"বটবিটপি-সমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতার-মারাৎ।
ত্রিভুবন-গুরু-মীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জনন-মরণ-দুঃখচ্ছেদ-দক্ষং নমামি॥ ৬

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধ-জ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ৭

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাং।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥" ৮

---

৩ শাখা

হরি সঙ্গীত।

১। নারায়ণাষ্টকম্।

"ওঁ নমো নারায়ণায়"

ওঁকারশব্দাজ্জগদাদিবীজকাৎ
স্বং হি প্রকাশ্য স্থিতি-সৃষ্টি-সংলয়ম্।
গুণাত্মকো যো বিদধাতি নির্গুণো
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত ভদ্রদম্॥ ওঁ॥১

"ন ইতি" দৃশ্যং প্রবিলোপ্য নশ্বরং
স্বাত্মস্বরূপং সুখ বোধ-সত্যকম্।
ভক্তস্য যো বৈ বিবৃণোতি দেশিকো
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত নির্ম্মলম্॥ন॥২

মোহান্ধকারং মনুজস্য জন্মজং
কুলাবনোধাদ্ রবিরশ্মিসন্নিভঃ।
ছিত্ত্বাস্য যস্তং প্রকরোতি ভাস্বরং
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত মোক্ষদম্॥ মো॥৩

"নাহং শরীরং" "মম নাস্তি কর্ত্তৃতা"
চেত্যাদিভাবান্ সকলার্ত্তিনাশকান্।
যো বৈ প্রবোধ্য স্বজনস্য রাজতে
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত নন্দনম্॥ না॥৪

রাগাদিদোষান্ পরিমৃজ্য সেবকাদ্
রসং পরং যো জনয়ন্ হি শাশ্বতম্
ভক্তিং বিশুদ্ধাং প্রদদাতি সত্ত্বজাং
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত রঞ্জনম্ ॥ রা ॥৫

যস্য প্রসাদাদ্ধঠ-রাজসংজ্ঞক
আধারসংস্থঃ কুলকুণ্ডলীশ্রিতঃ।
যোগো গৃহীতঃ সহজশ্চ সৌখ্যদো
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত যোগদম্ ॥ য় ॥ ৬

আত্মস্বরূপঃ পরবোধবোধকঃ
সচ্চিৎসুখাভ-শ্চিদচিদ্বিবেকদঃ।
জ্ঞান-ক্রিয়া-ভক্তি-পদং দদাতি যো
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত সাক্ষিণম্ ॥ ণা ॥৭

যথাতথাস্থঃ স্থল-কাল-পাত্রতাং
নাপেক্ষ্য না বৈ কুরুতেঽপি সাধনাম্।
যস্যোপদেশাদনপায়ি-বন্তনে
নারায়ণং তং ভজ চিত্ত যন্ত্রিণম্ ॥ য় ॥ ৮

নমস্তে নারায়ণ ভীতিখণ্ডন
নমস্তে নারায়ণ ভাবশোধন।
নমস্তে নারায়ণ শক্তিপাতন
নমস্তে নারায়ণ মোক্ষকারণ ॥ ৯

নমামি বিষ্ণুং গুরুদেবরূপিণং
নমামি পুণ্যং ভবদুঃখবারণম্ ।
নমামি সত্যং স্থিরসৌখ্যদায়কং
নমামি কৌলং শিবশক্তিরূপিণম্ ॥ ১০ ॥

[গানে গাহিবার সুর—ইমন]

অনুবাদ।—(১) যিনি স্বয়ং নির্গুণ ; কিন্তু যিনি গুণযুক্ত হইয়া জগতের আদি বীজ ওঁকার শব্দ হইতে নিজকে প্রকাশ করিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় বিধান করেন, হে চিত্ত, তুমি সেই মঙ্গলদাতা নারায়ণকে ভজনা কর।

(২) যিনি গুরুস্বরূপ হইয়া "ইহার অস্তিত্ব নাই" এইরূপ উপদেশ দ্বারা নশ্বর দৃশ্য বিষয়ের বিলোপ সাধন করত ভক্তের সত্য, সুখ ও জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে বিবৃত করেন, হে চিত্ত, সেই নির্ম্মল নারায়ণকে ভজনা কর।

(৩) সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট যিনি লোকের জন্মগত মোহরূপ অন্ধকার কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের দ্বারা দূর করত তাহাকে দীপ্তিমন্ত করেন, হে চিত্ত, সেই মোক্ষদ নারায়ণকে ভজনা কর।

(৪) "আমি শরীর নহি" "আমার কর্তৃত্ব নাই" ইত্যাদি সকল দুঃখ নাশক ভাবসমূহ স্বাশ্রিত জনকে সম্যক্ বোধগম্য করাইয়া যিনি বিরাজ করেন, হে চিত্ত, সেই আনন্দকর নারায়ণকে ভজনা কর।

(৫) যিনি সেবকের রাগাদিদোষ পরিমার্জ্জন করত শাশ্বত পরম রস জন্মাইয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভক্তি প্রদান করেন, হে চিত্ত, সেই প্রীতিজনক নারায়ণকে ভজনা কর।

(৬) যাঁহার প্রসাদে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীতে আশ্রিত সহজ ও সুখদ হঠযোগ ও রাজযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে, হে চিত্ত, সেই যোগদ নারায়ণকে ভজনা কর।

(৭) যিনি 'ণ' (অর্থাৎ জ্ঞান) স্বরূপ, পরম জ্ঞান প্রকাশক, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, চিৎ ও অচিৎ বিষয়ের বিবেকদাতা, এবং যিনি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিমার্গ প্রদান করেন, হে চিত্ত, সেই সাক্ষী স্বরূপ নারায়ণকে ভজনা কর।

(৮) যাহার উপদেশে মনুষ্য যেরূপ সেরূপ অবস্থিত হইয়া দেশ কাল পাত্রের অপেক্ষা না করিয়া শাশ্বত বস্তু পাবার জন্য সাধনা করে, হে চিত্ত, সেই যন্ত্রী নারায়ণকে ভজনা কর।

(৯) হে ভয়নাশক, ভাবশোধক, শক্তিসঞ্চারক ও মোক্ষকারক নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার।

(১০) গুরু স্বরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার করি; ভবদুঃখবারক পুণ্যকে নমস্কার করি; অখণ্ড সুখ দায়ক সত্যকে নমস্কার করি; শিবশক্তি স্বরূপ কৌলকে নমস্কার করি।

২। আন্তর পূজার জন্য

শ্রীহরিকে আবাহন।

[ভাঙ্গা কীর্তন সুর]

ডাকি হে তোমায় ওহে দয়াময়,
হও হে উদয় অন্তরে।
(আমি) তব নাম ধরি ডাকি হে শ্রীহরি,
এস এস হৃদ্‌মন্দিরে ॥ ১ ॥

(মম) কমল আসনে প্রফুল্ল আননে
বস, পূজিব তোমারে।
(মম) হবে শুভোদয় তোমারি কৃপায়
পূজে অন্তঃ-উপচারে ॥ ২

পাদ্য-স্নানা-চমে লহ শিরোজলে,
মনঃ লহ অর্ঘ্যাকারে।
(তখন) দেহ মন সকল করিও শীতল,
বাসনা সব নিও দূরে ॥ ৩

আকাশা-বকাশ দিব তোমায় বাস,
সদানন্দ অলঙ্কারে।
(তখন) সত্তাশূন্যময় করিও আমায়,
ভূমানন্দে রে'খো মোরে ॥ ৪

গন্ধ তত্ত্বে দিব সুগন্ধ বিবিধ,
চিত্ত দিব পুষ্প তরে।
(তখন) শুভ গন্ধোদয় করিও নাসায়,
চিত্ত রে'খো সুবিচারে ॥ ৫

দশ প্রাণরূপ দিব তোমায় ধূপ,
তেজস্তত্ত্ব দীপাকারে।
(তখন) সর্ব্বপ্রাণ যেন সাধে স্বীয় ধর্ম্ম,
জ্যোতিঃ প্রকাশে অন্তরে ॥৬

নৈবেদ্য হইবে শিরশ্চ্যুতা-মৃতে,
ঘণ্টা অনাহত স্বরে।
(তখন) সর্ব্ব দেহ মন ক'রো সন্তর্পণ,
শুনাইও নাদ আমারে ॥ ৭

বায়ুতত্ত্ব দিয়ে রচিব চামরে ;
ছত্র দিব সহস্রারে।
(তখন) সুখস্পন্দময় ক'রো মম কায়,
শতদলে রেখো মোরে ॥৮

(হরি) মুখাদিতে যত হ'বে শব্দ ব্যক্ত,
লহ তাহা গীতাকারে ;
(মম) মনের চাঞ্চল্য, আর ইন্দ্রিয় কর্ম্ম,
লহ মম নৃত্যাতরে ॥৯

এইরূপে হরি, অন্তঃ পূজা করি
ভাসিব আনন্দ-নীরে।
(আমি) এই ভিক্ষা করি, দীনবন্ধু হরি,
যেওনা আমারে ছেড়ে ॥১০॥

৩। হরিগুরু গীতি।

জয় নারায়ণ মধুসূদন হে।
জয় গোবিন্দ গোপাল বামন হে ॥১

(তুমি) নিত্য নিরঞ্জন, জনগণরঞ্জন, ভবভয় ভঞ্জন হে।
" সত্য সনাতন, নিত্যবিভাসন, বিশ্ববিরাজন হে ॥২
" বিজ্ঞানলক্ষণ, বিজ্ঞানরক্ষণ, বিজ্ঞানবীক্ষণ হে।
" আনন্দরূপণ, আনন্দপালন, আনন্দকারণ হে ॥৩

„ ধর্ম্মনিমিত্তক, মানবদেহক, সত্যসংস্থাপক হে।
„ জ্ঞানবিধায়ক, যোগনিরূপক, প্রেমবিকাশক হে ॥৪

„ শোভনদর্শন, শোধনস্পর্শন, সম্মোদচিন্তন হে।
„ মানবশোধন, মানববোধন, মানবমোচন হে ॥৫

„ সংসারমার্জ্জন, সংসারতর্জ্জন, সংশয়বর্জ্জন হে।
„ ধর্ম্মপ্রচারণ, মর্ম্মপ্রকাশন, শর্ম্মপ্রসারণ হে ॥৬

„ দুঃখসম্বারণ, সৌখ্যসন্ধারণ, মোক্ষসম্প্রাপণ হে।
„ পাতকিপাবন, পাতকপাচন, পালনকারণ হে ॥৭

„ দুর্গতিধর্ষণ, দুর্ম্মতিকর্ষণ, দুর্নীতিমর্ষণ হে।
„ পাপবিনাশন, ভাববিশোধন, তাপবিদারণ হে ॥৮

„ সাধনকারণ, সাধনধারণ, সাধনপূরণ হে।
„ সেবকতোষণ, সেবকপালন, সেবকতারণ হে ॥৯

৪। নারায়ণ-পঞ্চকম্

নারায়ণ পরা গতি নারায়ণ পরা মতিঃ।
নারায়ণ পরা স্তুতি নারায়ণ পরা হুতিঃ ॥১

নারায়ণ পরা স্মৃতি নারায়ণ পরা শ্রুতিঃ।
নারায়ণ পরা ধৃতি নারায়ণ পরা কৃতিঃ ॥২

নারায়ণ পরা শান্তি র্নারায়ণ পরা ক্ষান্তিঃ।
নারায়ণ পরা কান্তি র্নারায়ণ পরা দান্তিঃ ॥৩

নারায়ণ পরা চিতি র্নারায়ণ পরা মিতিঃ।
নারায়ণ পরা স্থিতি র্নারায়ণ পরা সৃতিঃ ॥৪

নারায়ণ পরা শক্তি র্নারায়ণ পরা রক্তিঃ।
নারায়ণ পরা যুক্তি র্নারায়ণ পরা মুক্তিঃ ॥৫

এতন্নারায়ণস্তোত্রং কৃতং বৈ মুক্তিকাম্যয়া।
শান্তচিত্তেন ধীমতা পাঠ্যং ভাব্যং চ সর্ব্বদা ॥৬

[মতি = বুদ্ধি। হুতি = হোম। স্মৃতি = স্মৃতিশাস্ত্র ; স্মরণ। শ্রুতি = বেদ ; শ্রবণ। ধৃতি = ধারণ। কৃতি = কর্ম্ম। শান্তি = শম। ক্ষান্তি = ক্ষমা। কান্তি = শোভা ; ইচ্ছা। দান্তি = দম। চিতি = চৈতন্য। মিতি = বিজ্ঞান। স্থিতি = অধিষ্ঠান। সৃতি = পথ। রক্তি = অনুরাগ। যুক্তি = যোগ]।

৫। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নারায়ণ ভজন।

[ভৈরবী]

ভজ গুরু নারায়ণ, ভাব গুরু নারায়ণ,
জপ গুরু নারায়ণ নাম রে।
স্মর গুরু নারায়ণ, বোঝ গুরু নারায়ণ,
খোজ গুরু নারায়ণ রূপ রে ॥১

কাণে নারায়ণ নাম, শোন মন অবিরাম,
চোখে নারায়ণরূপ দেখ রে।
নাকে নারায়ণ গন্ধ ল'য়ে ছাড় মোহ-বন্ধ,
নারায়ণরস সদা পিও রে ॥২

নারায়ণ সুখ স্পর্শে শীতল হইয়ে হর্ষে
নারায়ণ ভাব হৃদে গাঁথ রে।
করে নারায়ণ কর্ম্ম ক'রে কর পর ধর্ম্ম,
নারায়ণ পাশে সদা যাও রে ॥৩

বিনে নারায়ণ ভাব ছাড় যত হীন ভাব,
নারায়ণানন্দে মন মজ রে।
নারায়ণ-ভাবামৃত পানেতে হ'য়ে প্রমত্ত
নারায়ণ নাম গুণ গাও রে ॥৪

সকল ইন্দ্রিয় দ্বারে যতনে ধরিয়ে তাঁরে
সকল প্রকারে সদা সেব রে।
এইরূপে পরিণামে যাইবে অক্ষয় ধামে,
পাইবে পরম শান্তি জেনো রে ॥৫

৬। মধুসূদন ভাবগ্রাহী

[খাম্বাজ পোস্ত]

ভাবগ্রাহী মধুসূদন
ভাবেতে হন নিমগন।

ভাবাভাব সবই ভবে
তাঁ হ'তে হয় প্রকটন ॥১

জীবজগতে সূক্ষ্মরূপে
বাস হয় তাঁর হৃদয় কোণ।
মোহ- দুয়ার খুল্লে পরে
পায় সবে তাঁর দরশন ॥২

মনে প্রাণে একযোগে
কর্‌লে তাঁরে বিভাবন।
(তিনি) হৃদয়-ঘরে উদয় হ'য়ে
তমঃ করেন বিনাশন ॥৩

শত্রু মিত্র দ্বেষ্য বন্ধু,
কিছু না তাঁর হয় কখন।
যে যে ভাবে ভাবে তাঁরে,
সে ভাবে দেয় তায় দরশন ॥৪

শিশু, কংস, বকী তর্‌লো
শত্রু ভেবে নারায়ণ।
নন্দ, বসু, পত্নী সঙ্গে
স্নেহ ক'রে কৃষ্ণ অঙ্গে
গোপিকাগণ প্রেমরঙ্গে,—
(তাঁয়) ভেবে পেল বিমোক্ষণ ॥৫

দেহ-মায়া ছেড়ে রে মন,
(তাই) ভাব জপ জনার্দ্দন।
(তবে) অনায়াসে হবে রে তোর
শোক মোহ বিমোচন ॥৬

অবশেষে পেয়ে তাঁরে
এড়াবে এ ভববন্ধন।
(মন) একনিষ্ঠা বিনা কভু
মিলে নাকো নারায়ণ ॥৭

৭। গোবিন্দ ভজন।

ভজ গোবিন্দ, ভাব গোবিন্দ,
জপ গোবিন্দ নাম রে ॥১
ভজ—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ধূয়া ॥

স্মর গোবিন্দ, বোঝ গোবিন্দ,
খোজ গোবিন্দ রূপ রে ॥২
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

কাণে গোবিন্দ নাম শোন,
চোখে গোবিন্দ দেখ রে ॥৩
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

গোবিন্দা-মোদে আমোদ কর,
গোবিন্দ-রস পিও রে ॥৪
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

গোবিন্দপরশে শীতল হও রে,
গোবিন্দ হৃদে গাঁথ রে ॥৫
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

করে গোবিন্দ করম কর,
যাও গোবিন্দ স্থানে রে ॥৬
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

গোবিন্দ বিনে ছাড় সবে,
গোবিন্দা-নন্দে মজ রে ॥৭
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

গোবিন্দ ভাবে মগন হ'য়ে
গোবিন্দ গুণ গাও রে ॥৮
ভজ—হরে কৃষ্ণ...

—০—

৮। নাম কীর্ত্তন।

(১) হরে কৃষ্ণ হরে মুকুন্দ মুরারে।
মধুকৈটভারে মাধব শৌরে॥

(২) কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে
(৩) জয় জনার্দ্দন মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে

(৪) হরে কৃষ্ণ হরে রাম্।
শিব রাম শিব রাম॥

(৫) গোবিন্দ গোপাল রাম্।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম্॥
রাম্ রাম্ হরে হরে॥

—০—

৯। হরি নাম মাহাত্ম্য।

দিবা নিশি একা বসি
লও না রে মন হরির নাম।
তবে দিনে দিনে রে তোর
পূরিবে সব মনস্কাম॥১

ঐ নামের গুণে কোন ক্ষণে
হবে না তোর বিধি বাম।
(তখন) সদানন্দে রবি রে তুই,
অন্তে পাবি মোক্ষধাম॥২

১০। ভগবানের নামই সার।

দিন যাবে দিন রবে নারে,
রবে কেবল ঐ নামের গুণ।
দিন থাকিতে যদি বল্‌তে পার নাম,
দিনান্তেতে পাবি সেই মোক্ষধাম,
যেখানেতে গেলে রবে না জঞ্জালে,
চিরদিন সুখে কাটাবি রে মন ।

১১। পরম পুরুষে রতির ফল।

[খাম্বাজ কাহার্ব্বা কাওয়ালী ।

সই, কেন তোরা দুষিস্‌ মোরে।
সোণার পুরুষ দেখ্‌লে কেহ,
রইতে কি সে পারে ঘরে ॥১

(তিনি) যখনি হৃদয়-ঘরে
প্রেম ভরে ডাকেন মোরে।
তখন ধৈর্য্য ধরতে নারি
প্রাণ যেন মোর কেমন করে ॥২

ঘর-কর্ম্ম সব ফেলে ছেলে,
চলিয়ে যাই তাঁরি ধারে।

*(তখন) কত সুখ পাই কেম্‌নে বলি,
তাঁরি সনে কেলি ক'রে ॥৩

দেহ-ঘরের স্বামী আমায়
পরম সুখ না দিতে পারে।
তাই পর পুরুষে হচ্ছি মগন
অপর পুরুষ ছেড়ে ॥৪

কেন তোরা কাঁদিস্ এত,
দেখে মোর সই অভাব যত।
পরপুরুষে হইলে রত,
কেউ না ভাল বলে তারে ॥৫

অবলাদের এই ধর্ম্ম,
পুরুষ পেলে ছাড়ে কর্ম্ম।
শোন্‌রে সখি, আমার মর্ম্ম,
সব সপেছি তাঁহারে ॥৬

[* পর = পরম : এবং অন্য। অপর = তুচ্ছ ; এবং আপন। আমার
পুরুষ = পরমাত্মা।]

—০—

১২। হরি-কীর্ত্তনাদির পরিণাম।

[কাওয়ালী]

(আমি) হারায়েছি জাতি কুল মান।
ক'রে হরি-নাম-গুণ গান ॥১

হরি প্রেমে হ'য়ে মত্ত
ভুলে গেছি সব তত্ত্ব।
(আমার) নাইকো এবে কোন বিত্ত,
সার করে তাঁর চরণ দুখান ॥২

(সেই) পরপুরুষের নিত্য সঙ্গে
কাটাচ্ছি কাল নানা রঙ্গে।
(তাই) লোকে আমায় নানা ভঙ্গে
কর্‌ছে অপমান ॥৩

(তাই) সমাজে পাইনা ঠাই,
মোর বিজন বিনা গতি নাই।
(তাই) একা হয়ে একাকী বেড়াই,
ক'রে হরি-রূপ-গুণ ধ্যান ॥৪

জাতিহীন ব'লে আমায়
সকলেই ঠেলে পায়।
কেবলমাত্র আছে সহায়
হরি সর্ব্বশক্তিমান ॥৫

৪ শাখা

তত্ত্ব সঙ্গীত

১। পরম পুরুষ প্রণাম মন্ত্র।

আনন্দরূপং তুহিনাংশু-শুভ্রং
তারেণ বেদ্যং প্রণয়েন লভ্যম্।
জ্ঞানপ্রবাহং সুখমোক্ষধানং
শ্রীমৎ-সদেকং পুরুষং নমামি ॥

[তুহিনাংশু = কর্পূর ; অথবা চন্দ্র সূর্যাবৎ (তুহিন = চন্দ্রতেজঃ ; অংশু = সূর্য)। তারেণ = ওঁকারেণ। ধান = আধার।]।

—০—

২। সত্যাত্মার প্রণাম।

স্বকাং শক্তিং সমাশ্রিত্য যো বিভু-রব্যয়োঽগুণঃ।
সৃজত্য-বতি সংহন্তি সগুণো বিশ্বমণ্ডলম্ ॥
আনন্দ-জ্ঞান-মাত্রং তু যদ্রূপং বৈ পরং বিদুঃ।
মনীষিণঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥

—*—

৩। মহাপ্রাণে নির্ভরতা।

[বাউল সুর]

দেহের ভিতর চল্‌ছে রে এক
কি আশ্চর্য্য কারখানা।

তারে দেখরে চেয়ে ওরে মনা,
ক'রে "সিদ্ধ সাধনা" ॥ ১

অন্ন খেলে কি কৌশলে
তুষ্টি পুষ্টি হয়, জাননা।
ও তোর অন্তরেতে প্রাণরূপেতে
এক চালক আছে অজানা।২

মুখের নলে অন্ন ফেলে
তুই আর ত কিছু কর না।
(প্রাণ তখন) অন্ন নিয়ে হিত সাধনে
করে নানা যোজনা ॥ ৩

অত্যাশ্চর্য্য আর এক দফা
দেখতে পাবি ওরে মনা।
পেয়ে প্রাণ পরিচয় গুরু কৃপায়
করতে থাকলে সাধনা।৪

মুখে বলে মন্ত্র দিলে,
কাজ নাই আর তোর জপটী বিনা।
(প্রাণ তখন) মন্ত্র ল'য়ে ঘুরে ঘুরে
রঙ্গ করে অগণা ॥৫

(সে রঙ্গের) নাই তুলনা দেখে নানা
মহানন্দে হও মগনা।
তখন ভবের খেলা দুঃখের জ্বালা
কাছে কখন আর ঘেসে না।৬

চমৎকার এক সুখের কথা
শোন্ বলি তোয় ওরে মনা।
(কারখানার) কাজ দেখে শুনে সকল কাজে
প্রাণের উপর ভার রাখনা। ২

সে প্রাণ তখন বিরাট্ মনে
পূরাবে তোর সব বাসনা।
তখন দ্বন্দ্ব দুঃখ ঘুচে যাবে
অশান্তি আর আসবে না॥ ৮

—*—

৪। সাধন রহস্য।

[প্রসাদী সুর]

যোগ কর মন আপন ঘরে।
(ওরে) মরিস্ না তুই ঘুরে ফিরে॥১॥

(ও তুই) পাবি শক্তি, হবে মুক্তি, ভক্তি রেখে মূলাধারে।
(ও মন) সহজে সাধন হবে তোর, সকল পাবি এ ভাণ্ডারে॥২॥

সর্ব্ব জীবে সিদ্ধা শক্তি ঘুমে রহে অন্তঃপুরে।
(ওরে) গুরুর ডাকে জাগিলে সে, মুক্তি স্বাভাবিকী করে॥৩॥

সাক্ষি-রূপে ব'সে ঘরে দেহ প্রাণ দেও তাঁরে ছেড়ে।
(তবে) যাতে ভাল হবে রে তোর, সেই সে সব যোগাবে রে॥৪

(তখন) দুঃখের পীড়ন রবে না তোর   য দিন রবি কলেবরে।
(ও তুই) সর্ব্বভাবে মিশে শেষে   ফিরবি না আর এ সংসারে ॥ ৫

৫। সাধনে পরের কথা অগ্রাহ্য।

পরের কথায় ছেড় না মন,
পরম সাধন ॥১

আপন মনে মধু খাবে,
অপার আনন্দে রবে।
দেহ মনে বল পাবে তায়
করিয়ে শোধন ॥ ২

ক্ষুধা পেলে অন্ন গেলে,
লোকে ছাড়ে না তা পরের বোলে
মূর্খ কে ? উপাসে করে
শরীর পীড়ন ॥ ৩

পরের কথায় সাঁতার দিলে,
ডু'বে মরে অগাধ জলে।
(দেখ) আপন বুঝে সবেই চলে
যত মহাজন ॥ ৪

—*—

৬। বীর না হ'লে মোক্ষ সাধন হয়না।

[সিন্ধু-ঠুংরী]

চির শান্তি পাবি যদি,
ভয় ভাবনা ক'রো নারে ॥১

রাজ্যভোগে ইচ্ছা হ'লে,
(তা) বিনা কষ্টে কোথায় মেলে।
(দেখ) সেনা সকল রণে চলে
প্রাণের মায়া দিয়ে ছেড়ে ॥২

গোলাপে কণ্টক থাকে,
তা বলিয়ে কেহ তাকে।
আচড় খেলে, দেয়না ফেলে,
যতনে রাখে টোকোড়ে ॥৩

অনিত্য অর্থ অর্জ্জনে
(লোকে) বিপদ্ বিঘ্ন বরণ করে।
তবে নিত্য ধনে পেতে কেনে
পিছে সর দুখের ডরে ॥৪

উজানে উচ্চশিখরে
উঠ্‌তে গেলে বাধা পড়ে।
তবু কষ্টে কৃচ্ছ্রে লোকে
উদ্দিষ্ট স্থল গমন করে ॥৫

সুগম সহজ যানে
উঠিতে গেলে গগনে।
সঙ্কটেরি শঙ্কা থাকে,
তথাপি আরোহী চড়ে ॥৬

তাই বলি মন, কর সাধন,
ভয়ে পিছে স'রো না রে।
(ওরে) বীরের মত ডঙ্কা মেরে
জয় কর সেই শান্তি-পুরে ॥৭

একাকী সাধন করিতে হয়।

সাধন ভজন পরম গোপন,
একান্তে তায় কর রমণ।
অন্য কেহ কাছে র'লে,
সুফল ত হবে না তেমন ॥১

সাধনকালে অন্যে র'লে,
সঙ্কোচ বিক্ষেপ সদাই চলে।
পাপ মল ঢু'কে শ্বাসের সঙ্গে
রোগ শোক করে আনয়ন ॥২

কুলবালা কুণ্ডলিনী
কেলি করে একাকিনী।
স্বামী সাথে খোলা প্রাণে
খু'লে দিয়ে আবরণ ॥৩

ভৃত্যা-পত্য মিত্র দারা,
রাজেশ্বরের প্রিয় যারা।
তিনি কেবল তাদের সনে
সুখে করেন সম্মিলন ॥৪

রাজা মন্ত্রী দুই জনে
মন্ত্রণা করে বিজনে।
কার্য্য পণ্ড অন্য সনে,
জেনে করিবে ভজন ॥৫

৮। সাধন গোপন রাখা।

[খাম্বাজ—অথবা টৌরী ভৈরবী]

সাধনেরি ধন অমূল্য রতন,
সদা সংগোপন রাখিও যতনে।
সে ধনের সন্ধান পেলে দস্যুগণ,
(তাদের) হবে প্রলোভন তাহারি হরণে ॥১

তুমি নিঃস্ব জন নাহি রক্ষিগণ
করিতে রক্ষণ ঐ মহাধনে।
(তাই) সদা হৃদি তলে লুকাইও তারে,
রেখো না বাহিরে, কারো বা ভবনে ॥২

কাহারেও মন বলো না কখন,
পেয়েছ যে ধন ব্যবসা-সাধনে।

ব্যবসার মর্ম্ম না জানান্‌ই ধর্ম্ম,
তাতে ঐ কর্ম্ম ফলে বহু গুণে ॥ ৩

যদি মহাজন হইবি রে মন,
সাধন ও দর্শন রাখিও গোপনে।
তবে শান্তি পাবে, নিরুদ্বেগে রবে,
আনন্দ বহিবে সদা তব প্রাণে। ৪

৯। সাধকের দেহ মোটর গাড়ী স্বরূপ।

[খাম্বাজ—কাশ্মীরী খেমটা]

তাড়াতাড়ি চল্‌ছি আমি ব্রহ্মনগরে ॥ ধূয়া ॥

এ দেহ আমার মোটর গাড়ী,
ইঞ্জিনিয়ার্ বিশ্বেশ্বরী,
কল্ হয়েছে কুণ্ডলিনী, টিব দিলে চলে ॥১

গুরু আমার জ্ঞানী ড্রাইভার্,
পেট্রল্ হয় সূক্ষ্ম শক্তি তাঁর,
ঐ শক্তিতে ঐ কুণ্ডলিনী গ্যাস্ তৈয়ার করে ॥২

সব সরঞ্জাম র'লে কি হয়,
ড্রাইভার্ যদি অভিজ্ঞ নয় ?
(সে) যাত্রীকে বিপথে নিয়ে বিপদে ফেলে ॥৩

'নারায়ণ' মোর দক্ষ ড্রাইভার্,
অতি নির্ম্মল হয় পেট্রল্ তাঁর ;
পথের গতি জানেন তিনি খুব ভাল ক'রে ॥৪

ওহে চালক, তোমায় বলি,
সতত চালায়ে গাড়ী
এ যাত্রীকে নিয়ে চল অতি সত্বরে ॥৫

১০। আপন জনের খোঁজ করা।

[সাহেনা-ঝুলন—একতাল।]

আপন আপন কর কারে,
আপন কেবা মেলে।
দিন ফুরালে সবেই চলে
আপন আপন ফেলে ॥১ আপনি

থাকিয়ে দেহে সবেই মোহে
আপন ছেড়ে চলে।
পরকে আপন বুঝিয়ে তখন
দুখ শোকেতে মরে ॥২

আপন যে জন রয় সে গোপন ;
খোঁজলে অন্তঃপুরে।
দেখিয়ে তাঁরে প্রেমের ঘোরে
সদা সুখে চলে ॥৩

তাই বলি মন, আপন যে জন,

কখন ভুলো নারে ।

দেখ্‌তে যদি না পাও তাঁরে,

ডাক "হরি" ব'লে ॥৪

—০—

১১। মমতা ও কামনা ত্যাগ।

মিছে "আমার আমার" কেন কররে ভাবনা।
শেষে সবই প'ড়ে রবে, সঙ্গে ত যাবে না ॥

যত কিছু দেখিতেছ নয়ন উপরি,
সকলি ত চিদানন্দ বরা-ভয়-কারী।
চির শান্তিসুধা পানে জুড়াতে যাতনা
লওরে শরণ তাঁর, ছাড় রে কামনা ॥

—০—

১২। ভবের খেলা ত্যাগ।

মন, ক'রো না আর এই খেলা।
যে খেলাতে মত্ত হ'য়ে
ভুলেছ রে দয়াল কালা ॥১

যে কালারে পেলে পরে
থাকে নাকো কোন জ্বালা।
তাঁরে কেন ছেড়ে রে মন,
করছ এই ভব-খেলা ॥২

জন্মাবধি ক'রে খেলা,
ঘুচ্‌লো না তোর হৃদয়মলা।
তাই বলি মন, থাক্‌তে বেলা
গায় মাখ তাঁর পদধূলা ॥৩

—০—

১৩। আনন্দ অপ্রাপ্তির কারণ।

আনন্দ কাননে মোরা সবেই বেড়াই।
আনন্দ না পেয়ে তবু সদা দুঃখ পাই ॥

জ্বর রোগে জিহ্বা যবে হয় হে বিরস।
সুরুচি জিনিষে কভু থাকে নাকো রস ॥

তেমতি মোহেতে জ্ঞান হইলে বিকল।
বিপরীত ভাবে সব দেখি হে সকল ॥

—*—

১৪। কামনা ত্যাগে ভেক্ ছাড়া।

(তারিণি) সে দিন আমার কবে হবে,
যে দিন মনে কিছু না চাবে।
সদা দেখে শুনে এক,
ধরিবে না ভেক্,
যথায় তথায় দিন কাটাবে ॥

—*—

১৫। পাগলের ন্যায় ভাবের কামনা।

বাবা,
আমি কবে হব পাগল।
আমার টুট্‌বে সকল গোল,
আমার থাক্‌বে নাকো মল ॥ধূয়া ॥

আমি বিচার আচার শূন্য হ'য়ে
বল্‌বো "হরি বোল" ॥২

আমি "মূলকে" ধ'রে তোমার বোলে
চর্‌বো ভূমণ্ডল ॥৩

আমি রাগ বিরাগ সব ভুলে গিয়ে
দেখ্‌বো এক সকল।৪

১৬। আশা ত্যাগ ফল।

আশার বাসা ভেঙ্গে রে মন,
আকাশেতে কর গমন।
তখন দেখ্‌তে পাবে শত যোজন,
আর মন হবে না উচাটন ॥১

তখন স্বচ্ছ সুখে হ'য়ে মগন,
কর্‌বি না তুই বিষয় স্মরণ।

তখন হবে না তোর দুখের পীড়ন,
সুখে হবে জীবন যাপন ॥২

১৭। ভজন ও ভোজন ফল।

[কাফি]

ভোজন সাধন ক'রো না মন,
ভজন সাধন কর্ রে ॥১

ভোজন সাধন করলে পরে,
ভোগের মাত্রা যাবে বেড়ে।
তখন ডুবে র'য়ে স্থূল ব্যাপারে
দুঃখ পাবি বারে বারে ॥২

ভজন-সাধন দেখ্ রে ক'রে
সংশয়েরে রেখে দূরে।
(তার) আগে পাছে মাঝে শেষে
অনন্ত সুখ বিরাজ করে ॥৩

ভজন সিদ্ধি হ'লে পরে
রবি সদা হরির ঘরে।
(তখন) হরি-প্রেমে মগ্ন র'য়ে
ভাস্‌বি না আর বিষয়-নীরে ॥৪

—*—

১৮। অব্যক্তের অনুভব।

তাঁরে করণে পারে না ধরিতে।
তাঁরে নয়নে পারে না দেখিতে॥

তাঁরে শ্রবণে পারে না শুনিতে।
তাঁরে বদনে পারে না বলিতে।

তাঁরে মননে পারেনা ভাবিতে।
তাঁরে বেদনে পারেনা বুঝিতে॥

সে যে সাধনেরো ধন, আনন্দ বিজ্ঞান।
সর্ব্ব উপরমে তাঁরে হয় দরশন॥



১৯। দেহ ভাড়াটিয়া ঘরের তুল্য।

[খেমটা]

ভাড়ার ঘরে এত ক'রে কে ক'রে যতন॥ ধুয়া॥

যে ঘর তোমার নিজের নয় মন, সে ঘরের শোভন
কর্ত্তে কেন ব্যস্ত তুমি থাক অনুক্ষণ।
সদা স্মরণ রাখ তুমি, কখন না কখন
ছেড়ে যেতে হবে এই পরেরি ভবন॥১

এ ঘরের মালিক তোমার আছে পঞ্চ জন,
পঞ্চরূপে ভাড়া তাদের কর্ত্তে হয় বণ্টন।
দিনের ভাড়া পেলে তারা তুষ্ট সর্ব্বক্ষণ,
তাতেই তোমার হয় ঘরের কর্ত্তব্য পালন॥২

ক্ষিতি-মালিক অন্ন পেলে করে ঘর পোষণ,
অপ্-মালিকে জল পেয়ে পর করে তার প্রাণন
তেজঃ-মালিকে তেজে করে কান্তি সম্পাদন,
মরুৎ-মালিক বায়ু পেলে করে সংস্করণ। ৩

ব্যোম-মালিকে আকাশ পেয়ে হয় স্থিতি-কারণ,
এইরূপে ঐ পাঁচ জনার হয়, কর-কর্ম্ম বণ্টন।
অল্প কিম্বা অপকৃষ্ট ভাড়ায় মালিকগণ,
রুষ্ট হ'য়ে অবশেষে করে নিষ্কাশন। ৪

"সদানন্দ" নামে তোমার যে আছে ভবন,
সে ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সর্ব্বক্ষণ।
তার রক্ষণে সদা তুমি কর সুযতন,
সেই তোমার একমাত্র শান্তি-নিকেতন। ৫

২০। জ্ঞানীর স্থিতি।

নাহং গৃহী নৈব ভোগী বিরাগী
ভিক্ষু র্ন বাহং ন চ ব্রহ্মচারী
সর্ব্বং হি চাহং ন তথাপি কিঞ্চিদ্
যত্রাস্মি যুক্ত স্তদহং ভজামি।

৫ শাখা

উপদেশ।

১। দীক্ষা-প্রার্থীর প্রতি।

ফলাফল সম করি চল হে সুধীর।
তবেই পাইবে 'পথ' যাহে কহে 'বীর' ॥১

কলিকালে জীবগণ কর্ম্মেতে বিমুখ।
'বীরমার্গ' বিনা কভু নাহি পায় সুখ ॥ ২

কর্ম্ম বলে হবে যবে ভাগ্যেরি উদয়।
তখনি পাইবে তুমি প্রকৃষ্ট উপায় ॥৩

আদি অন্ত মধ্যে যার আনন্দ অপার।
সেই "সোজা পথ" ধ'রে তরিবে সংসার ॥ ৪

এই "রাজপথ" ধ'রে "পূর্ণযোগ" লাভ ক'রে
নাশিতে পারিবে তুমি সকল আময়।
তখন দেখিবে তুমি সবে আছে "চিন্তামণি,"
যাহা হ'তে হবে দূর চিত্তের কষায় ॥৫

তখনি পাইবে শুধু সব দিকে সুখ-মধু,
বায়ু সূর্য্য আদি যত হবে মধুময়।
তখনি ঘুচিবে তব রাগ দ্বেষ ভাব সব,
শান্তি-কোলে শান্ত হবে হ'য়ে শান্তিময় ॥৬

—*—

২। দীক্ষিতের প্রতি দীক্ষাদিনোৎসবে আশ্বাস বাণী।

এমন দিনে হরির নামে মাতো হে মনাই * ॥ ধুয়া ॥

যে দিন প্রথম 'রাজপথে'রি পেলে পরিচয়।
সেই দিনেতে ইষ্টদেবের শরণ লও সদায় ॥১

এই পথেতে "রাজবাটীতে" সুখে যেতে পায়।
যে যায় তারে সমাদরে রাখে সে "রাজায়" ॥২

মহাশান্তি পরানন্দ বিরাজে তথায়।
তাহা পেতে চল্‌তে থাক সকল সময় ॥৩

পথে চল্‌তে কখন যদি পাও বা কোন ভয়।
প্রাণপণেতে "হরি হরি" বলিও সদায় ॥৪

হরির নামে আপদ্ বিপদ্ দূরে চলে যায়।
এই ভাবেতে মনকে রেখে হইও হে অভয় ॥৫

—*—

৩। দ্বেষাদি ত্যাগে শান্তি।

সংহর বৈরং গচ্ছ তু মর্ষং
প্রাপ্নুহি রূপং নির্ম্মল-শান্তম্।
তস্য হি লাভে সর্ব্বসুখং বৈ
গচ্ছতি লোকং শুদ্ধ-মনস্কম্ ॥

[শত্রুতা ত্যাগ কর। ক্ষমা অবলম্বন কর। নির্ম্মল শান্ত স্বরূপ লাভ কর। বিশুদ্ধ মনে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তখন সর্ব্বপ্রকারেই সুখ হয়।]

* মনাই—'মনস্বিন্' শব্দের অপভ্রংশ

৪। সমস্তই এক চিদাত্মা।

ইদং সুখ-মিদং দুঃখং বিচারণান্ধ-চেতসাম্।
প্রবুদ্ধে চেতসি ব্যাপ্তং দৃশ্যং সর্ব্বং চিদাত্মনা॥

[মোহিত ব্যক্তিরা "ইহা সুখকর", "ইহা দুঃখকর" এইরূপ ভাবে। কিন্তু প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট সমস্ত পদার্থই চিৎস্বরূপ আত্মায় ব্যাপ্ত, এইরূপ বোধ হয়]।

—*—

৫। সর্ব্বময় পরমেশ্বরের আশ্রয়।

যাঁহার পরম রূপ নাহি হয় অন্যরূপ,
একীভাবে যথা তথা রহে সর্ব্বক্ষণ।
ধ্যানে যাঁর দরশন পেয়ে হৃদে মুনিগণ,
সর্ব্বরূপ দুঃখ হ'তে পায় পরিত্রাণ॥

সেই পরমেশ প্রতি থাকে যেন সদা রতি
সংসারের সুখে কভু ভুলিওনা তাঁরে।
অনন্ত সুখের তরে তুচ্ছ করি বিষয়েরে
প্রণিপাত কর তাঁর পদে বারে বারে॥

৬। অপার আনন্দ লাভোপায়।

পর উপকার আর আত্মোন্নতি সার
করি সবে চল মোরা জীব-নদী পার।
পরকার্য্য ভাল মন্দ সদা এ বিচার
করি যেন নাহি হরি আনন্দ অপার॥

হিংসা দ্বেষ লোভ আদি ত্যজি রিপুগণে
কর্ত্তব্য করমে রত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণে।
পরমেশ প্রতি প্রীতি রাখি কায়মনে
মানব জনম সার্থ কর দিন দিনে॥

৭। রাগের অবস্থায় উপদেশ বৃথা।

নিজ স্নেহ গুণে যবে সুস্নিগ্ধ সলিল।
চাহে দ্রুত শীতলিতে সুসন্তপ্ত তৈল॥
তখনই উভয়ের একত্র মিলন।
নিশ্চয় দুয়ের হয় বিনাশ কারণ॥
সেইরূপ রাগান্ধের রাগ না থামিতে।
কভু নাহি যাবে তারে উপদেশ দিতে॥

৮। মনোমল অপসৃত না হইলে
তত্ত্বকথায় রুচি হয় না।

কালমেঘ অপসৃত না হ'লে কখন।
উজ্জ্বল ভানুর কর না হয় দর্শন॥
সেইরূপ মনোমল না হ'লে মোচন।
তত্ত্ব-কথা নাহি হয় শ্রবণ মনন॥

৬ শাখা

গুরু সঙ্গীত।

১। গুরুব্রহ্ম গীতি।

জয় গুরু শঙ্কর হিমাংশু-শেখর গঙ্গাধর ত্রিপুরারি।
রাম নারায়ণ শ্রীমধুসূদন গোবিন্দ বামন হরি ॥১॥

ত্রিগুণ-ধারণ ত্রিলোক-কারণ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি।
কুলাবতারণ কলুষ-বারণ নির্ব্বাণ-মোক্ষণ-কারী ॥২॥

ত্বং হি শিব হর কালী-কলা-ধর মায়া-বিমোচন-কারী।
শক্তি-সম্পাতন ভক্তি-সম্পাদন বিজ্ঞান-যোগ-বিতারী ॥৩॥

নিত্য-নিরঞ্জন নৃ-মনোরঞ্জন নির্ম্মলসুখ-বিতারী।
সত্য-সনাতন নিত্য-নিভাসন বিশ্বভুবন-বিহারী ॥৪॥

বিজ্ঞান-লক্ষণ বিজ্ঞান-রক্ষণ বিজ্ঞান-বীক্ষণ হরি।
আনন্দ-রূপণ আনন্দ-কারণ আময়-বিনাশ-কারী ॥৫॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিদেবী ত্রিদেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী।
সেবক-হৃদয়ে অজ্ঞান-বিনাশী বিজ্ঞান-বিতান-ধারী ॥৬॥

পরমব্রহ্মাভ লোক-হিতকর মানব-শরীর-ধারী।
পরম প্রকাশে সদা হৃদাকাশে শীতলতেজো-বিকারী ॥৭॥

ধর্ম্ম-নিমিত্তক মানব-দেহক দূষ্য-কলিমল-হারী।
জ্ঞান-বিধায়ক কর্ম্ম-নিরূপক কৃত-কিরণ-বিতারী ॥৮॥

ধর্ম্ম-প্রচারণ মর্ম্ম-প্রকাশন শর্ম্মসমূহ-প্রসারী ।
দুর্গতি-ধর্ষণ দুর্ম্মতি-কর্ষণ দুর্নীতি-মর্ষণ হরি ॥৯॥

ত্বং হি পুণ্য ধন্য দেব-জন-মান্য সেবক-শুভাশীঃ-কারী ।
পাতকি-পাবন পালন-কারণ সংসারসাগর-তরী ॥১০॥

প্রাণন-প্রেরণ মনন-কারণ শ্রবণ-বিধান-কারী ।
শাস্ত্রপারং-গামী সার-রস-পায়ী সত্য-সমাধি-বিধারী ॥১১॥

দুর্ব্বল-পালন ভাব-বিশোধন পাতক-তাপ-বিদারী ।
কুরু মে করুণাং দেহি মে ধারণাং সন্তত-সুখ-বিতারী ॥১২॥

সংসার-মার্জ্জন সংশয়-বর্জ্জন সম্মোহ-সংহার-কারী ।
রক্ষ মে দীক্ষণং ভক্ষয় মোক্ষণং সেবক-শোক-নিবারী ॥১৩॥

[কুলাবতারণ = কুলকুণ্ডলিনী মার্গ প্রদর্শক । কালাকলাধর = কালীর শক্তি-ধারণ কারী । শক্তি সম্পাতন = শিষ্যে শক্তিসঞ্চারকারী । নৃ-মনোরঞ্জন = মনুষ্যের মনমুগ্ধকারী । আময় = দুঃখ । বিজ্ঞানবিতানধারী = শিষ্যে বিজ্ঞানরূপ-চাঁদোয়া ধারণকারী । পরম ব্রহ্মাভ = পরম ব্রহ্মস্বরূপ । কৃত কিরণ বিতারী = সত্যযুগের আভাস দানকারী । মর্ম্ম প্রকাশন = রহস্য প্রকাশকারী । শর্ম্ম সমূহ প্রসারী = নানা মঙ্গল প্রদানকারী । দুর্ম্মতি কর্ষণ = শিষ্যের অসৎভাব নাশকারী । দুর্নীতি মর্ষণ = দুর্নীতি শোধন ও ক্ষমাকারী । প্রাণনপ্রেরণ = প্রাণনকর্ম্ম-প্রেরক । মনন-কারণ = মনন-কর্ম্মকারক । শ্রবণবিধানকারী = তত্ত্বশ্রবণে যোগ্যতা-দানকারী । শাস্ত্র-পারং-গামী = শাস্ত্রের সীমান্ত-বিষয়-বোধক । সাররস-পায়ী = সার-রস পানকারক । সত্য-সমাধি-বিধারী = সত্যরূপ সমাধির-বোধক । ভক্ষয় মোক্ষণং = মুক্তি ভোগ করাও । সন্তত = সতত । বিশ্ব-ভুবন = সকল লোক]

—*—

২। প্রবাসী শিষ্যের শ্রীগুরু সমীপে আগমন ও শান্তি প্রার্থনা।

[পুরবী]

(প্রভু) শান্তি-আশীঃ মাগি তোমারি চরণে ॥ ধূয়া ॥
দেব দিনান্তেতে বরষ বিগতে
মিলিয়াছি মোরা তোমারি সদনে।
সারাদিন খাটি ক'রে ছুটা ছুটি
শ্রান্ত হ'য়ে শান্তি পাবার কারণে ॥ ১

(প্রভু) তব চারু পদ সুবিশাল বট,
শীতে তাপে শান্তি দেয় সর্ব্বক্ষণে।
কত মুক্তি-পান্থ হ'য়ে তপ্ত শ্রান্ত
তাপ জাড্য শান্ত করে হে এখানে ॥২

তব দিব্যগুণে এ সন্তানগণে
"দ্বিজ" ক'রে প্রভু রেখেছ যতনে।
তরু-শাখে বেন্ধে তব প্রেম-গুণে
ভ্রান্ত হই পাছে ক'রে এই মনে ॥৩

ভোগ-আহরণে নানা দিকে দিনে
যেতে হয় যবে ছাড়িয়ে চরণে।
তখনও তুমি সে দীর্ঘতন্তুতে
পদে বদ্ধ রাখ সুদৃঢ়বন্ধনে ॥৩

পুনঃ দিনশেষে সে সূত্র টানিয়ে
পদ-নীড়ে আন বিশ্রাম কারণে।
মোদের শক্তি নাই আসি কিম্বা যাই
এখানে সেখানে তব কৃপা বিনে ॥৫

(প্রভু) কর আশীঃ হেন এ বন্ধন যেন
কেহ নাহি পারে ছিঁড়িতে জীবনে।
পুনঃ ভোগশেষে চির শান্তি আশে
চিরতরে যেন থাকি ও চরণে ॥৬

[এই গানে বৃক্ষ শাখায় সূতায় বাঁধা পক্ষীর সঙ্গে শিষ্যের উপমা। দ্বিজ = পক্ষী ও দীক্ষিত। প্রেম-গুণে = প্রেম-রূপ রজ্জুতে। ভোগ আহরণে = পক্ষীর ভোগ্য বস্তু ও শিষ্যের কর্ম্মভোগ পাইতে]

৩। গুরুষট্‌কম্‌।

[তূণকচ্ছন্দঃ]

শান্তশিষ্য-ভাব্যমান-দেবদেব-রূপকং
শুদ্ধশক্তিপূর্ণ-পূত-রম্য-ভদ্র-বিগ্রহম্‌।
ভুক্তি-মুক্তি-সৌখ্যসজ্ঝ-দায়কং কৃপা-করং
সোম-সূর্য্য-শুভ্ররূপ-মোক্ষকন্দকং গুরুং ভজে ॥১

পাপ-তাপ-রোগ-শোক-দৈন্য-দুঃখ-নাশনং
ধর্ম্মমাত্র-লক্ষ্যবেধ-মক্ষ-সৌখ্য-বর্জ্জনম্‌।

সর্ব্ববর্ণ-লোক-দুঃখ-মোক্ষকাম-মানসং
শুদ্ধসত্ত্ব-দেবদেহ-মন্ত্রদং গুরুং ভজে ॥২

একতত্ত্ব-শুদ্ধদৃষ্টি-ভেদ-বুদ্ধি-নাশনং
ক্ষীণমোহ-বীততন্দ্র-সূক্ষ্মলক্ষ্য-ধারণম্ ।
জাতবস্তুনাশ-বোধসক্ত-চিত্ত-নির্ম্মমং
সত্যবোধপূর্ণ-পূজ্য-বুদ্ধিদং গুরুং ভজে ॥৩

স্বাদভেদ-বোধদক্ষ-ভিন্নভিন্নদীক্ষণং
স্থূলরূপ-সূক্ষ্মমূল-নাস্তিভেদ-বোধকম্ ।
একনাম-রূপনিষ্ঠ-ভূরিভাব-কীর্ত্তনং
রামরাগ-রক্তচিত্ত-ভক্তিদং গুরুং ভজে ॥৪

শক্তিপাত-নীততাম-শোক-মোহ-সংক্ষয়ং
ধৈর্য্য-বীর্য্য-হর্ষ-মর্ষ-শান্তি-দান্তি-কারকম্ ।
স্বপ্নদর্শ-দৃষ্টসর্গ-ভাবশূন্য-লোচনং
ধ্যানযোগ-ব্রহ্মলীন-যোগদং গুরুং ভজে ॥৫

ধ্যান-দৃষ্টি-শব্দ-মন্ত্র-পৃক্তি-শক্তি-পাতনং
হর্ষ-কম্প-ভূমিপাত-সুপ্তি-ঘূর্ণি-বেধনম্ ।
ভক্তি-যুক্তি-বুদ্ধি-শুদ্ধি-শক্তি-শান্তি-কারণং
জীব-ব্রহ্ম-যোগলক্ষ্ম-শাম্ভবং গুরুং ভজে ॥৬

'নারায়ণ'-পরায়ণো দৈবাময়-নিরাসকঃ ।
গুরুষট্‌কং সুনিবন্ধং কৃতবান্ ভক্তিকাম্যয়া ॥৭

[অনুবাদ। (১) আমি সেই মোক্ষদ গুরুকে ভজনা করি, যাহাকে শাস্ত শিষ্য পরম দেবতারূপে ভাবনা করে. যিনি শুদ্ধশক্তিপূর্ণ, পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গলময় দেহবিশিষ্ট ; যিনি ভোগ, মোক্ষ ও নানা সুখ দান করেন, এবং কৃপাময়; যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ । শুষ্ম = অগ্নি ॥ (২) যিনি পাপ, তাপ, রোগ, শোক, দৈন্য ও দুঃখ নাশ করেন ; যিনি ধর্ম্মরূপ লক্ষ্যকেই কেবল বেধ করেন ; যিনি ইন্দ্রিয় (অক্ষ) সুখ বর্জ্জন করেন ; যিনি সমস্তবর্ণের লোকের দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছুক ; যিনি শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবদেহস্বরূপ ; সেই মন্ত্রদ গুরুকে ভজনা করি ॥ (৩) যাহার দৃষ্টি একতত্ত্বদ্বারা বিশুদ্ধ এবং যিনি ভেদ-বুদ্ধি নাশ করেন ; যাহার মোহ ও তন্দ্রা দূর হইয়াছে ; যিনি সূক্ষ্ম লক্ষ্য ধারণ করিয়া আছেন ; যিনি জাতবস্তুর নাশ আছে, জানেন ; যিনি সত্য-জ্ঞান পূর্ণ ও পূজ্য, সেই বুদ্ধিদাতা গুরুকে ভজনা করি ॥ (৪) যিনি রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষা দেন ; যিনি স্থূলরূপের সূক্ষ্মমূল হেতু অভেদ জ্ঞান বোঝেন ও বুঝান ; যিনি এক নাম ও রূপে নিষ্ঠ, অথচ নানা ভাবের প্রকাশক ; যিনি রামপ্রেমে রত, সেই ভক্তিদাতা গুরুকে ভজনা করি ॥ (৫) যিনি শক্তি সঞ্চার দ্বারা তমঃ, শোক ও মোহকে ক্ষয় করেন ; যিনি ধৈর্য্য, বীর্য্য, হর্ষ, মর্ষ, শান্তি ও দম প্রদান করেন ; যিনি দৃশ্য সৃষ্টিকে স্বপ্নের ন্যায় দেখেন ; যাহার চক্ষু ভাবশূন্য ; যিনি ধ্যান-যোগে ব্রহ্মে লীন আছেন ; সেই যোগদ গুরুকে নমস্কার ॥ (৬) যিনি ধ্যান, দৃষ্টি, শব্দ, মন্ত্র ও স্পর্শ দ্বারা শক্তি সঞ্চার করেন : যিনি হর্ষ, কম্প, ভূমিপাত, নিদ্রা ও ঘূর্ণি লক্ষণ যুক্ত বেধদীক্ষা দেন ; যিনি ভক্তি, যুক্তি, বুদ্ধি, শুদ্ধি, শক্তি ও শান্তি দান করেন ; যিনি জীব ও ব্রহ্মের সংযোগলক্ষণ যুক্ত, সেই শাম্ভব গুরুকে ভজনা করি ॥ (৭) নারায়ণ-পরায়ণ দেববৈদ্য ভক্তি-কামনায় সুনিবদ্ধ গুরুষট্ক স্তব রচনা করিল ।]

৪। শ্রীমৎ নারায়ণ তীর্থ দেবের ধ্যান।

[গানের সুর = ইমন কল্যাণ—তেওট]

সুদীর্ঘ-দেহং শুভনেত্র-কর্ণং
  সুদভ্র-শীর্ষং সমুদগ্র-নস্তম্।
সুভ্রূ-ললাটং সু-রদোষ্ঠ-গণ্ডং
  সুশোভনাংসং সুবিশাল-বক্ষম্ ॥১

অভুগ্নপৃষ্ঠং শুভকক্ষ-পার্শ্বং
  গভীরনাভিং কৃশকুক্ষি-মধ্যম্।
প্রলম্বমানং করকঞ্জ-বাহুং
  সরক্তচন্দ্রং প্রমিতাঙ্গুলীকম্ ॥২

প্রশস্তনীচং সুষমাব্জ-পাদং
  যোগাগ্নিদগ্ধং বিমলং শরীরম্।
সুরুচ্যরূপং সকলং সুচিহ্নং
  পুমান্ মহান্ যো ধরতীহ "ভদ্রঙ্গ" ॥৩

বিজ্ঞান-ভক্তি-ক্ষরণায় লোকে
  যোগ-প্রচারায় মহানুভাবঃ।
"নারায়ণং" তং স্বগুরুং কৃপালুং
  ধ্যায়ে সুশান্তং হৃদি সন্নিবিষ্টম্ ॥৪

[অনুবাদ।—যে মহাপুরুষ জ্ঞান ভক্তি ও যোগ প্রচারের জন্য সুদীর্ঘ দেহ, সুন্দর ও শুভ-সূচক নেত্র, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ ধারণ করিয়া আছেন, সেই

স্বগুরু নারায়ণকে আমি হৃদয়ে রাখিয়া ধ্যান করি। 'ভদ্র'=জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত ভদ্র নামক মহাপুরুষ। সু=শোভন ; জ্যোতিষশাস্ত্র মত। দভ্র=ছোট। সমুদগ্র=সং+উদগ্র=সম্যক্ উচ্চ। নস্ত=নাক। রদ=দন্ত। ওষ্ঠ=ওঠ। গণ্ড—গাল। অংস—কাঁধ। বক্ষ—বুক। অভুগ্ন—সোজা। কক্ষ—বগল। কুক্ষি—পেট। মধ্য—মাজা। করকঞ্জ—হস্তরূপ পদ্ম। সরক্ত চন্দ্র—লাল নখ বিশিষ্ট। অঙ্গুলীকং=আঙ্গুল সকল। সুষমাজপাদ—সুন্দর পাদপদ্ম। প্রশস্তনীচ=প্রশস্ত দেহ নিম্নভাগ।

৫। গুরু-প্রণাম-মন্ত্রঃ।

যেন তমোঽহরীরুদ্ধ-প্রকৃত্যন্তঃ-পুরায়নম্।
প্রোদ্ঘাটিতং মহাশক্ত্যা স মে নারায়ণো গতিঃ ॥১

সুখসাধ্য-মনায়াসং প্রাপ্য মার্গং স্বভাবজম্।
যৎপ্রসাদাৎ প্রমুচেঽহং স মে নারায়ণো গতিঃ ॥২

অপূর্ব্ব সাধনোপায়ং প্রাপ্য পুণ্যং সুদুর্লভম্।
বিচরামি সুখে যস্মাৎ স মে গুরুঃ প্রসীদতু ॥৩

অপরাং চ পরাং বিদ্যাং প্রদাতঃ পাবনালয়।
স্থির-শান্তি-সুখোদ্ভাব গুরুদেব নমোঽস্তু তে ॥৪

আধার-কমল-স্থানা নিদ্রিতা নর-দুঃখদা।
যেন প্রবোধিতা মাতা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫

যো দত্ত্বা সহজানন্দং হরেৎ সর্ব্বাময়ং শিশোঃ।
কুর্য্যাচ্চ মোক্ষযোগ্যত্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬

অশান্তি-শতসাহস্রং ছেদিতং যেন দীক্ষয়া।
দর্শিতং পূর্ণরূপং চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৭

যেন কৃপা-কটাক্ষেণ নাশিতং ভববন্ধনম্।
প্রাপিতশ্চ চিদানন্দ স্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥৮

যেন স্বপ্নসমং জন্ম মানুষ্যং দুঃখ-সঙ্কুলম্।
হাতুং মার্গঃ প্রদর্শিত স্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥৯

[তমোঽররীরুদ্ধ-প্রকৃত্যন্তঃ-পুরায়নম্=প্রকৃতির অন্তঃপুর গমনের দ্বার তমোরূপ কপাট দ্বারা আবদ্ধ আছে। অররী=কপাট। অয়ন=দ্বার। মহাশক্তি প্রয়োগে যিনি সেই দ্বারকে খোলেন]।

৬। গুরুকৃপা প্রার্থনা।

(১)

জ্ঞাতং ন কিঞ্চিৎ তব দেব পারং
জাতোঽস্মি মুগ্ধঃ ক্রিয়য়া নিজস্য।
লব্ধ্বা তু ত্বত্তঃ শুভবোধ-বীজং
নৈরাশ্যং যামি ন হি সিদ্ধিলাভে ॥

(২)

ঋতেঽপি জ্ঞানং স হি লব্ধকামো
যস্যাস্তি ভক্তি স্ত্বচলা পদে তে।
জানামি ধর্ম্মং ন তু তদ্রহস্যং
যাচে হি তস্মাৎ করুণাং তবৈব ॥

(৩)

ন জানামি ভক্তিং ন জানামি মুক্তিং
ন জানামি যুক্তিং ন বা শুদ্ধ-শক্তিম্ ।
গুরোঃ কৃপাপাং সেচন-দান-মাত্রং
জানামি পুণ্য-প্ররোহ-প্রবৃদ্ধিম্ ॥

—*—

৭ । ভক্তি উপহার ।

গুরো !

যখনি নীরবে বসি ভাবি ওচরণ ।
কতই বিভোর আমি হই গো তখন ॥

হে দেব, মহিমা তব পারি না বুঝিতে ।
অজ্ঞান-কুহরে পড়ি আছি হে লুঠিতে ॥

যে ধন দিয়েছ মোরে করিব যতন ।
কর হে আশীষ্ যেন না ফেলি কখন ॥

না জানি ভকতি দেব নাহি মোর জ্ঞান ।
কেবল ভরসা তব কৃপাবিন্দু-দান ॥

ভেদাভেদ নাহি তব জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ।
বঞ্চিত হব না তাই মানস, চরণে ॥

প্রথমে রচিয়া এই ভক্তি-উপহার ।
অর্পিনু চরণে তব করি নমস্কার ॥

কি আর আছয়ে মোর দিতে পারি পদে।
লইও স্নেহের ভরে এ ক্ষুদ্র সম্পদে॥

—*—

৮। হিন্দীতে গুরুমাহাত্ম্য।

গুরুজীকী ধন জব মিলতা হৈ।
মনমল সব তব গিরতা হৈ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা ঔর চাহিয়ে বহুত বিশ্বাস।
গুরুকৃপাসে য়ে চার মিলে তো টুটে ভবপাশ॥

৭ শাখা।

বিবিধ সঙ্গীত ও স্তব মন্ত্র প্রভৃতি।

১। উপচার-দান-মন্ত্রঃ।

[নিম্নোক্ত উপচার দান মন্ত্র 'শিবের' উদ্দেশ্যে মূলতঃ লিখিত হইয়াছে। যেথানে যেথানে পাঠান্তর আছে, তথায় উপরের পাঠ 'বিষ্ণুর' এবং নীচের পাঠ 'দেবীর' পক্ষে প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ শিব, বিষ্ণু, গুরু, দুর্গা, সরস্বতী অথবা যে কোন দেবদেবীকেই নিম্ন মন্ত্রে গন্ধ পুষ্পাদি উপচার দেওয়া যাইবে; কেবল পাঠান্তরগুলি ঠিক করিয়া লইবে। যে স্থানে দুইটী পাঠ আছে, সেথানে নীচের পাঠটী 'দেবীর' পক্ষে এবং উপরের পাঠটী 'দেব' পক্ষে গ্রহণ করিবে। যেথানে তিনটী পাঠ আছে, তথায় উপরিস্থ পাঠ বিষ্ণু বা গুরু প্রভৃতি যে কোন 'দেব' পক্ষে; মধ্যস্থ পাঠটী' শিবপক্ষে এবং 'নিম্নস্থ পাঠটী দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীপক্ষে প্রয়োগ করিবে। যে যে দেবতাকে উপচার দিবে, তাহার পক্ষে "ওঁ শিবায় নমঃ" এই পদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে। যথা—দুর্গা পক্ষে "হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ"; ইত্যাদি।]

(১) স্বাগতং [কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য]

ওঁ যস্য দর্শন-মিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্ট-সিদ্ধয়ে।
যস্যা

তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতং চ মে॥
তস্যৈ দেবদেবেশি

কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগত-মিদং বপুঃ॥
দেবদেবেশি

ওঁ দেব সুস্বাগতম্॥
মাতঃ

(২) আসনং।

ওঁ আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্ব্বরোগনিবারণাৎ।
নর্বসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
তদত্র রচিতং দেব উপবেষ্টু-মিহার্হসি।
দেবি
পূজা যাবদ্ ভবেদত্র স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যং প্রদেহি মে॥

এতদ্ আসনং ওঁ শিবায় নমঃ।

(৩) পাদ্যং।

ওঁ প্রক্ষালনায় পাদয়োর্ভক্তস্য পাবনায় চ।
পাদ্য-মেতদু-পানীতং গৃহাণ পরমেশ্বর॥
পরমেশ্বরি

এতৎ পাদ্যং ওঁ শিবায় নমঃ।

(৪) অর্ঘ্যং ।

ওঁ অনর্ঘ-ফলদানায় অখিলাঘ-শমায় চ ।

গৃহাণার্ঘ্যং জনার্দ্দন / মহাদেব / মহাদেবি দেহি মে পদপঙ্কজম্ ॥

ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ শিবায় নমঃ ।

(৫) আচমনীয়ং ।

ওঁ মুখাদি-ধাবনার্থং চ কর্পূরাদি-সুবাসিতম্ ।

ইদ-মাচমনীয়ং মে গৃহাণ পাপধাবক / পাপধাবিকে ॥

ইদম্ আচমনীয়ং ওঁ শিবায় নমঃ ।

(৬) মধুপর্কঃ ।

ওঁ পবিত্রং পাপহং পুণ্যবর্দ্ধনং মধুপর্ককম্ ।

প্রতিগৃহ্ন সদানন্দ / সদানন্দে মধু মে হ্যস্তু সর্ব্বতঃ ॥

এষ মধুপর্কঃ ওঁ শিবায় নমঃ ।

(৭) পুনরাচমনীয়ং ।

"ওঁ অশুচিঃ শুচিতা-মেতি যৎপৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ ।

অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কং ॥"

ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ শিবায় নমঃ ।

(৮) স্নানং।

(ক) অভ্যঙ্গঃ।

ওঁ তেজসো জায়তে ঘৃতং ঘৃতাৎ তেজঃ সমুদ্ভবেৎ।
অভ্যঙ্গার্থং ততো দেব (দেবি) গৃহ্ণ পূতমিদং হবিঃ॥
আয়ুর্ব্বর্চ্চো দিব্যদৃষ্টি স্তেন মে জায়েরন্ সদা॥

ইদম্ অভ্যঙ্গার্থং ঘৃতং ওঁ শিবায় নমঃ

(খ) মধুস্নানং।

ওঁ "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী র্ন সন্ত্বোষধীঃ॥১

ওঁ মধু নক্ত-মুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা॥২

ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ" ॥৩

ইদং মধু ওঁ শিবায় নমঃ।

(গ) দুগ্ধস্নানং।

ওঁ ক্ষীরাৎ সংজায়তে বীর্য্যং সাত্ম্যতা সর্ব্বদেহিনাম্।
স্নাপয়ামি ততো যুষ্মান্ অস্তু মে সর্ব্বমঙ্গলম্॥

ইদং স্নানীয়ং দুগ্ধং ওঁ শিবায় নমঃ।

(ঘ) দধিস্নানং।

ওঁ দধি হি মঙ্গলং স্নিগ্ধং পবিত্রং চ রুচিপ্রদম্।
স্নাপয়ামি ততো যুষ্মান্ শান্তি মে হ্যস্তু সর্ব্বতঃ॥

ইদং স্নানীয়ং দধি ওঁ শিবায় নমঃ।

(ঙ) জলস্নানং।

ওঁ কর্পূরাদি-সমাযুক্তং স্নানীয়ং সলিলং শুভম্।
ঔজস্যং মলহং দিব্যং গৃহ্ণ দেব/দেবি সুখাবহম্॥
আত্মশুদ্ধি স্ততো দেব/দেবি জায়েত কৃপয়া তব॥

ইদং স্নানীয়-জলং ওঁ শিবায় নমঃ।

(৯) বস্ত্রং।

ওঁ বস্ত্রেণ হ্রীয়তে লজ্জা বস্ত্রেণ হ্রীয়তে ত্বঘম্।
সর্ব্বভূষণ-বর্গেষু বস্ত্র-মুত্তম-মুচ্যতে॥
জনার্দ্দন জগন্ময় সর্ব্বগা-স্বরূপকম্
* দিগম্বর নিরালম্ব নির্দ্বন্দ্বা-স্বরূপকম্।
মহাদেবি জগন্ময়ি সর্ব্বগেহ-স্বরূপকম্
অম্বরং প্রতিগৃহ্ণ ত্বং লজ্জা মে যাতু ধর্ম্মতঃ॥

ইদং বস্ত্রং ওঁ শিবায় নমঃ।

* গুরুপক্ষে 'দিগম্বর' পরিবর্ত্তে 'গুরুদেব' বসাইবে।

(১০) আভরণং।

সর্ব্বভূষাবিভূষিত

ওঁ ব্যালভূষা-বিভূষিত নিরপেক্ষ সুবিগ্রহ।

সর্ব্বভূষা-বিভূষিতে নিরপেক্ষে সুবিগ্রহে

অঙ্গুরীয়ং রজতজং ধৃত্বা দেহি রুচিং পরাম্॥

ইদম্ অঙ্গুরীয়ম্ ওঁ শিবায় নমঃ।

(১১) গন্ধঃ।

ওঁ গম্ভীরাপার-দুঃখহং ধর্ম্মজ্ঞান-বিধায়কম্।
পৃথ্বীতত্ত্ব-স্বরূপকং গন্ধং গৃহ্ন মহাযশঃ॥

এষ গন্ধঃ ওঁ শিবায় নমঃ।

(১২) পুষ্পং।

ওঁ "পুষ্পমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ।
পুষ্পাগ্রে তু শিবঃ স্থিতঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতা দলে॥
চরাচরাশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পবসাঃ স্মৃতাঃ।
পরং জ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পেণৈব প্রসীদতি॥"
ভোগমোক্ষপ্রদং পুষ্পং তুষ্টি-শ্রী-পুষ্টি-মোদদম্॥
পুণ্যদং পাপহং পুষ্পং পুষ্কলার্থ-প্রদায়কম্।

বিশ্বরূপ

ব্যোমরূপং ব্যোমকেশ গৃহীত্বা-নুগ্রহং কুরু॥

বিশ্বরূপে

এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৩) পুষ্পমাল্যং।

ওঁ শিরঃ-পদ্মদলন্যস্ত-পঞ্চাশদক্ষরাত্মিকা।
খ-রূপি-পুষ্পবিগ্রহা সূত্রাত্ম-সূত্রযন্ত্রিতা॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারা পরব্রহ্মপ্রকাশিকা।
নালিকেয়ং প্রকল্পিতা গৃহাণ পরমেশ্বর॥
পরমেশ্বরি

এতৎ পুষ্পমাল্যং ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৪) বিল্বপত্রং।

ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং ত্রিদেব-ত্রিগুণান্বিতম্।
পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং মহেশ্বর॥
মহেশ্বরি

এতদ্ বিল্বপত্রং ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৫) ধূপঃ।

ওঁ দুর্গন্ধহরণো ধূপঃ পরমানন্দ-দায়কঃ।
ধূতাশেষ-মহাদোষো মরুৎতত্ত্ব-স্বরূপকঃ॥
"বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

এষ ধূপঃ ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৬) দীপঃ।

ওঁ দীর্ঘাজ্ঞান-তমোহরঃ পরতত্ত্ব-প্রকাশকঃ।
তেজস্তত্ত্ব-স্বরূপো যঃ ক্ষয়ার্ত্তি-বিনিবারকঃ॥

"সূর্য্যাচন্দ্রমসো দীপ্তি র্বিদ্যুদগ্নো স্তথৈব চ।
ত্বমেব জ্যোতিষাং জ্যোতি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

এষ দীপঃ ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৭) নৈবেদ্যং।

ওঁ নৈবেদ্যং পরমং লোকে সুস্বাদু তৃপ্তিদায়কম্।
রসতত্ত্ব-স্বরূপকং স্থিতি-নিবৃত্তি-পালকম্।
নানাদ্রব্য-সমাযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বর (পরমেশ্বরি)॥

এতন্ নৈবেদ্যং ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৮) পানার্থোদকং।

ওঁ পানীয়ং পরমং দিব্যং প্রাণিনাং প্রাণকারকম্।
সর্ব্বদেব-স্বরূপকং গৃহ্ণ ভব (দেব / দেবি) সুশীতলম্॥

এতৎ পানার্থোদকং ওঁ শিবায় নমঃ।

(১৯) পুনরাচমনীয়ং।

পূর্ব্বোক্ত (৫) সংখ্যার মন্ত্র পাঠ্য।

এতৎ পুনরাচমনীয়ং ওঁ শিবায় নমঃ।

(২০) তাম্বূলং।

ওঁ "তাম্বূলং সর্ব্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকম্।

ত্রয়োদশগুণৈ র্যুতং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥
পরমেশ্বরি

এতৎ তাম্বূলং ওঁ শিবায় নমঃ।

২। নৈবেদ্যাদি-দানান্তে স্তুতিঃ।

[মন্তব্য।—এই একই স্তবে পুরুষ বা স্ত্রী দেবতাকে আরাধনা ও প্রার্থনা করা যায়। যে যে স্থানে পরিবর্ত্তন হইবে, তথায় উপরে ও নীচে পাঠান্তর দেওয়া আছে। বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া মূলতঃ স্তব লেখা হইয়াছে। উপরের পাঠান্তর শিবের পক্ষে এবং নীচের পাঠান্তর দেবীর পক্ষে প্রয়োগ করিবে। মধ্যের পাঠ বিষ্ণুর পক্ষে বুঝিবে। গুরুর পক্ষে প্রয়োগ করিবার সময়ে উপরিস্থ পাঠের দক্ষিণস্থ বন্ধনী-মধ্যবর্ত্তী পাঠকে গ্রহণ করিবে। অন্যত্র শিববৎ]।

[আবাহন]

শঙ্কর (প্রাণেশ)
গোবিন্দ পরমানন্দ ভক্তানুগ্রহকারক।
অম্বিকে পরমানন্দে ভক্তানুগ্রহকারিকে
অত্রাতিষ্ঠ মহাভাগ নৈবেদ্যগ্রহণায় মে ॥
মহাভাগে

[প্রার্থনা]

গৃহাণ দেব তব বস্তুজাতম্।
মাত স্তব
ন হি মম কিঞ্চিদ্ যদিদং বিভাতম্ ॥১

তব শক্ত্যা সৃষ্টং জগদাদি সর্ব্বম্।
তব স্বাধিকারং বিজানামি কৃৎস্নম্ ॥২

মায়াতো হি ত্বত্তো ভাবয়ামি দেব ।
মাতঃ
ময়া সংগৃহীত এষ তূপহারঃ ॥৩

ত্বং হি মম হৃৎস্থং কিমপি বা যন্ত্রম্ ।
প্রেরয়সি দেহং সাহঙ্কার-চেষ্টম্ ॥৪

ভ্রমদৃষ্টি-জাতম্ ভিন্নতা-বিভাতম্ ।
অপাকুরু তস্মাৎ তম-আদি সর্ব্বম্ ॥৫

শাক-তোয়-গব্যং সূপ-ব্যঞ্জনান্নম্ ।
ফল-লড্ডুকাদি যদত্রো-পায়াতম্ ॥৬

করকমলাত্তং শুচিমুখনীতম্ ।
কুরু প্রসাদীদং ভক্তভক্ষাণার্থম্ ॥৭

ক্ষুধা তৃষ্ণা দেব ত্বয়া দত্তা জন্তোঃ ।
মাতঃ
প্রশমিতু-মেতাং কমো ন বিচিত্রঃ ॥৮

কেন ময়া ভক্ষ্যং বিনা ত্বৎ-প্রসাদম্ ।
স্তেয়-মন্নং তদ্ধি তে তু যন্ন দত্তম্ ॥৯

ত্বয়া দত্তঃ প্রাণঃ সদা প্রার্থয়াণঃ ।
প্রসাদামৃতং হি ভুক্তিমুক্তিসারম্ ॥১০

গুণো বাপি দোষো যো হি দৃষ্ট শ্চাত্র ।
ন হি মম কশ্চিৎ তব লীলামাত্রঃ ॥১১

যস্য যদ্ধি দ্রব্যং তস্য তদ্ধি গ্রাহ্যম্ ।
কথমেতন্নাপি তবা-দানযোগ্যম্ ॥১২

তব চৈব দ্রব্যং ত্বয়া সমানীতম্ ।
ত্বয়া প্রার্থ্যমাণং প্রসাদায় মহ্যম্ ॥১৩

শম্ভো (দেব)
তেন প্রত্যাখ্যানং নোচিতং তে বিষ্ণো ।
মাতঃ
ভক্তিহীন-দত্তং যদত্রো-পানীতম্ ॥১৪

তুষ্টাতুষ্ট-মত্র ন চ ত্বয়া ভাব্যম্ ।
প্রসাদ-দানেন কুরু পাপনাশম্ ॥১৫

ন জানামি ভক্তিং ন জানামি মুক্তিম্ ।
ন জানামি যুক্তিং ন বা শুদ্ধশক্তিম্ ॥১৬

তব কৃপামাত্রং জানে মোক্ষমূলম্ ।
প্রসাদং হি তেন কুরু মে নিতান্তম্ ॥১৭

যেন মমাজ্ঞানং ন শ্রয়তি চিত্তম্ ।
ভক্তি কৃত জ্ঞানং স্ফুরতি তু কৃৎস্নম্ ॥১৮

মহাদেব
ত্বং হি নারায়ণ সর্ব্বং
জগন্ময়ি
যদিদং বিভাতম্

হৃদীশ্বর
ত্বং হি জনার্দ্দন খর্ব্বং
নারায়ণি
ষদদো নাভাতম্ ॥১৯॥

৩। পুষ্পাঞ্জলি-দান-মন্ত্রঃ।

(১) সাধারণ উপচারে পুষ্পাঞ্জলি-দান-মন্ত্র।

চন্দনাদি-সুসংপৃক্তো বিল্বদল-সমন্বিতঃ।
দূর্ব্বাক্ষতসমন্বিতঃ
এষ পুষ্পঞ্জলিঃ পুণ্যো গৃহ্যতাং পরমেশ্বর ॥
পরমেশ্বরি

[মন্তব্য।—অঞ্জলিতে যেরূপ উপচার থাকে এবং যে পুরুষ বা স্ত্রী দেবতাকে দিতে হইবে, তদনুযায়ী উক্ত পাঠান্তর গ্রহণ করিবে]

(২) বিশেষ উপচারে পুষ্পাঞ্জলি দান মন্ত্রঃ।

তুলসীদলসংযুক্তং দূর্ব্বা-ক্ষত-জলা-ন্বিতম্।
বিল্বপত্রৈ স্তথা গন্ধৈঃ পুষ্পৈ শ্চাপি সুশোভিতম্ ॥
অর্ঘ্য-মেতন্ ময়া দেব রচিতং ত্ব-ন্নিমিত্তকম্।
দেবি
অঞ্জলিনা সমর্পিতং গৃহ্যতাং ভক্তবৎসল ॥
ভক্তবৎসলে

৪। মাল্যদান গীতি ও স্তুতি।

(১) মাল্যদান-স্তবঃ।

[দোধক চ্ছন্দঃ]।

পেলব-পেশল-পুষ্পক-মাল্যং
দৈবত-পূজিত-পূরুষ-ভোগ্যম্।
নির্ধন-মানব-সঙ্গত-রত্নং
সৌভগ-সম্মদ-বর্ষণ-যত্নম্ ॥১

কৌশল-গুম্ফিত-ফুল্লিত-পুষ্পং
সৌরভ-চন্দন-শৃঙ্গজ-পৃক্তম্।
দেব ম এতদ-কিঞ্চন-যোগ্যং
ধারয় কণ্ঠক আদর-দেয়ম্ ॥২

কায়িক-বাচিক-চৈত্তিক-পাপম্
আত্মিক-ভৌতিক-দৈবিক-তাপম্।
হর্ত্তু-মিহা-র্হসি চাশুভজালং
মোক্ষণ-মস্তু চ মা চিরকালম্ ॥৩

[পেলব = কোমল। পেশল = সুন্দর। দৈবত = দেবতা সমূহ। মালা সকল দেবতার এবং পূজ্য পুরুষের ভোগ্য। সৌভগ = ঐশ্বর্য্যাদি। সম্মদ = হর্ষ। শৃঙ্গজ = অগুরু]।

—০—

(২) নারায়ণে মাল্যদান গীতি ও ষট্‌চক্রবর্ণন।

[ইমন কল্যাণ—একতাল]

ওহে নারায়ণ, কর কৃপাদান
অভাগা অধম সন্তানে।
জীবনে মরণে জাগণে স্বপনে
রেখো সদা দাসে চরণে ॥১

ব্যসনে ভূষণে পালনে তাড়নে
দোষে কিম্বা গুণে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
ত্রিতাপ-দহনে আনন্দ-প্লাবনে
পাই যেন শান্তি তোমারি স্মরণে ॥২

এ ভব-গহনে পড়িয়ে বিজনে
পথহারা হ'য়ে আছি হে সঘনে।
কৃপা করি দীনে ধরিয়ে যতনে
নিয়ে চল প্রভু আলোক-সদনে ॥৩

জানিনা কেমনে পূজিয়ে চরণে
তব কৃপা প্রভু লভিব জীবনে।
তব নিজ গুণে সকরুণ মনে
বোধ-শক্তি দিও অজ্ঞান সন্তানে ॥৪

(প্রভু) তোমারি মননে অপূর্ব্ব লক্ষণে
জলপদ্ম ফোটে এ দেহ-বাগানে।
তম-আবরণে ঘুচায়ে সুঘনে
অন্তঃসূর্য্যে তুমি ফুটাও নলিনে ॥৫

বিচিত্র বর্ণে বিবিধ পর্ণে
সপ্তবিধ পদ্ম আছে এ কাননে।
বিস-তন্তুসনে গাঁথিয়ে নলিনে
কে রেখেছে মালা পরম গোপনে ॥৬

সূত্র মূল কোণে চারি পীত পর্ণে
শোভিছে পদ্ম পৃথিবী-চুম্বনে।
তদুপরি স্থানে হীরক বরণে
ষড়্‌দল কমল ভাসিছে জীবনে ॥৭

তাহারি উপরে নীল বরণে
দশদল অব্জ জ্বলিছে দহনে।
রক্তিম বর্ণে দ্বাদশ পর্ণে
তদুপরি পদ্ম দুলিছে পবনে ॥৮

তারি পর স্থানে ষোল ধূম্রপর্ণে
শোভন অম্লান বিরাজে গগনে।
তদুপরিতনে ধবল নলিনে
দ্বিদলেতে শোভে "আজ্ঞার" সদনে ॥৯

সূত্র-শিরঃ-স্থানে বিচিত্র বর্ণে
দশশতপত্র বিরাজে শূন্যে ।
হেরিলে নয়নে এ সপ্ত নলিনে
ভব-জ্বালা, শুনি, থাকে না পরাণে ॥১০

(প্রভু) সে মালিকা পেতে এই ফুল গণে
রচিয়াছি মাল্য তোমারি কারণে ।
লহ নিজগুণে হরষিত মনে
শুভ আশীঃ দিতে তোমারি সন্তানে ॥১১

—০—

(৩) দেবতায় মাল্যদান গীতি ।

[খাম্বাজ—লোভা একতালা]

শোভায় অতুল সুহসিত ফুল
বিভু-ভাবে সদা করিছে বিহার ।
সৌরভ-স্বরূপে তু'ষে মনঃপ্রাণে
প্রেম, যোগ, সত্ত্ব বিতরে সবার ॥১

সদা হাসিমুখে আনন্দিত মনে
চেয়ে রহে সদা চিদানন্দ পানে ।
দেখিলে তাহারে মহাপ্রেম ভরে,
ভাসে মনে বিভু-মহিমা অপার ॥২

নিজ মান ধন না চাহে কখন
স্বরূপ সন্ধানে তোষে প্রাণিগণ ।

দু'দিনের তরে হাসিয়ে খেলিয়ে
চলে যায় যথা অনন্ত আঁধার ॥৩

ফুলেরি মতন করি দেহ মন
এস সবে মোরা সেবি গুরুজন।
তবেই পাইব শান্তি সুখ সব
লভি ব্রহ্মপদ, আনন্দ অপার ॥৪

মোরা হই দেব, অতি দীন হীন,
ভক্তি সেবা কভু না জানি কেমন।
এই ফুল হার ল'য়ে উপহার
রেখো সদা পদে এ দীনে তোমার ॥৫

(৪) দেবতায় মাল্যদান গীতি।

এ সুখের বেলায় ফুল কুঁড়িয়ে ফুল নিয়ে খেলাই
মিলে আমরা সবাই।
ফুলের গুণে বিভোর হ'য়ে আমরা বেড়াই,
এতে মন পরাণ হারাই ॥১

রূপের বাহার দেখবি যদি আয় ত্বরায় সবাই,
মিলে ফুলে ফুল মিলাই।
সুযতনে গেঁথে মালা সবারে বিলাই,
তাতে কত সুখ না পাই ॥২

এই সরস ফুলে গেঁথে মালা আন্‌ছি তব ঠাঁই,
মোদের অন্য কিছু নাই।
(তাই) আদর ক'রে গলায় প'রে কর আশীষ এই
যেন চির শান্তি পাই ।।৩

—০—

(৫) শ্রীগুরুকে মাল্যদান গীতি ।

"জয়গুরু" বলি এস সবে মিলি
ফুল মালা করি হাতে।
ফুলেরি মতন করি দেহ মন
থাকিব গুরুর সাথে ।।১

আগিয়া সমীপে লুটাইয়া ভূমে
প্রণাম করিব পাদে।
বসিয়া আসনে হেরিয়া আননে
জুড়াব সকল তাপে।
সবে একমনে "অক্ষয়" সুদিনে
মাতিব জয়েরি গীতে ।।২

মালা করে ধরি ভিন্নভাব ছাড়ি
ছোয়াইব নিজ মাথে।
ভকতি করিয়া যথা মন্ত্র দিয়া
দিব গুরু গল সাথে।
প্রেম-ফুলদলে হৃদয়-কমলে
পূজিব পরম প্রীতে ।৩

স্মরি উপকার বিশেষ তাঁহার
সেবিব মনের সাথে।
মাগিয়া করুণা লভিয়া ধারণা
মগন হইব তাঁতে।
মুখে বুলি ছাড়ি করে কর্ম্ম করি
সাধিব "সহজ" ব্রতে ॥৪

["চলিয়ে এভাবে জীবন আহবে
ফিরিবনা আর জগতে ॥"
বেহাগের সুরে গাইলে, এই পদটী গাইবে।
তাহাতে দুই দুইটী করিয়া মোট ৬টী শ্লোক হইবে।]

—০—

(৬) অক্ষয় তৃতীয়া দিনে শ্রীমৎ নারায়ণ তীর্থ দেবকে মাল্যদানান্তে স্তুতি।

[কাফি—যৎ]

সুখময়-দিনমিদং যত্র ভবদ্-দীক্ষণম্ ॥ ধ্রুবম্ ॥
কলেরবসান-মত্র সত্যযুগারম্ভণম্।
অক্ষয়-তৃতীয়াখ্যমক্ষয়-ফল-দায়কম্ ॥১

দেব ততো ভক্ত-পুর-পাপ-মঞ্জসা-গতং
স্বরূপ-প্রকাশে তব তত্র সুবিরাজিতম্।
পরমপবিত্রকর্ম্ম জ্ঞান-যোগ-লক্ষণং
বিবিধ-বিচিত্র-সৌখ্য-পুণ্য-ধর্ম্ম-কারণম্ ॥২

ইদং তে জননং প্রভো দেবৈরপি দুর্ল্লভং
বহুতপ-ফল-লভ্যং পুণ্যপুঞ্জ সূচকম্ ।
বিতরসি যতো ভক্তে ভক্তি-যোগ-জ্ঞানকং
ত্রিতাপ-ত্রিবিধদেহ-নাশহেতো নিশ্চিতম্ ।।৩

ইহ তু বিষয়ভোগং ন্যস্ত দূর-মামূলং
স্বল্পবলং স্বল্পফলং দুঃখ-মোহ-মূলকম্ ।
সনাতন-সুখময়-বস্তুমাত্র-কারণং
জনয়সি জনে যোগং সিদ্ধশক্তি-বোধকম্ ।।৪

তব পদ-পূজনার্থ-মাগতা বৈ সম্ভ্রমং
বয়-মতিগুণহীনা বিত্তহীনা নিঃশেষম্ ।
দেব তব কৃপাপাত্র-দানহেতোঃ সাদরং
নয়তু নয়তু তেন ভক্তি-পুষ্পহারকম্ ।।৫

তব পদ-পদ্মং বিদিত-মুদারং
দীন-জনগতি-মতি-মাত্রলম্বম্ ।
দেহি পদরেণুং দিবাকর-ভানুং ।
নাশয়িতু-মতিমোহ-শোক-তামম্ ।।৬

—•—

৫। আরতির গান ।

(১) সর্ব্বদেবদেবীর একত্র আরতি গান ।

[নিম্নোক্ত আরতির গীতটী সকল দেবদেবীকে এক সঙ্গে আরতি করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে হয় । যদি 'একপুরুষ দেবতাকে' আরতি করিতে হয়, তবে

প্রত্যেকশ্লোকের যে স্থানে 'দেব দেবি' বা 'দেবি দেব'শব্দ আছে,তাহার পরিবর্ত্তে 'দেবদেব' শব্দ বসাইবে ; এবং এক স্ত্রীদেবতার পক্ষে 'দেবদেবি' এই পদ বসাইয়া নিবে। অথবা ঐ 'দেবদেবি' বা 'দেবিদেব' পদ দুইটী পুরুষ দেবতার পক্ষে যে যে শ্লোকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা প্রত্যেক শ্লোকের সেই সেই শব্দের উপরে বা নীচে দেখান হইয়াছে। স্ত্রীদেবতার পক্ষে কেবল ঐ পরিবর্ত্তিত অংশে 'দেব' শব্দের বদলে 'দেবি' শব্দ বসাইবে ; যেমন ১ সংখ্যার শ্লোকে 'দেব দীন' স্থলে 'দেবি দীন' হইবে]।

[ধূয়া এবং প্রণাম]

দেব দীন-
কুরু ময়ি করুণাং হি দেবি দেব পুত্রকে।
যজন-ভজনহীন আকুলে নিরাশ্রয়ে ॥১

[দীপ সহিত]

দেব দীপ্ত-
নয়তু নয়তু দেব দেবি দীপমালিকাঃ।
জ্বলতু মনসি তেন বোধ-দীপ-দীপ্তিকা ॥২

[পুষ্প সহিত]

চারু-দেব
সুষম-কুসুম-রূপ-মস্তি দেবি দেব তে।
উদয় হৃদয়-পদ্মে নিত্যদৃষ্টি-চেতবে।৩

[শঙ্খ সহিত]

সসলিল-রবরূপ-শঙ্খ এব রাজিতে।
শীতলয় মম চিত্ত-মস্ত বুদ্ধি-রক্ষরে ॥৪

[ধূপ সহিত]

সসরল-রস-ধূপ-গন্ধ ইষ্ট এব তে।
জনয় হি মম দেবি দেব তুষ্টি-মন্তরে ।।৫
দেব নিত্য-

[আর্দ্র বস্ত্র সহিত]

সজল-বসন-মেব তে হি তুষ্টিকারকম্।
অপনয় মম দেবি দেব ধর্ম্মবারকম্ ।।৬
দেব সত্য-

[ব্যজন সহিত]

স্তুষ্ট দেব
ব্যজন-ধুনন-তৃপ্তি-রস্তু দেব দেবি তে।
শময় সকল-তাপ-মস্তু শান্তি-রন্তরে ।।৭

—০—

(২) এক দেবতার আরতি গান।

[মন্তব্য—নিম্নোক্ত আরতির গান 'বিষ্ণুর পক্ষে' মূলতঃ লিখিত হইয়াছে। তথাপি যেরূপে ইহা 'শিবের পক্ষে' এবং 'দেবীর পক্ষে' প্রয়োগ করা যায়, তদনুসারে স্থানে স্থানে পাঠান্তর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেখানে সেখানে পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে, সেইখানে সেইখানে 'নীচের পাঠটী' 'দেবীর পক্ষে,' 'মধ্যের পাঠ' বিষ্ণুর পক্ষে' এবং 'উপরের পাঠটী' 'শিবের পক্ষে' জানিবে।]

* সরল রস — শালগাছের ধুনা।

[করপুটে প্রার্থনা পাঠ]

হৃদ্যস্থং যৎ তে বপু র্বিভো দর্শয় তদনাত্মনে।
মূর্তিঃ
দুষ্কৃতি-দুষ্ট-চক্ষুষে অভক্ত্যায়া-শ্রিতায় মে ॥১

নীরাজনৈ মোদস্ব ভো গোবিন্দ ভক্তবৎসল।
অম্বিকে ভক্তবৎসলে
মহাদেব শঙ্কর
ত্বয়ি প্রীতে জনার্দ্দন কিং ন প্রাপ্তুং হি মাধব ॥২
তব প্রীত্যৌ মহাশয়ে মঙ্গলে

[হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে গীত]

মহাদেব
ত্বং হি নারায়ণ জগতো নিদানম্।
নারায়ণি
ভবসি পৌরস্ত্যম্ কুরু মে তমোহন্তম্ ॥৩

জগন্ময়
ত্বং হি জগন্নাথ চরাচর-স্রষ্টম্।
জগন্ময়ি
আবিশসি কৃৎস্নম্ দেহি মম মোক্ষম্ ॥৪

হৃদীশ্বর
ত্বং হি জনার্দ্দন জনহৃদি স্থানম্।
নারায়ণি
করোষি হি নিত্যম্ স্মারয় মে জ্ঞানম্ ॥৫

মৃত্যুঞ্জয়
ত্বং হি হৃষীকেশ ভবভয়-দুঃখম্।
মহাশয়ে
নাশয়সি সর্ব্বম্ ছেদয় মে গর্ব্বম্ ॥৬

[দীপ মালা সহিত]

ত্বং হি জ্যোতির্ম্ময় দীপমালা-ভাসম্।
জ্যোতির্ম্ময়ি
কাময়সে রুচ্যম্ ভাসয় রহস্যম্ ॥৭

[জলশঙ্খ সহিত]

গঙ্গাধর
ত্বং হি কম্বুকর সসলিল-শঙ্খম্।
নারায়ণি
লালসে পাপঘ্নম্ কুরু মাম-বিঘ্নম্ ॥৮

[পুষ্প সহিত]

ত্রিলোচন
ত্বং হি বনমাল প্রফুল্ল প্রসূনম্।
মহাদেবি
কাময়সি কান্তম্ কুরু মা বিশ্রান্তম্ ॥৯

[ধূপ সহিত]

পঞ্চানন
ত্বাং হি পদ্মগন্ধ নানাধূপা-মোদঃ।
সনাতনি
হ্লাদতে রুচিরঃ অস্তু মম তোষঃ ॥১০

[ব্যজন সহিত]

ত্বাং হি বিশ্বম্ভর ব্যজন-সমীরঃ ।
বিশ্বেশ্বরি
সুখয়তি শীতঃ শ্রাম-হম-ভীতঃ ॥১১

[আর্দ্রবস্ত্র সহিত]

দিগম্বর
ত্বং হি পীতাম্বর বাসসো বিলাসম ।
মহামায়ে
প্রীণাসি সনীরম্ কুরু মা সুধীরম্ ॥১২

[প্রণাম পূর্ব্বক]

মহাদেব
ত্বং হি নারায়ণ ভক্ত-প্রণিপাতম্ ।
নারায়ণি
স্পৃহয়সি দাস্তং যাতু মমালম্ভম্ ॥১৩

ত্রিলোচন
ত্বং হি সঙ্কর্ষণ সেবক-শরণ্যঃ ।
ত্রিলোচনে
ত্বদার্ত্তিহো নান্যঃ ভবেয়-মদৈন্যঃ ॥১৪

মহাদেব
ত্বং হি নারায়ণ প্রেম-বোধ-যোগম্ ।
নারায়ণি
দদাসি হি নিত্যম্ নাশয় মে তামম্ ॥১৫

[পুনরায় করপুটে প্রার্থনা পাঠ]

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং তব।
জগন্ময়
তৎ সর্ব্বং পূর্ণতা-মেতু নীরাজনাজ্ জনার্দ্দন ॥১৬
জগন্ময়ি

ক্ষিত্য-প্-তেজো-মরুদ্-ব্যোম-পঞ্চতত্ত্বৈঃ কৃতং জগৎ।
দীপাদয় স্তু মূর্ত্তয় স্তেষাং স্যুঃ পূজনাদিষু ॥১৭

জগন্ময়
এভি-রভ্যর্চ্চ্য ত্বাং দেব মুক্তি-মিচ্ছু জনার্দ্দন।
দেবি জগন্ময়ি
তোষয়ামি যথাশক্তি নির্বৃতি রস্তু মে পরা ॥১৮

৬। গুরু স্বরূপ গণেশাদি ষট্ দেবতার স্তুতি ॥

জয়তি জয়তি শম্ভু র্বিষ্ণু রর্কো গণেশঃ।
জয়তি জয়তি দুর্গা জাতবেদা গুরুশ্চ ॥১

জয়তি পরমহংসো হংসসার-প্রবোধো
জয়তি স গুরুদেবঃ শ্রীল-নারায়ণাখ্যঃ।
সহজ-সুখদ-ভক্তি-জ্ঞান-যোগ-প্রকাশো
গণপতি-শিব-শক্তি-শ্রীশ-সূর্য্যা-গ্নিরূপঃ ॥২

জয়তি স গণনাথঃ সিদ্ধিদাতা শরণ্যো
জয়তি সকল-বিঘ্নোৎসারকঃ স্বস্তি-জায়ঃ।

অভয়-বরদ-হস্ত স্তত্ত্ব-পীযূষলুব্ধ-
মবতু গুরুবরো মাং সাধনোত্থা-স্তরায়াৎ ॥৩

জয়তি দিনমণি র্যঃ প্রাণিনা-মন্তরস্থো
জয়তি সবিতৃ-রূপঃ সর্ব্বভাব-প্রকাশঃ ।
পরমকিরণমালী ভাসয়ন্ ভক্তবুদ্ধিং
হরতু স গুরুরূপো মোহ-মায়া-ন্ধকারম্ ॥৪

জয়তি সকলতেজা রূপতন্মাত্র-লক্ষো
মনসি চ লয়যোগে চিত্ররূপ-প্রকাশঃ ।
দহন-দশকলাত্মা পাবকস্ত পাতকারি-
র্দহতু দুরিত-দোযান্ শ্রীগুরু র্বহ্নিরূপঃ ॥৫

জয়তি পরমশক্তিস্ত সর্ব্বযোগাত্মিকা যা
প্রকৃতিরিতি চ নাম্না কুণ্ডলীশক্তিরূপা ।
প্রসরতু ময়ি নিত্যং প্রত্যয়া-নন্দ-দাতা
স হি মম গুরুদেবো মূলশক্তি-স্বরূপঃ ॥৬

জয়তি বিনত-পালঃ কৃষ্ণচন্দ্রো মুকুন্দঃ
সতত-মধুরভাবো-দীপকো মুক্তবন্ধঃ ।
সুলভ-রুচির-ভাযো ভক্ত-কল্পদ্রুমাভো
জনয়তু গুরুরূপঃ প্রেমভক্তিং বিশুদ্ধাম্ ॥৭

জয়তি পশুপতি র্যঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লবর্ণো
জয়তি চ গুণমুক্তঃ শুদ্ধশান্তস্বরূপঃ ।

সমরস-পরিপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দরূপঃ
প্রভবতু মম চিত্তে শ্রীগুরুঃ শঙ্করাখ্যঃ ॥৮

[অনুবাদ—শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, অগ্নি এবং গুরু ইঁহাদের জয় হইতেছে (অর্থাৎ ইঁহারা নিজ নিজ ভাবে আমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন) ।

পরমেষ্ঠী গুরু নারায়ণের (অথবা তদ্রূপে শ্রীমৎ পরমহংস নারায়ণ তীর্থ গুরুদেবের) **জয় হইতেছে**। তিনি হংসের সার ওঁকার এবং পরমাত্মার জ্ঞান জন্মাইয়া দেন ; তিনি স্বাভাবিক এবং সুখকর ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ প্রকাশ করেন ; এবং তিনি গণেশ, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপে তৎতৎ কার্য্য সাধন করেন ॥১

গণেশের জয় হইতেছে। তিনি সিদ্ধি দান করেন ; তিনি শরণের যোগ্য ; তিনি সকল বিঘ্ন দূর করেন ; তিনি স্বস্তির পতি (এজন্য তিনি মঙ্গল বিধান করেন) ; এবং তিনি ভক্তকে বর ও অভয় দেন। আমি তত্ত্বরূপ অমৃত পানে অভিলাষী। অতএব সাধনে যে সমস্ত বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তিনি গুরুস্বরূপ হইয়া আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করুন ॥২

সূর্য্যের জয় হইতেছে। তিনি সবিতারূপে প্রাণীর অন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভাবের বিকাশ করিতেছেন। সেই পরমার্থ-প্রদর্শক পরমকিরণমালী সূর্য্য গুরুরূপে ভক্তের বুদ্ধি উদ্‌ভাসিত করিয়া মোহ এবং মায়া রূপ অন্ধকার দূর করুন ॥৩

অগ্নির জয় হইতেছে। তিনি সকল তেজের আধার ; তিনি রূপতন্মাত্র-স্বরূপ ; তিনি লয়-যোগ সাধনে যোগীর অন্তরে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েন ; তিনি দহনার্থ দশরূপে বিভক্ত এবং তিনি পাপ নাশ করেন। সেই অগ্নিরূপী শ্রীগুরু পাপ এবং দোষ সমূহ দগ্ধ করুন ॥৪

পরমা শক্তির জয় হইতেছে। তিনি সর্ব্ববিধ যোগস্বরূপ ; তাঁহাকে প্রকৃতি এবং কুণ্ডলী শক্তি বলে। যিনি প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও আনন্দ দান করেন, সেই মূলাধারস্থ শক্তিস্বরূপ মদীয় গুরুদেব সর্ব্বদা আমাতে প্রসারিত থাকুন ॥৫

কৃষ্ণের জয় হইতেছে। তিনি প্রণত ব্যক্তির পালক ; তিনি বন্ধনহীন এবং মুক্তিদাতা ; তিনি সতত মধুরভাবের উদ্দীপনা করেন ; তাঁহার বাক্য সুলভ এবং রুচিকর ; তিনি ভক্তের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ; সেই গুরুস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তি দান করুন ॥৬

শিবের জয় হইতেছে। তিনি সত্ত্বগুণান্বিত, শুক্লবর্ণ, গুণাতীত, শুদ্ধ শান্তস্বরূপ, সমরস-পরিপূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সেই শিবস্বরূপ শ্রীগুরু আমার চিত্তে প্রভাবান্বিত হউন ॥৭]

—০—

৭। ত্রিশূল-স্তোত্রম্।

নমস্তুভ্যং মহাশস্ত্র মহাপাপ-বিনাশিনে।
ধৃতং যৎ শিব-গৌরীভ্যাং জগতো হিতকাম্যয়া ॥১

যদা স্যাৎ পীড়িতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
স্থূলরূপেণ ত্বং শক্তে রাজসে দুষ্ট-শান্তয়ে

মোহাভিভূত-দৈত্যানাং দানবানাং তথৈব চ।
ত্রিদিবং-প্রাপণায় বৈ প্রভু-রসি পর স্তদা ॥৩

সূক্ষ্মরূপেণ ত্বং দেব পুনাসি ভুবন-ত্রয়ম্।
অজ্ঞান-মোহ-মায়াদীন নিহত্য দীপ্ততেজসা ॥৪

জীবস্য শিবভক্তস্য নির্দহ্য হি তমোহঙ্কুরম্।
দদাসি ত্বং পরং জ্ঞানং তেনাসি পূজিতো ভবান্ ॥৫

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দক্ষিণ-বাম-মধ্যতঃ।
ত্রিশিখ ত্বৎ-ত্রিশীর্ষেষু তিষ্ঠতি শক্তিভিঃ সহ ॥৬

সত্ত্ব-রজ-স্তমো-রূপৈ স্ত্রিগুণৈঃ শূলিতং জগৎ।
ত্রিশূল-মিতি বিখ্যাতং তেনাসি তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥৭

বিন্দু-নাদ-কলারূপে রাজসে ত্বং সদা বিভো।
সাধকানাং হিতার্থায় সংসারো-ত্তার-হেতবে ॥৮

শীর্ষে চন্দ্রকলা-কারো ভাগো বিন্দু র্ভবেৎ প্রভো।
তন্মধ্যাচ্চ শিখাকারো ভাগো নাদো লয়াত্মকঃ ॥৯

দেহ-দণ্ডে কলা তিষ্ঠেদ্ দণ্ডাকারা রিবোধিতা।
"সহজা" শক্তি রুদ্দিষ্টা সাধক-সাধনায় যা ॥১০

এবং ত্বাং স্থূল-সূক্ষ্মত স্তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
ভজামি পরয়া ভক্ত্যা রক্ষ মাং সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥১১

তিষ্ঠ চাত্র মহাভাগ যাবদ্ ভক্তি র্ভবেৎ ত্বয়ি ।
কৃত্বা পাপক্ষয়ং ভক্তে দিব্যদৃষ্টিঃ প্রদীয়তাম্ ॥১২

ত্রিশূল-প্রণাম-মন্ত্রঃ ।

অজ্ঞান-নাশকং দেবং দাতৃ চ পরমং সুখম্ ।
প্রণমামি বিঘ্নাপহং ত্রিশূলং তচ্ছিব-প্রিয়ম্ ॥



৮ । বটবৃক্ষ-স্তবঃ ।

বট ত্বং রুদ্ররূপোঽসি দর্শনাৎ পাপমোচকঃ ।
স্পর্শনাৎ সেবয়া বাপি দুঃখা-পদ্-ব্যাধি-নাশনঃ ॥১

শিবেন শিবয়া সার্দ্ধং ত্বয়ি বাসঃ কৃতঃ সদা ।
নমোঽস্তু তে পবিত্রাত্মন্ ভুক্তিং মুক্তিং প্রদেহি মে ॥২

শীতা-তপ-নিবারক প্রেম-পুণ্য-বিবর্দ্ধক ।
কুলবৃক্ষ মহাচ্ছায় শিবরূপ নমোঽস্তু তে ॥৩

যক্ষতরো তবাধঃ স্যান্ ন্যস্তং লোকোপ্সিতং ধনম্ ।
জ্ঞানিভি স্তু তপোধনং মৃগ্যতেঽ-ত্রাক্ষয়ং পুনঃ ॥৪

জ্ঞানদো দক্ষিণামূর্ত্তিঃ সদা ত্বন্-মূল-মাস্থিতঃ ।
বোধয়তি তবাশ্রিতান্ বৃক্ষনাথ নমোঽস্তু তে ॥৫

বট-প্রণামঃ।

ন্যগ্রোধ ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি ধর্ম্মজ্ঞানৈকহেতবে।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং বৃক্ষরূপং হরং স্বয়ম্॥

—*—

৯। হরি হরের লুট-গান।

"জয় হরে শঙ্কর" ব'লে প্রেমানন্দে নেচে আয়।
হরি হরের মিলন যদি দেখ্‌বি তোরা আয় ত্বরায়॥১

পীঠে হরি, লিঙ্গে হর, দুয়ের মিলন শোভাময়।
একাধারে হরি হরে ভক্তের বাঞ্ছা আপূরায়॥২

বিষ্ণু-মায়ায় স্বরূপ ঢাকা শিবলিঙ্গে ব'লে দেয়।
যোগে যাগে ঢাক্‌নি খুলে (লোকে) আপন রূপের দেখা পায়॥৩

একের পূজায় দুইই তুষ্ট, রুষ্ট নাহি কেহ হয়।
একরে দেওয়া, দুইরে দেওয়া, মুক্তি-মতি তাতে হয়॥৪

ভিন্ন ভাবে দেখ্‌লে পরে বুদ্ধি শুদ্ধি দুইই যায়।
একনিষ্ঠা পরাকাষ্ঠা সিদ্ধিপথে সবেই কয়॥৫

শিবকে ভেবে ঊর্দ্ধমুখে কৈলাস পথে চলে যায়।
হরির নামে মহাসুখে (লোকে) সংসারেতে দিন কাটায়॥৬

মুখে "হরি", হৃদে "হর," দুই ভাবেতে ভজন হয়।
ভবের দুঃখ হরি নাশে, মুক্তিপদে হরে নেয়॥৭

(ভাই রে) পূজবি যদি, লুটবি যদি, বাহু তুলে নেচে আয়।
প্রেমানন্দে সদানন্দের পরম প্রসাদ জুটে যায় ॥৮

সবে মিলি "হরি" বলি এস গড়া গড়ি যাই।
হরি হরের প্রসাদ লুটে লুট বিলাইয়া দেও রে ভাই ॥৯

১০। দেবতার চক্ষুদান মন্ত্র।

(১) দক্ষিণ-চক্ষুঃ।

ওঁ যচ্চক্ষুঃ সূর্য্যরূপেণ জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
তচ্চক্ষুঃ কল্পয়ামীহ ভক্তানাং জ্ঞানদায়কম্॥

(২) বামচক্ষুঃ।

ওঁ যচ্চক্ষু শ্চন্দ্ররূপেণ কুর্য্যাদা-প্যায়িতং জগৎ।
তচ্চক্ষুঃ কল্পয়ামীহ ভক্তানাং শান্তিকারকম্॥

(৩) ভ্রূমধ্যস্থ ঊর্দ্ধচক্ষুঃ।

ওঁ যচ্চক্ষু-রগ্নি-রূপেণ জগৎ-প্রাণং প্রযচ্ছতি।
তচ্চক্ষুঃ কল্পয়ামীহ ভক্তানাং শক্তি-হেতুকম্॥

—০—

১১। কুশোত্তোলন-মন্ত্রঃ।

ওঁ দেবতা-পিতৃ-কার্য্যার্থং সৃষ্টোঽসি ত্বং পুরা কুশ।
চিনোমি ত্বাং সুপাবন মা-ভূৎ তে চ্ছেদজা ব্যথা

—০—

১২। পুষ্পচয়ন গীত।

[খাম্বাজ-লোভা একতাল]

ওহে ফুল্ল ফুল, গুণেতে অতুল,
বিভু-ভাবে সদা করিছ বিহার।
সৌরভে, স্বরূপে তু'ষে মনঃপ্রাণে
প্রেম, যোগ, সত্ত্ব বিতর সবা'র ॥১

সদা হাসিমুখে আনন্দিত মনে
চে'য়ে থাক সদা চিদানন্দ পানে।
দেখিলে তোমারে মহাপ্রেম ভরে,
ভাসে মনে বিভু মহিমা অপার ॥২

নিজ মান ধন না চাহ কখন,
স্বরূপ সন্দানে তোষ প্রাণিগণ।
দু'দিনের তরে হাসিয়ে খেলিয়ে
চ'লে যাও যথা অনন্ত আধার ॥৩

দেবপূজা তরে তুলিব তোমারে,
ছেদ দুঃখ ব্যথা না ভাবিও মনে।
তব সম হ'য়ে তব সহ তবে
উভয়েই পাব চরণ তাঁহার ॥৪

—o—

১৩। পাখার বাতাসে পাঠ্য মন্ত্র।

পবন প্রাণকারণ ব্রহ্ম-ভূতোঽসি পাবন।
তালবৃন্তং সমাশ্রিত্য শীতলং কুরু মাং সদা॥

সমীরণ সুখস্পর্শ ব্রহ্মস্পর্শ-বিধায়ক।
তালবৃন্তং সমারুহ্য ত্রিতাপং শময়াশু মে॥

—০—

১৪। অক্ষয় তৃতীয়া দিনের উদ্বোধন।

[কাহার্ব্বা]

"সত্যের" ছটা পূরব গগনে
দেখ ভাই সবে ভাতিল।
অজ্ঞান-তমঃ জগতে নাশিতে
মনোহর রূপে রাজিল॥১॥

এমন সুদিনে "গুরু নারায়ণে"
লভিয়া কিরণ বিমল।
অকাতরে দীনে বিতরিছে ক্ষণে
জাগাইতে বোধ অতুল॥২॥

তাঁহার করুণা পরম সাধনা
লভি সুখ পাই বিশাল।
কভু মোহে যেন না ভুলিকো হেন
নারায়ণ-পদ-কমল॥৩॥

বরষে বরষে এসে তাঁরি পাশে
ধুয়ে নিব মনো-মল।
(তাই) এই জন, ক্ষণ রাখিতে স্মরণ
এস মিলি মোরা সকল ॥৪॥

১৫। গণেশ-গীতি।

[ভৈরবী-ঠুংরী]

জয় দেব গজানন, বিঘ্ন-বিনাশন,
পার্ব্বতী-নন্দন পরাৎপর।
জয় সর্ব্বাদি-পূজিত, সিন্দূর-মণ্ডিত,
দান-বিলোলিত, গণেশ্বর ॥১

জয় পীন-মনোহর- রক্ত-কলেবর,
ত্র্যক্ষ চতুষ্কর, লম্বোদর।
জয় মূষিক-বাহন, উৎপাত-সূচন,
আশ্রিত-পালন, ভয়-হর ॥২

জয় মঙ্গল-কারক, কামনা-পূরক,
সিদ্ধি-বিধায়ক, বর-কর।
জয় সেবক-রঞ্জন, বিদ্বেষি-গঞ্জন,
সাধক-সাধন, মূলাধার ॥৩

জয় আনন্দ-চিদ্-ঘন, সত্য সনাতন,
চেতন-কেতন, নিরাকার।
জয় সর্ব্বগ সন্ময়, সংস্থিতি-সংলয়,
সাধক-ত্রাণায় মূর্ত্তি-ধর ॥৪

দান = হস্তীর মুখ-নিঃসৃত মদ। ত্র্যক্ষ = ত্রিনয়ন। পীন = স্থূল। কেতন = চিহ্ন

৮ শাখা

ইংরেজী কবিতা ।

1. To The Spiritual Guide.

Whene'er I sit in calm my mind surveys
How deep I owe to One who much me pays.
Baffled then it comes to find a limit
With eyes bath'd in tears of gratitude meet.
My Venerable Guide ! Thou Truest Light
In absolute darkness hanging o'er my sight !
Thou open'dst the gates of Eternal Light ;
And far and near always directst my sight.

Eternal wisdom is a birth-right of each,
Which wanting a proper guide,he fails to reach.
The most unluky and wretched is he,
Who finding or knowing Thee, fails to see.
Thine mercy rife, if shown in early life,
Is more a help to one than in ages ripe ;
When wordly care with thousand other pains
Occupies the mind and soils it with stains.

In fresh and clayey land well grows the seed ;
While stiffened rocks hardly can it feed.
If water'd with piety day after day,
The divine seed Thou sowest, quick goes its way.

To Thee, my Revered Soul, never I have
True devotion, obedience or love ;
Thy mercy brave is all that I can crave.
So fail not me until I reach the grave.
Then for world's storms and fears I care a fig,
Since backed I am by a power so big.
My reverence is always an empty show :
The heart flies off, when lips are in a flow.
With obeisance deep accept this Muse's gift,
Which,through Thee,reach'd such a wretch to lift.

—o—

2. Truth's Triumph.

Truth is God, and God is Truth.
Falsehood never triumphs in sooth.
Come my heart, and come in haste,
Have a courage for its test.

If some coming danger wait,
Or some calamity take,

Know it certain, in the end
Bliss all pure will to you bend.
No doubt falsehood laughs at first,
Prone to lure all minds in rust.
But the views, when clear'd of cloud,
Find this maiden mock aloud.
Joys we make and sorrows take ;
No one else can give or shake.
The Laws of Nature subtle, fine,
Seen and follow'd, make men shine.

3. The Effect Of Divine Power.

Who would to the worldly joy incline,
Feeling the hug of Power Divine ?
Fleeting are all shows that bear sorrows ;
Behind is the Bliss that glows and glows.

ইতি স্বরচিত, প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত ।

সংগৃহীত, দ্বিতীয় কাণ্ড।

১ শাখা (২ কাণ্ডে)

মাতৃ-সঙ্গীত।

১ প্রশাখা (১ শাখায়)।

কুণ্ডলিনী জাগরণ।

১। মূলাধার রূপ কুটীরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে জাগান।

[খট — ঝাঁপতাল, অথবা পিলু-যৎ]

উঠ গো করুণাময়ি খোল গো কুটীর দ্বার।
আঁধার হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার॥

তারস্বরে ডাকিতেছি তারা, তোমায় কতবার।
দয়াময়ী হ'য়ে আজি একি হেরি ব্যবহার॥
সন্তানে রাখি বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে।
'মা মা,' ব'লে ডেকে আমার অস্থি চর্ম্ম হল সার।

খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে বুঝি মুখ বাঁকাইলে।
একবার চাও মা বদন তু'লে খেলিতে যাবনা আর॥
দীনরাম বলে, ও মা, কার কাছেতে যাব আর।
মা বিনে কে ল'বে এই অকৃতী অধমের ভার॥

—০—

২। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রার্থনা। প্রথমকাণ্ডে ১ম পৃষ্ঠায় "জাগো জাগো জাগো মাগো" ইত্যাদি দেখ।

৩। মূলাধার হইতে সহস্রারে কুণ্ডলিনীর গমন প্রার্থনা।

[ভোরী—আড়াঠেকা]

জাগ কুলকুণ্ডলিনী।

প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী ॥১

গচ্ছ সুষুম্নাপথ স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপূর-অনাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী ॥২

ত্রিকোণে জ্ব'লে কৃশানু তাপিত করিলে তনু,
মূলাধা বর্জ্জ শিবে স্বয়ম্ভুশিরোবেষ্টিনী ॥৩

শিরসি সহস্রদলে পরম শিবেতে মিলে
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-রূপিণী ॥৪

৪। কুণ্ডলিনীর দর্শন প্রার্থনা।

[মূলতান—কাওয়ালী]

জাগ জাগ জাগ মা একবার।

করি এ মিনতি থাকে যেন মতি
ঐ অভয় চরণে তোমার ॥১

চতুর্দ্দল-কর্ণিকামধ্যে সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি
সর্পাকারে বিরাজ কর, তুমি গো মা আদ্যাশক্তি,
(শিবে) স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিয়ে ব্রহ্মদ্বার নিরোধিয়ে
ঘুমিয়ে মা রবি কত আর ॥২

মূলাধারেতে ডাকিনী, স্বাধিষ্ঠানেতে রাকিণী,
মণিপূরেতে লাকিনী, অনাহতে হও কাকিনী,
শাকিনী বিশুদ্ধপদ্মে, হাকিনীরূপে ভ্রূমধ্যে
করিতেছ কতই বিহার ॥৩

ব্রহ্মাণীরূপেতে তুমি কর সৃষ্টিপ্রকটন,
বৈষ্ণবীরূপেতে মাগো, কর সে সব পালন,
প্রলয় ঘটন কালে জ্ঞানরূপা রুদ্রাণী ছলে
কর মাগো সকলি সংহার ॥৪

ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি ভেদ ক'রে
ব্রহ্মসনে ব্রহ্মময়ী মিলি একবার সহস্রারে,
বারেক দরশন দানে এ দীন হীন সন্তানে
কর গো মা ভবসিন্ধু পার ॥৫

৫। কুণ্ডলিনীর জাগরণে সহজ সাধন।

[বাউল সুর]

যদি ধরবি সে মানুষে।
সহজ নিয়ে সহজ হ'য়ে
থাক্‌গে সহজ ভাবে ব'সে ॥

প্রণবকে কর সাধন, শোন বলি, ও ভোলা মন,
কামাদি রিপু ছয় জন থাকবে রে তোর বশে ;
কুলকুণ্ডলিনী আছেন চতুর্দ্দল পাশে—

(তারে) করিয়ে যতন করাও চেতন
ভক্তিডোর আর জ্ঞানাঙ্কুশে ॥

শক্তিকে সঙ্গে ক'রে চ'লে যাও মণিপুরে
ষড়্ দলে ভ্রমণ ক'রে দশদল সরোজে ;
অনাহত চক্রে গিয়ে ৬খকোনা বেহুঁসে—
(ক্রমে) ষোড়শ... পার হইয়ে
দ্বিদলেতে যাও স্বদেশে ॥

গিয়ে সে দ্বিদলপুরে আগে ঠিক্ কর তারে,
কোথা যে তিনটী তারে একটী শব্দ ভাষে ;
তার শুনিয়ে অর্থ কর যখন যা প্রকাশে—
(মিছে) অনর্থ অর্থ করিলে,
(তাঁরে) পাবিনে হারাবি দিশে ॥

—০—

৬। কুণ্ডলিনী সাহায্যে সাধন।
[সিন্ধু - ঢিমা তেতালা]

মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে "শ্রীদুর্গা" বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার সুবাতাসে বাদাম তু'লে ॥১

মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল।
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে ॥২

কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল "দুর্গা" কোয়ে।
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥৩

—০—

৭। কুণ্ডলিনী জাগরণে নাম কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন।

[খাম্বাজ]

মম দ্বাদশদল কমল দোলায়।
দোলে কমলিনী [illegible] কমল নয়নে
[illegible] দুলিছে ভুবন-মোহন ॥১

প্রেম-পরশে দোলাইছে দোলা,
দেখ রে মানব অপরূপ লীলা,
যেন এ চপলা কোলে করে খেলা,
নবীন নীরদ ভাবে নিমগন ॥২

মূলাধারে চতুর্দ্দল শিরোপরে
সাপিনী নিদ্রিতা ছিল নতশিরে,
দোলের তালেতে জাগিয়ে শিহরে,
সদা ঊর্দ্ধমুখে করে নিরীক্ষণ ॥৩

দীনরাম বলে, পূর্ণিমার দিনে
যতনে গোপনে অন্তরে নয়নে
যে হেরে তাঁহারে জীবনে মরণে,
অনায়াসে জিনিতে পারে সে শমন ॥৪

প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী,
খেলিছে বলিছে "হরি হরি হরি",
"জয় রাধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি,
জয় যদুপতি লক্ষ্মী নারায়ণ" ॥৫

৮। কুণ্ডলিনীর সাহায্যে স্বতঃ সাধন প্রবর্ত্তন।

[যোগিয়া—একতালা]

যদি পার হবি মন, ভবার্ণবে বেয়ে দে তরণী।
তাহে শ্রীনাথ কাণ্ডারী রে, মাস্তুল শ্রীভবানী ॥১

দুর্গা বার, কালী তিথি, রে মন, তাহে নক্ষত্র তারিণী।
আমার মন, কর রে শুভযাত্রা, মাহেন্দ্র তখনি ॥২

কুবাতাস যদি ভাসে, তরী না চলে উজানে,
তাহে বাদাম খাটায়ে দে রে, কুলকুণ্ডলিনী ॥৩

কমলাকান্তের তরী রে মন, তখন তরিবে আপনি,
ওরে ভয় করোনা, ভরসা বান্ধো ব্রহ্ম সনাতনী ॥৪

—০—

৯। কুল কুণ্ডলিনীর স্থানে গেলে বহু রত্ন মিলে।

[প্রসাদী সুর]

ডুব দে রে মন, "কালী" ব'লে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥১

রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥২

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।

তুমি ভক্তি-করে কুড়ায়ে পাবে
শিবযুক্তি মতন চাইলে ॥৩

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও,
ছোবেনা তার গন্ধ পেলে ॥৪

রতন মাণিক কত শত
প'ড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফালে ফালে ॥৫॥

২ প্রশাখা (১ শাখায়)

মায়ের নাম মাহাত্ম্য।

১। ঐহিক সুখের অভাবেও মায়ের নাম নেওয়া।

[মূলতান—একতালা]

মায়ের নাম লইতে অলস হইওনা, রসনা,
যা হবার তাই হবে ॥১

দুখ পেয়েছ (আমার মনরে), নয় আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হল না ব'লে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ॥২

রেখো রেখো-সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম জাগণে স্বপনে,
সচেতনে থেকো (আমার মনরে), কালী ব'লে ডেকো
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥৩

—o—

২। 'মা' এই শব্দে মাকে ডাকা।

(ঝিঁঝিট বা খাম্বাজ—মধ্যমান)।

জানিনা কি ব'লে ডাকি তোরে (শ্যামা মা,)।
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর-হৃদি পরে ॥১

কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম-সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে ॥২

কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত-নিবাসিনী।
কভু কুলকুণ্ডলিনী, চতুর্দ্দল বিম্ব পরে ॥৩

যে যা বলে শুনিবনা, 'মা' নামের নাই তুলনা।
তাই ডাকি মা ব'লে "মা" "মা"
ঐ অভয় চরণ পাবার তরে ॥৪

৩। মায়ের নাম প্রাপ্তিতে মুক্তির ও নির্ভয়তার আশ্বাস।

(১) [প্রসাদী সুর]

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি, আয় রে ছুটে ॥১

তারা নামে পাল খাটায়ে
ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দে রে কেটে ॥২

বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর ভবের হাটে ॥৩

শ্রীরামপ্রসাদ রটে,
বাঁধ রে বুক এটে সেটে।
(ওরে) এবার আমি ছুটিয়াছি
ভবের মায়া বেড়ী কেটে ॥৪

(২) [সাহানা---একতালা]।

"কালী" বলনা, দিন রবেনা,
আমার মন, ভেবনা, ভয় কি ?
কালী নাম সত্য যে জানে রে তথ্য
তার বিপত্তি রয় কি ॥১

জলধি-মন্থনে দেখ পঞ্চাননে
হলাহল পানে হল কি ?

সে যে "কালী" বলে ছিল, তাই তরে গেল,
নতুবা সে শিব বাঁচে কি ॥২

—o—

(৩) [জংলা—একতালা]।

অভয় পদে প্রাণ সপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥১

"কালী" নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গা নাম কিনে এনেছি ॥২

কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খু'লে দেখাব তাই ভেবে আছি ॥৩

দেহের মধ্যে স্বজন যে জন, তাদের ঘরে ঘর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে, এবার আমি যাত্রা করে ব'সে আছি ॥৪

—o—

(৪) [খাম্বাজ—একতালা]

যদি ডুবলো না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে।
(মন) হালি ছেড়না, ভরসা বাঁধ, পারবি যেতে বেয়ে ॥১

(মন) চক্ষু দাঁড়ী বিষম ভারী মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥২

(মন) শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম দেও রে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, "কালী" নামের যাওরে সারি গেয়ে ॥৩

—o—

(৫) [ঝিঁঝিট—একতালা]

যতন ক'রে ডাকি তোরে আয় আয় মন শুয়া পাখী।
কালী পাদপদ্ম পিঞ্জরে পরমানন্দে থাক দেখি ॥১

সদা শোন কুমন্ত্রণা নিত্য নূতন বিড়ম্বনা।
মায়ের নাম সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি ॥২

পাইয়া পরম ধাম সুখে ডাক মায়ের নাম।
এসে অনিত্য বাসনা ত্যজি নিত্য সুখে হও না সুখী ॥৩

কমলাকান্তের মন, ত্যজ অন্য আরাধন।
এসো কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে শঙ্কা ত্যজে বসি থাকি ॥৪

৪। নাম বিনে কেহ আপন নয়।

(১) [ললিত যোগিয়া— একতালা]

ভুল না বিষয় ভ্রমে মন রে আমার।
"শ্রীদুর্গা"-অমৃতবাণী সদা কর সার ॥১

ধন জন গৃহ জায়া এ সকল মিছা মায়া,
ভেবে দেখ নিজ কায়া নহে আপনার ॥২

পেয়েছ পরম নিধি, এসো না যতনে সাধি,
কমলাকান্তেরে যদি করিবে নিস্তার ॥৩

—০—

(২) [বসন্ত বাহার—একতালা]

"কালী কালী" বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥১

ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥২

যেতে হবে যে দিন ত্যজিয়া সংসার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গা নাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার
সকলি অসার ভেবে দেখ না ॥৩

গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখ না কালান্ত নিকটে এল,
প্রসাদ বলে ভাল, "কালী কালী" বল,
দূর হবে কাল যম-যন্ত্রণা ॥৪

—০—

(৩) [গাঢ়া ভৈরবী—যৎ]

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় মিছে ফের ভূমণ্ডলে ॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥১

যার জন্য মর ভবে, সে কি সঙ্গে যাবে চ'লে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥২

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি 'কালী কালী' ব'লে, কি করিতে পারবে কালে ॥৩

৫। মায়ের নাম নিতে লোকের কথা অগ্রাহ্য করিবে।

(১) [প্রসাদী সুর]

জয় কালী, জয় কালী বল।
লোকে বলে বলবে পাগল হ'ল ॥১

লোকে মন্দ বলে বল্‌বে তায় কি তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল, তাই করা ভাল ॥২

কালী নামের খড়্‌গ তু'লে মায়া মোহ কেটে ফেল।
ওরে মিছে মায়ার টানাটানি, রামপ্রসাদের প্রমাদ হল ॥৩

—০—

(২) [জংলা—একতালা]

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি ॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥১

আমার বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল ব'লে বলে সকলি।
আমায় যা বলে, তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥২

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, (মা) অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥৩

—০—

৬। মায়ের নামের ফল।

(১) অশ্রু, ভূমিপতন, জ্ঞান প্রভৃতি হয়।

[সিন্ধু—ঠুংরি]

এমন দিন কি হবে মা তারা,
যবে "তারা তারা তারা" ব'লে
(আমার) তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা ॥১

হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে টুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে,
তারা ব'লে হব সারা ॥২

ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥৩

শ্রীরামপ্রসাদ রটে—
মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমির-হরা ॥৪

—০—

(২) মায়ের নাম নিলেই সন্ধ্যা পূজাদি কার্য্য হয়।

[খাম্বাজ—চৌতাল]

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
"কালী কালী কালী" ব'লে অজপা যদি ফুরায় ॥১

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে "কালী," পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥২

দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥৩

কালী নামের এত গুণ, কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥৪

(৩) মায়ের নামে ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ হয়।

[প্রসাদী সুর]

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥১

যে দেশে রজনী নাই মা,
সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥২

ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥৩

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে
সোণাতে রঙ্ ধরায়েছি।
মণি-মন্দিরে মেজে দিব
মনে এই আশা করেছি ॥৫

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি
উভয়কে শিরে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥৫

—o—

(৪) [খাম্বাজ—আড়াঠেকা]।

কবে সে দিন হবে, তারিণি মোরে তারিবে।
অনন্য শরণে জনে চরণে রাখিবে শিবে ॥১

রসনায় বলিবে তারা, নামাঙ্ক-মধুরা-ক্ষরা।
তারা নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥২

—o—

(৫) [সুরট মল্লার—একতালা]।

সুখের বাসনা কর আর ক দিন।
ত্যজি অন্য বোল "কালী কালী" বোল
মানব জনম ম দিন ॥১

পাবে ব্রহ্মপদ অক্ষয় সম্পদ,
স্মরণ করিলে ত দিন।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যা হইতে হয়,
সে হবে তোমার অধীন ॥২

যখন যেমন বিধির লিখন,
সেইরূপে যাবে সে দিন।
ভাবিলে বিষাদ ঘটিবে প্রমাদ,
কালী না বলিবে যে দিন ॥৩

কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত
ভুলেছ ন মাস ন দিন।
বারে বারে আসি দুঃখ রাশি রাশি,
যাতনা সবে কত দিন ॥৪

৩ প্রশাখা (১ম শাখায়)

মায়ের দর্শন।

১। মায়ের দর্শনে উচ্ছ্বাস।

[পাহাড়ী—কাওয়ালী]।

কে গো আমার মা কি এলি।
একবার আয় মা, মনের কথা বলি ॥১

অনেক দুঃখ দিয়ে শ্যামা, যদি দয়া প্রকাশিলি।
তবে মা হ'য়ে মা, মনের মত, ছেলের কথা শোন মা বলি ॥২

এস গো মা হৃৎ-কমলে, পূজিব মানস-কুসুম তু'লে।
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥৩

করিব সুমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি।
পূর্ণাহুতি দিব তাহে "জয় কালী, জয় কালী" বলি ॥৩

প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত, কর্ম্মফল মা তুই সকলি।
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি ॥৪

—•—

২। মায়ের প্রথম দর্শনলাভে উচ্ছ্বাস।

[পরজ—জলদ তেতালা]

মা তারা

আমার কি এত দিনে হৃদি সরোজে প্রকাশিল।
পতিত তনয়ে কি তোর মনে ছিল ॥

শ্রীচরণাম্বুজ হৃদয়-অম্বুজ মাঝ
নিরখি তিমিরচয় দূরে গেল ॥

মণিময় মন্দির মাঝে বিরাজে
শ্যামা নীলকান্ত জিনি তনু নিরমল।
কমলাকান্ত, মনোহর রূপ হেরি
মানব জনম সফল হলো ॥

—০—

৩। মায়ের দর্শনে মুক্তিলাভে দৃঢ় আশ্বাস।

[মূলতান—একতালা]

কাল মেঘ উদয় হ'লো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে ॥১

"মা" শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দে মন্দ হাসি তড়িৎ-শোভা করে ॥২

নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষাভয় ঘুচিল সত্বরে ॥৩

ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে, আমার জন্ম হবে না জঠরে ॥৪

৪। মায়ের একবার দর্শন পেয়ে পুনঃ হারাণ।

[পরজ কালাংড়া---জলদ তেতালা]

হায় গো আমার কি হইলো।
হৃদি সরোরুহ-দলে
কালো কামিনী লুকালো ॥

যখন নয়ন মুদিয়া ছিলাম তখন ছিল,
চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে পলকেতে মিশাইল ॥

আহা মরি কি সুন্দরী অতুল পদ রাতুল,
আদ্য যামে * হংস যেমন অংশুতে উজ্জ্বল।
কমলাকান্তের মন মিছে ভাব অকারণ,
যদি পাবে শ্যামাধন নয়ন মুদে থাকা ভাল ॥

—o—

*হংস = সূর্য। অংশু = কিরণ।

৫। মায়ের নানারূপ ধারণ।

(১) [মল্লার বা ললিত—একতালা]

শ্যামা মা কি আমার কাল রে।
লোকে বলে কালী কালো,
আমার মন তো বলে না কাল রে ॥১

(মা মোর) কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও নীল, লোহিত রে ;
(আমি) আগে নাহি জানি, কেমন জননী,
ভাবিয়ে জনম গেল রে ॥২

(মা মোর) কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও শূন্য-রূপা রে ;
(মায়ের) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত
সহজে পাগল হ'ল রে ॥৩

—*—

(২) [ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা]

জান না রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা মা শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥১

কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তাঁর।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী,
কখন কখন ধানুকী হয় ॥২

হ'য়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥৩

ধারণ, • কারয়ে কখন,
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা,
যতনে এ ভব-যাতনা সয় ॥ ৪

যেরূপে যে জন, করয়ে সাধন,
সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে
কমলে কামিনী হয় উদয় ॥ ৫

৩। ওঁকারে সর্ব্বরূপের পরিণতি হয়।

ওকার মূরতি রে মন, চিনলা কি উঁহারে ॥
ওই ত করেছেন এ বিশ্ব রচনা,
হেন দৃশ্য আঁকিতে আর কে পারে ॥

দশভূজা দেখে বুঝি ভেবেছ রূপের শেষ,
অন্তরে হেরিলে পরে হেরিবে অনন্ত বেশ।
সে যে অনন্ত স্বরূপা, কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
ক্বচিৎ আকাশ, ক্বচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে ॥

ধরে সহস্র বাহুতে সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে ;—
সহস্র শির না হইলে, কিবা ওরে অবোধ প্রাণ,
এতই গৌরবে করে সহস্র ধারাতে স্নান,
সহস্রভাবে বিভোরা সহজ ধ্যানের সুগোচরা,
সে যে অহরহ বাস করে তোর সহস্রারে ।।

অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন, পাতে কত ইন্দ্রজাল,
কভু কালীরূপে করে ধরে করাল করবাল,
কভু বা সে সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি ছলনা বুঝিতে নারে ;—
আজি দেখেছ দুর্গারূপে গোবিন্দের কাছে এসেছে,
কালি দেখ্‌বে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে,
তাই বলি ওরে কায়া, এ সকলি মিছা মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো, লুকাবে সে ওঁকারে ॥

—o—

৬। মায়ের সৌম্য ও উগ্র রূপ।

[তিলক কামোদ – একতালা]

কে রে রমণী ভুবন-মোহিনী ।
রূপের ঝলকে ত্রিলোক আলোকে
মহাকালী মহাকাল বরণী ॥১

রক্ত কোকনদ লোহিত লোচনা,
এলোকেশী সুষোড়শী বিবসনা,
হসিত আননা বিকট দশনা,
শবশিরোপরা শ্মশান-বাসিনী ॥২

অঞ্জন-গঞ্জন-বরণী প্রখরা,
আমমাংসাহারা ভীমা ভয়ঙ্করা,
ললিত শরীরা হরদারা তারা,
জ্ঞানদা বরদা রবিজ-শাসিনী ॥৩

৭। মায়ের স্বরূপ = প্রাণ, কুণ্ডলিনী, আত্মা ও ব্রহ্ম

[প্রসাদী সুর]।

কে জানে কালী কেমন।
যারে ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥১

কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসী রূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন ॥২

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥৩

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
সে কালীর মর্ম্ম কালে জানে, অন্যে কেবা জানে তেমন ॥৪

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, ধরবে শশী হ'য়ে বামন ॥৫

[পদ্মবনে = পদ্মযুক্ত জলে = হৃদয়ে। হংস = শ্বাসপ্রশ্বাস-রূপ প্রাণ। হংসী = জীব শক্তি। ঘটে = দেহে। তারা আত্মারূপে দেহে; চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্র; এবং ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন।]

৮। মায়ের স্বরূপ=কালী, কুণ্ডলিনী, প্রাণ, আনন্দ ও ব্রহ্ম।

[ঝিঁঝিট একতালা]

দিবা নিশি ভাব রে মন, অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্ বসনা ॥১

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা ॥২

আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা ॥৩

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পুরাতে অধিক বাসনা।
সাকার সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা ॥৪

৯। "মায়ের কাছে যাবি যদি" ইত্যাদি গানটী প্রথমকাণ্ডে ২য় পৃষ্ঠায় দেখ।

১০। মা সর্ব্বরূপ ধারণে সক্ষম। অতএব অন্য দেবরূপ দ্বেষ করিবেনা।

[প্রসাদী সুর]

মন করো না দ্বেষা দ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥১

আমি বেদাগম পুরাণেতে করলেন কত খোজ তল্লাসি।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবই আমার এলোকেশী ॥২

(ওমা) শিবরূপে শিঙ্গা ধর, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
(ওমা) রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥৩

দিগম্বরী দিগম্বর-পীতাম্বর-চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী মেয়ে অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী ॥৪

যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে শিশুসঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরমরূপসী ॥৫

প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥৬

১১। মায়ের দর্শনে ভোগস্পৃহা ও কামনা নাশ হয়।

[সিন্ধু—পোস্ত]

মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে ॥১

চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালোয় মিশে গেল।
দেখ পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥২

কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে।
দেখ সুখ দুঃখ সমান হলো আনন্দ সাগর উথলে ॥৩

—০—

১২। মায়ের দর্শনে মাতৃগর্ভে প্রবেশ নিবৃত্তি।

[গাঢ়া ভৈরবী—আড়া]

দোলে রে আনন্দময়ী করাল বদনী।
(আমার) হৃৎকমল মঞ্চে দোলে দিবস রজনী ॥১

ইড়া পিঙ্গলা বামা সুষুম্না মনোরমা।
তার মাঝে নাচে শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ॥২

আবির কুঙ্কুম পায় কিবা শোভা হয়েছে তায়।
কাম আদি মোহ যায় হেরিলে অমনি ॥৩

যে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল।
দ্বিজ রামপ্রসাদের বোল, দোল মা ভবানী ॥৪

১৩। মায়ের দর্শনে বাহ্য সাধন ত্যাগ হয়।

(কানাড়া — ঢিমা তেতালা।)

যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী,
তার বাহ্য-সাধন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা আর কি মনে লয় ॥

যেন কুমারী কন্যারি খেলা নানা ভাবে নানা হয়।
তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলন হ'লে সে সব খেলা কোথা রয় ॥

কি দিয়ে পূজিব তাঁরে, সেই সর্ব্ব তত্ত্বময়।
দেখ নির্গুণ কমলাকান্ত, তাঁরেও করে গুণাশ্রয় ॥

৪ প্রশাখা (১ম শাখায়)

প্রার্থনা-সূচক মাতৃগীত।

১। দুর্গা বোধন ও আবাহন।

এস শুভদে বরদে বামা।
শত্রুনাশক করে অসি ঝক ঝক,
তারকদেব-অভিরামা ॥

হিমগিরিবর-কন্যে ত্রিভুবন-জন-গণ-মান্যে
ভবভয়-বারিণী এস শান্তি-দায়িনী
সর্ব্ব সুরশক্তি সঙ্গে—

এস দনুজ-তেজোহরা দুর্ব্বল-বল-করা (তারা গো),
কৃপা হাস বিকাশ মা উমা।
এস আকুল-কলিত ত্রিধামা॥

২। শ্যামার আবাহন [নিষ্কামচিত্তে মায়ের আগমন হয়]

[ঝিঁঝিট — যৎ]

শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে
শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা
নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি ॥১

আর কিছু না চাই মা চিতে,
চিতের আগুন জ্বলচে চিতে।
চিতাভস্ম চারি ভিতে
রেখেছি মা আসিস্ যদি ॥২

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে
ফেলিয়ে চরণ তলে।

নেচে আয় মা তালে তালে,
দেখি মা নয়ন মুদি ॥৩

৩। শ্যামার আবাহন, এবং মায়ের নামে ভয় নিবারণ

[সিন্ধু ভৈরবী···আড়াঠেকা]

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা তোর সঙ্গে যাব।
হেরব মা তোর অভয় পদ,
বাজ্‌বে নূপুর শুন্‌তে পাব ॥১

ঘোর আঁধারে ভয় মা কারে,
ডাকব শ্যামা অভয়ারে।
"মা" ব'লে মা যাব চলে,
"মা" ব'লে মা ভয় ঘুচাব ॥২

ভয় দেখালে আর কি ভুলি,
মা আমার অভয়া কালী।
করে করে দিয়ে তালি
"কালী" ব'লে কাল কাটাব ॥৩

৪। মায়ের দর্শন প্রার্থনা।

[হাম্বির—ঢিমা তেতালা]

হর-মনোরমা আর কবে দেখা দিবি মা ॥

ফুরালো মা ভবের খেলা, আয় গো মা এই বেলা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতিঃহীন,
এখনো না এলে পরে, পরে কি চিনিব শ্যামা ॥

খাওয়ায়ে সাজায়ে মাগো করেছ কত যতন,
কেবলমাত্র শুনি "তারা", জানিনা মা রূপ কেমন ;
সন্তানের চোখে ঠুলি তুমিই ত দিয়েছ কালী,
ভেবে তনু হলো কালী আসিয়ে দেখনা শ্যামা ॥

৫। মায়ের কোল প্রার্থনা।

(১) [ললিত গৌরী – একতালা]

আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
আমি জনমেরি শোধ ডাকি মা তোমারে
কোলে তু'লে নিতে আয় মা ॥১

পৃথিবীর কেউ (আমায়) ভাল ত বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥২

বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
কত জ্বালায় জ্ব'লে কামনা ছেড়েছি।
অনেক কেন্দেছি, কান্দিতে পারি না,
কোলে তু'লে নিতে আয় মা ॥৩

(২) [সিন্ধু খাম্বাজ]

কোলে তু'লে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বল্‌চি যে মা,
যেতে দে "জয় কালী" ব'লে ॥১

কাঁদতে ভাল পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে "কালী" হলেম কালী।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পদে পরকালে ॥২

৬। চঞ্চল চিত্তমধ্যে ও মাতৃ-অবস্থান প্রার্থনা।

[ভৈরবী – কাওয়ালী]

চঞ্চল চিত মাঝে বিরাজ জননি,
থাক সদা সঙ্গে শকতি-স্বরূপিণী ॥

দেহে কর তব শকতি সঞ্চার,
দুর্ব্বল সবল হবে প্রভাবে তোমার।
পর্ব্বতে প্রান্তরে উত্তাল সাগরে,
ভীষণ সংগ্রামে শুনাও অভয় বাণী

তোমার প্রেমের বারি বাহিত কর প্রাণে,
ফুটাও প্রেমের ফুল কঠিন পাষাণে,
বিনাশ আঁধার প্রকাশি জ্ঞান জ্যোতিঃ,
নিভাও পাপানল, নিবার দুর্গতি ;
তব সিংহাসন-তলে ডাক হে সকলে,
জাগাও ভূমণ্ডলে তব নাম জয়ধ্বনি ॥

—*—

৭। মাকে দেখিবার ও কাছে থাকিবার প্রার্থনা।

[প্রসাদী সুর]

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত ॥১

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছটা কলুর অনুগত ॥২

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি
পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ,
যাতনাতে হলেম হত ॥৩

“মা” শব্দ মমতা-যুত,
কাঁদলে কোলে করে সুত।

দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরি এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত ॥৪

"দুর্গা দুর্গা দুর্গা" ব'লে
তরে গেল পাপী যত।
একবার খু'লে দে মা, চোখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥৫

কুপুত্র অনেকে হয় মা,
কুমাতা নয় কখনো ত।
রাম প্রসাদের এই মিনতি মা,
অন্তে থাক্‌বো পদানত ॥৬

৮। মায়ের দর্শনান্তর তৎসকাশে থাকার প্রার্থনা

[গাঢ়া ভৈরবী—ঠুংরী]

(মাগো) হেরি তব পদ পরম সুন্দর
মম দুঃখ জ্বালা গেল দূরে।
জাগিল মনঃ প্রাণ (তব) চরণ-প্রকাশে
সদা রাখিতে হৃদয় মাঝারে ॥১

সংসারের তাপে তাপিত হৃদয়,
ডাকি মা তোমারে কাতরে।
(আমি) পথ নাহি পাই, বল কোথা যাই,
চারি দিক্ ঘেরা আঁধারে ॥২

(আমি) উঠিবারে চাই, কিন্তু ডুবে যাই
অকূল মোহের পাথারে।
(তাই) মাগি তব ঠাঁই, রাখ চরণে সদাই
তব কৃপা-করে ধ'রে মোরে ॥৩

(মম) কঠিন হৃদয়, কঠিন পরাণ,
(তাহে) সততই জাগে মান অভিমান।
(কভু) ফোটেনা তোমার সুধামাখা নাম
(এ) পাষাণ অসার অন্তরে ॥৪

(মাগো) কলঙ্কে এ মুখ হয়েছে মলিন,
যাই বল কার্ দুয়ারে।
তুমি মাগো মোর মুছায়ে আনন
রাখ সদা তব ধারে ॥৫

৯। ভক্তি ও মুক্তি প্রার্থনা।

[প্রসাদী সুর]

মা আমার খেলান হ'লো
(খেলা হলো গো আনন্দময়ী) ॥১

ভবে এলাম কর্ত্তে খেলা, করিলাম মা ধূলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো ॥২

বাল্যকালে কত খেলা মিছে খেলায় দিন গোয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল ॥৩

প্রসাদ বলে, বৃদ্ধ কালে অশক্তি কি করি বল।
ওমা, শক্তিরূপা, ভক্তি দিয়া মুক্তি জালে টেনে ফেল ॥৪

১০। সুমতি ও অপরাধ ক্ষমাদি প্রার্থনা ;

[পুরবী—একতালা]

নারায়ণি, সুমতি দেহি মে শিবে,
অপরাধ সম্বর হরঘরণি।
ত্রিগুণ ধারিণি শমন বারিণি,
উমে দিগম্বরি শঙ্করি সুরেশ্বরি
ভৈরবি ভবানি বাণি ॥১

ত্রিপুবে বরদায়িনি দিতিসুত-কুল-নাশিনি,
অভয়ে অসিবরণি কর-শির-হার-ধারিণি।
শঙ্কর-মনোমোহিনি শ্যামে ভীমে শিবানি
কমলে বিমলে ত্রিনয়নি ॥২

কালিকে কপালিকে শুভদে গিরিবালিকে,
শুভশঙ্করি শিবে শম্ভুনাথসঙ্গিনি।
কমলাকান্তে পতিতে ত্রাহি দুর্গে ভবার্ণবে
পতিত-তারিণি কলুষ-হারিণি ॥৩

১১। মনের চঞ্চলতা নিবারণ করিতে প্রার্থনা

[খট্ যোগিয়া—তেতালা]

আমার মন উচাটন কেন হয় মা,
স্থির ত রহে না তব শ্রীচরণে।
মাতিল মাতঙ্গ সম গো অঙ্কুশ না মানে ॥১

জনমে জনমে কত করিয়ে কঠিন ব্রত
পেয়েছি পরম পদ মা পরম যতনে।
পাইয়া অমূল্য নিধি হেলায় হারালেম যদি,
কি কাজ ঐহিক সুখে মা, ধিক্ এ জীবনে ॥২

না জানি সাধন বিধি, হয়েছি মা অপরাধী,
সে কারণে মম মন চঞ্চল সঘনে।
কাতর হয়েছি অতি, স্থির কর মম মতি,
কমলাকান্তের প্রতি মা হের গো নয়নে ॥৩

—০—

১২। দুঃখ নিবারণ প্রার্থনা।

[কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী]

তনয়ে তার তারিণি (দুঃখবারিণি) ॥
ত্রিবিধ তাপে তারা নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কাঁদাওনা মা আমার,
অধম সন্তানে দুঃখ দিওনা গো জননি ॥১

রাঙ্গা ফলে ভুলিবনা আর আমি এবার,
খাইয়ে দেখেছি তার নাহি যে কোন সুতার।
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই, পাছে তোমা ভু'লে যাই,
মা হ'য়ে সন্তানে দুঃখ দিওনা দুঃখ-নাশিনি ॥২

আমার আমার ব'লে মত্ত হই অনিবার,
পিতা মাতা দারা সুত সকলি ভাবি আমার।
কিন্তু আমি কোনখানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
দীনরামে আর দুঃখ দিওনা নিস্তারিণি ॥৩

১৩। বিপদে প্রার্থনা।

(১) [পরজ—কাওয়ালী]

তারা, এবার আমায় কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি তারা না জানি সাঁতার ॥১

একে দেহ জীর্ণতরী, পাপে তাহে হ'ল ভারী,
কি করি, কি ধরি ভব-জলধি অপার ॥২

একূল ওকূল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ॥৩

(২) [গাঢ়া ভৈরবী—ঠুংরী]

অপার সংসার নাহি পারাবার,
ভরসা শ্রীপদ সঙ্গেরি সম্পদ্,
বিপদে তারিণি কর গো নিস্তার ॥১

যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ-তরী রাখ এইবার ॥২

বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পূরাও মনস্কাম জপি তারা-নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার ॥৩

কাল গেল কালী, হ'লনা সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব-বন্ধন কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণি কারে দিব ভার ॥৪

—০—

১৪। করুণা ও মুক্তি প্রার্থনা।

পতিত-পাবনী পরামৃত-দায়িনী,
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা সুখদায়িনী ॥১

সুদীনে চরণ-ছায়া বিতর শঙ্কর-জায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা নিস্তারকারিণী ॥২

কৃতপাপ, হীনপুণ্য, বিষয়ভজনাশূন্য,
তারারূপে তারয় মাং নিখিলজননী ॥ ৩

ত্রাণহেতু ভবার্ণব তরণী চরণ তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভব-গেহিনী ॥৪

—*—

১৫। মায়ের চরণ শ্রেষ্ঠধন প্রার্থনা ;

[প্রসাদী সুর]

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
(ওরে) কাঁদছে কে তোর ধনবিহনে ॥১

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে ॥২

গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা, যে ধন দিয়েছেন কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে ॥৩

প্রসাদ বলে, কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজগুণে।
আমি অন্তিম কালে "জয়দুর্গা" বলে' স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥৪

—*—

১৬। ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে মরণ ও মুক্তি প্রার্থনা।

[প্রসাদী সুর]

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে ॥১

নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি (মা), পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥২

পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহালেঠে।
তারা কারো কথা কেউ মানে না, দিন ত আমার গেল কেটে ॥৩
যেমন অন্ধজনে হারাদণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এটে।
আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥৪
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে ॥৫

—*—

৯৭। মুক্তি প্রার্থনা।

(১) [ললিত—তেওট]

শঙ্কর পদতলে মগনা রিপুদলে
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর
তনুরুচি-বিজিত তরুণ-তমাল ॥১

যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস ঊর্দ্ধে শোণিত
বিগতি নয়ন বিশাল ॥২

নিগম সারিগম গণগণ মরবর
যন্ত্র মণ্ডল তাল।
তা তা থেই থেই দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি ধা ধা,
ডম্বরু বাদ্য রসাল ॥৩

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরী,
রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি কুরু কৃপালেশ
বারয় কাল-তরাল ॥৪

(২) [প্রসাদী সুর]

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥১
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কত দিনে ঘুচাবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥২
প্রসাদ বলে, কি ফল হবে, হইগে যদি কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় তু'লে পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥৩

—*—

(৩) [গৌরী—একতালা]

জগত জননী তরাও গো তারা।
জগতে তারালে আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত ছাড়া গো তারা ॥১
দিবা অবসানে রজনী কালে
দিয়েছি সাঁতার "শ্রীদুর্গা" ব'লে।
মম জীর্ণতরী মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥২

দ্বিজ রাম প্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হ'য়ে পাঠালে মাসীর পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হ'য়ে সন্তানে ছাড়া গো তারা ॥৩

—*—

১৮। গঙ্গাজলে মরণ প্রার্থনা।

[বিভাস—একতালা]

তব *জীবনে মম জীবন যেন যায় গো জননি,
নিস্তারিণী নাম মাগো তবে ত জানি ॥

প্রাণ পয়াণ কালে অর্দ্ধ অঙ্গ জলে স্থলে
জিহ্বায় "গঙ্গা গঙ্গা" ব'লে ডাকি জননি।
এই মা মনোবাসনা, নাহি গো অন্য কামনা,
আমি ঐহিকের সুখ চাই না ভবে,
তাই ডাকি ভব-ভাবিনি ॥

—*—

১৯। মরণ কালের বাসনা।

[ভূপালী বাগেশ্রী]

মনের বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বলি ॥
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা, "কালী কালী"

আমার হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন করবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুল্‌বো জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গা জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে ;
কেহ বা লিখিবে ভালে কালী-নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে বল্‌বে "কালী" উচ্চ স্বরে,
কেহ বল্‌বে "হরে হরে" করে করে দিয়ে তালি ॥

—*—

৫ প্রশাখা (১ শাখায়)

সাধকেরও দুঃখভোগ, বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ্ অনিবার্য্য।

১। সকলই মঙ্গলের জন্য।

[খট্‌—জলদ তেতালা।]

যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলি মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥১

জনম করম দুঃখে সুখ করি মানি,
জলদ-বরণী যদি নিরখি অন্তরে (শ্যামা) ॥ ২

বিভূতি ভূষণ, কি রতন মণি কাঞ্চন,
তরুতলে বাস, কি রাজসিংহাসন।
কমলাকান্তের উভয় সম সাধন,
জননি নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে ॥৩

—*—

২। দুঃখ দয়ার চিহ্ন।

। খাম্বাজ—ঠুংরী।

বারে বারে যে দুঃখ মা, দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে কেবলি দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা ॥১

সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে।
তাই বহিতেছি সুখে শিরে, দুঃখেরি পশরা ॥২

জিনি অমূল্য রতন ব্রহ্মময়ী নাম ধন।
"তারা" ব'লে ডাকি যখন, হইগো আপন হারা ॥৩

তুমি গো দীন-তারিণী শরণাগত-পালিনী।
আমি ঘোর পাতকী ব'লে তোমারে হয়েছি হারা ॥৪

আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি।
আমায় শিখায়েছ "তারা" বুলি, তাই ডাকি গো "তারা তারা" ॥৫

—*—

৩। মায়ের আশ্রয় পাইতে দুঃখ বরণ করিতে হয়।

(১) [প্রসাদী সুর]

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥১

হ'য়ে ধর্ম্মতনয় ত্য'জে আলয় বনে গমন হেরে পাশা।
হ'য়ে দেবের দেব সদ্‌বিবেচক, তেইত শিবের দৈন্যদশা ॥২

সে যে দুঃখীদাসে দয়া বাসে (মন), সুখের আশে বড় কষা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করোনা এ কথার গোসা ॥ ৩

ওরে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাসা।
ওরে সুখদুখেতে স্থির থাকিলে, পূরবে রে তোর মোক্ষ আশা ॥৪

মন ভেবেছ কপট ভক্তি ক'রে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাষা ॥৫

প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥৬

—*—

(২) [প্রসাদী সুর]

পূরলো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে,
ঘুচ্‌লো নাকো দুঃখ দশা ॥১

দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেন, সুখের আর কি ভরসা।
আমি বল্‌বো কি করুণাময়ি, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা ॥২

রামপ্রসাদ বলে, মা ভেবে ভেবে পাই নাকো কোন দিশা।
ঐ অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘট্‌লো আমার উল্‌টা দশা ॥৩

—*—

(৩) [প্রসাদী সুর]

মায়ের এম্‌নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি "দুর্গা" বলে,
তার কপালে বিপদ্ ঘটে ॥১

হুজুরেতে হাজির দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে ॥২

সওয়াল জবাব করবো কি মা, বুদ্ধি নাহি আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য বেদাগমে বটে ॥৩
প্রসাদ বলে, শমন ভয়ে মা, ইচ্ছা হয় পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে "দুর্গা" ব'লে প্রাণ ত্যাজি জাহ্নবীর তটে ॥৪

—*—

(৪) [[illegible]—একতালা]

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয় ॥১

যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণহারে স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
(ওমা) তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনি তো দেখায় ॥২
যে জন গৃহস্থলে "দুর্গা" বলে পেয়ে নাশে ভয়।
ওমা, তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥৩
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে তরুতলে রয়।
ওমা, সেই তনয়ের ভিটায় টেকা এ বড় সংশয় ॥৪
প্রসাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা আর রামপ্রসাদের আশায় ॥৫

—*—

(৫) [প্রসাদী সুর]

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মান্‌বি কিনা মান্‌বি সেটা ॥১

শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোঠা।
মাগো, আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লো না আর সিদ্ধি ঘোটা ॥২

যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটেনা গায় ছালি আর মাথায় জটা ॥৩

ভূতলে আনিয়ে মাগো করলে আমায় লোহা পেটা।
আমি তবু "কালী" বলে ডাকি, সাবাস্ আমার বুকের পাটা ॥৪

চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এবে মায়ে পোয়ে এমন ব্যভার, ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা ॥৫

(৬) [প্রসাদীসুর]

মরি গো এই মনের দুখে।
ওমা, মা বিনে দুঃখ বল্‌বো কাকে ॥১

একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে **মরে পেটের ভুকে** ॥২

সে কি তোমার সাধের ছেলে, মা, রাখ্‌লে যারে পরম সুখে।
ওমা, আমি কত অপরাধী, **নুণ মেলে না** আমার শাকে ॥৩

ডেকে ডেকে কোলে ল'য়ে আছাড় মার্‌লে আমার বুকে।
ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ, ঘুষিবে জগতের লোকে ॥৪

—*—

৪। দুঃখে ও বিপদে মায়ের শরণ নিতে হয়।

(১) [প্রসাদীসুর]

ভূতের বেগার খাটবো কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত ॥১

আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাহি মা কদাচিত।
(মোরে) পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায় এ দেহের পঞ্চভূত ॥২

ওমা, ষড়্‌রিপু সাহায্য তায়, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত ॥৩

চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে, ঘুচ্‌লো না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক্ প্রসাদ, মনের বিষাদ, হও কালীর শরণাগত ॥৪

(২) [যোগিয়া—জলদ তেতালা]

তথাচ জননি তব তারা নামে তরিব।
যখন যেমন রাখ সেই মত রহিব ॥১

অঘটন ঘটন যদি ঘটে, তো কি করিব (মা)।
পাপপুণ্য করি ঐ নামে সংবরিব ॥২

কমলে বঞ্চনা কর, এই বারে তা বুঝিব।
কেমনে ত্যজিবে তুমি, আমি যে না ত্যজিব ॥৩

—০—

৫। দুঃখ পেলেও মুক্তিলাভে দৃঢ় আশ্বাস।

(১) [সোহিনী বাহার—আড়খেমটা]

হর গো তারা মনের দুঃখ,
আর ত দুঃখ সহে না ॥১

যে দুঃখ গর্ভ যাপনে (মাগো) জন্মিলে থাকেনা মনে।
মায়া মোহে প'ড়ে ভ্রমে জন্মি ব'লে "ওনা, ওনা" ॥২

জন্ম মৃত্যু যে যাতনা, (মাগো) যে জন্মে নাই, সে জানে না।
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না, মরিলে না ॥৩

রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥৪

—*—

(২) [প্রসাদী সুর]

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা, আর কত চাই ॥১

আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥২

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি গো মা, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥৩

প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥৪

—*—

৬। অবিদ্যায় দুঃখ জন্মে।

[ভৈরবী—একতালা]

গেল না গেল না দুখের কপাল।
গেল না গেল না ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হ'লো কাল ॥১

আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাতে দেয় নানা দুখ।
মাসীর মায়া জালা ক'রে নানা খেলা
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ায় জঞ্জাল ॥২

দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জ'ন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস।
পেয়ে দুঃখের জ্বালা শরীর হলো কালা,
তোলা দুধে ছেলা বাঁচে কত কাল ॥৩

৭। সাংসারিক ব্যাপারে দুঃখ।

[মুলতান—একতালা]

তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত তশীল করে কত,
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল ॥১

দিয়ে মায়া বেড়ী পদে ফেলেছ কত বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হলো না সাধনা ওমা শবাসনা,
সংসার-বাসনা প্রবল ॥২

প্রাতঃকালে উঠি কত যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হ'য়ে অর্থ অভিলাষী আনন্দেতে সদা ভাসি,
সর্ব্বনাশী, জানিস্ কত ছল ॥৩

আমায় আনি ভূমণ্ডলে কতই না দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা এই সদাই,
ফণী ধ'রে খাই হলাহল ॥৪



৬ প্রশাখা (শাখায়)

মায়ের আশ্রয়ে নির্ভরতা ও আশ্বাস।

১। মায়ের আশ্রয় পাইলে কাহাকেও ভয় হয় না।

[জয় জয়ন্তী—যৎ]

এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি ॥১

নাইকো জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটবন্দী।
আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥২

নাইকো কিছু অন্য লেঠা দিতে হয় না মাথট্ বাটা।
"জয়দুর্গা" নামে জমা আটা, এটা করি মালগুজারী ॥৩

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ।
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥৪

—•—

২। গুরূপদিষ্ট কার্য্য করিলে এবং মায়ের আশ্রয় পাইলে শমনাদির ভয় করা বৃথা।

[প্রসাদী সুর]

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥১

ভবে এসে ভাবছ ব'সে কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥২

ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয় হ'য়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ॥৩

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥৪

মিছে কেন ভাব দুঃখে, "দুর্গা" বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেম্নি মত ॥৫

দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত।
ও মন, গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি করিরে রবিসুত ।।৬

৩। গুরুদত্ত রত্ন থাকিতে অর্থ চিন্তা বৃথা।

[প্রসাদী সুর]

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে ।।১

অনিত্য ধনের আশে ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্ নারে ব'সে ব'সে ।।২

মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে ।।৩

গুরুদত্ত রত্ন তোড়া বাঁধরে যতনে ক'ষে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে ।।৪

৪। [প্রসাদী সুর]

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
কালী নামামৃত-সুধা
পান কর মন ঘরে বোসে ।।১

ভবার্ণবে মায়াতরী কত ডুব্ছে উঠ্ছে যাচ্ছে ভেসে
ওরে আনন্দ ধামেতে রোয়ে রঙ্গ দেখ হেসে হেসে ।।২

অনিত্য ধন উপার্জ্জনে   ভ্রমণ কর রে দেশে দেশে।
তোর করে যে অমূল্য নিধি, চিন্‌লি নারে সর্ব্বনেশে ॥৪

কমলাকান্তের মন,   সুধা ভ্রম হয়েছে বিষে।
ও তুই অভয়চরণ করনা স্মরণ, ত্রাণ পাবি, আর ঘুচ্‌বে দিশে ॥৪

৫। [আলিয়া—একতালা]

আমি কবে পাব মা তোর ঐ পদ।
যে পদ ভাবিলে দূরে পলায় সকল বিপদ।

যে পদ পিয়াসে শঙ্কর সন্ন্যাসী,
সর্ব্বস্ব তেয়াগি হ'য়ে শ্মশানবাসী,
থাকি উপবাসী, ডাকি দিবানিশি,
হৃদে পাইল ও পদ ॥২

যে পদ মস্তকে করিয়ে ধারণ,
গোলকেশ্বর হরি স্বয়ং নারায়ণ,
বৃন্দাবনে রাইয়ের করতে মান ভঞ্জন,
(তিনি) দিয়েছিলেন দাসখত ॥৩

যে পদ লাগিয়ে সাধু মহাজন,
বিজন কাননে করে অনশন,
সদা সর্ব্বক্ষণ ভেবে ঐ চরণ,
(তারা) অন্তে পায় মোক্ষপদ ॥৪

শুন বলি মন, ভয় কিরে তোমার,
মনে প্রাণে মাকে ডাক অনিবার,
করিবেন মা তোমায় ভবসিন্ধু পার
(অন্তে) দিয়ে সেই অভয় পদ ॥৫

৬। [মুলতান---একতালা]

মন মজরে অভয় পদে নদি পার পাবি ঘোর ভয়া-পদে।
শমন দমন ঐ শ্রীচরণ, ভাব রে মন নিরাপদে ॥১

যে পদ বিভব ভাবে ভাবে ভব, ভাবিলে ভাবেতে ভাব অসম্ভব।
অভাবের অভাব সব হয় সুলভ, সম্পদ পদে পদে ॥২

বল বল বলি বল রে রসনা, "শ্যামা বিবসনা শিবে শবাসনা"।
সবাসনা করি তব উপাসনা, অঘোরে বরদে বর দে ॥৩

৭ প্রশাখা (১ শাখায়)

বিবিধ মাতৃ-সঙ্গীত ও মাতৃ-স্তব।

১। মায়ের দর্শন গোপন রাখিতে হয়।

(১) [কানাড়া—ঠুংরী]

আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুমি দেখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে ॥১

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি এস, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন "মা" ব'লে ডাকে ॥২

অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো।
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে ॥৩

কমলাকান্তের মন, ভাই, আমার এক নিবেদন।
দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অন্যের কাছে রাখে ॥৪

—০—

(২) প্রথমকাণ্ডে ৩৯ পৃষ্ঠায় "সাধনের ধন অমূল্য রতন" ইত্যাদি গান দেখ।

২। মোহ ও জড়তারূপ ঘুম ত্যাগ করিবে।

[প্রসাদী সুর]

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গেনা।
ভবে ভাল পেয়েছ কাল বিছানা ॥১

এই যে তোমার সুখের নিশি জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥২

আশার চাদর দিয়েছ গায় মুখ ঢেকে, তাই মুখ খোল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না ॥৩

খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হ'য়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না ॥৪

অতিমূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে, ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না ॥৫

—০—

৩। **সাধন ভজনে লোকের কথা** অগ্রাহ্য করিবে।

(১) ১১৩ পৃষ্ঠায় "জয় কালী জয় কালী বল" ইত্যাদি গান দেখ।

(২) [প্রসাদী সুর]

মন ভুলনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে ॥১

সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥২

অহর্নিশি থাক বসি হরমহিষীর চরণ তলে।
নইলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা, বিষম-বিষয় মদ খাইলে ॥৩

যন্ত্রভরা মন্ত্রযোড়া, অণ্ড ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুলতারণ কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে ॥৪

ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
তমে মোহ, সত্ত্বে ধর্ম্ম, কর্ম্ম হয় রজঃ মিশালে ॥৫

মাতাল হ'লে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
প্রসাদ বলে, নিদানকালে **পতিত হবে কুল ছাড়িলে** ॥৬

---

(৩) [পিলুবাহার—খং]

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই "জয় কালী" বলে।
আমার মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ মাতালে মাতাল বলে ॥১

গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে মা, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে।
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে ॥২

মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা শোধন করি ব'লে "তারা" মা।
রামপ্রসাদ বলে, এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে ॥৩

(৪) [সিন্ধু কাফি—একতালা]

আপন মন মগ্ন হ'লে মা পরের কথায় কি হয় তারে।
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে প'ড়ে মরে ॥১
যখন দিনে উজাই করে, শিকারী সব রয়না ঘরে।
জাঠা বর্শা ল'য়ে করে নাও না পেলে চলে তড়ে ॥২
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিড়াইতে পারে অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥৩

(৫) প্রথমকাণ্ডে ৩৬ পৃষ্ঠায় "পরের কথায় ছেড় না মন" ইত্যাদি গান দেখ।

৪। মাতৃ চালক ও কর্ত্তা।

(১) [পূরবী]

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ মা, আপনি দেও মা করতালি ॥১
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥২
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র মোরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ, তেমনি থাকি, যেমন বলাও, তেমনি বলি ॥৩

অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
এবার সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটীই খেলি ॥৪

(২) [প্রসাদী সুর]

মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও, তেম্নি নাচে ॥১

তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ কলা গাছে ॥২

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা, তুমিই দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥৩

প্রসাদ বলে, কর্ম্ম সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়াসূত্রে বেধে জীবে ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে ॥৪

৫। আন্তর সাধন লাভের পর তীর্থ ভ্রমণ বৃথা।

(১) [সিন্ধু কাফি—ঢিমা তেতালা]

আপনারে আপনি দেখ,
বেওনা মন কারো ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে,
খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥১

পরম ধন পরশ মণি,
যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি প'ড়ে আছে
চিন্তামণির নাচ দুয়ারে ॥২
তীর্থগমন দুঃখ ভ্রমণ,
মন, উচাটন হইও না রে।
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে
শীতল হওনা মূলাধারে ॥৩
কি দেখ কমলাকান্ত,
মিছে বাজী এ সংসারে।
ওরে বাজীকরে চিন্‌লেনা, সে
তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥৪

—০—

(২) [প্রসাদী সুর]

কাজ কি রে মন, যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য-রাশি ॥১

সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ আছে মায়ের চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ॥২
হৃৎকমলে ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি পাবে কাশী দিবানিশি ॥৩

(৩) ১১৫ পৃষ্ঠায় (২) সংখ্যায় "গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি" ইত্যাদি গান দেখ

—০—

৬। সংসার পার হইতে গুরুব্রহ্ম শরণ নিতে হয়।

[প্রসাদী সুর]

সামাল সামাল ডুব্‌লো তরী।
আমার মন রে ভোলা গেল বেলা,
ভজলে না হর-সুন্দরী ॥১

প্রবঞ্চনার বিকি কিনি ক'রে ভরা করলে ভারী।
সারাদিন কাটালে ঘাটে ব'সে, সন্ধ্যা বেলা ধর্‌লে পারি ॥২

একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হ'লো ভারী।
যদি পার হবি মন, ভবার্ণবে শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী ॥৩

তরঙ্গ দেখিয়া ভারী পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হ'ন ভব-কাণ্ডারী ॥৪

—০—

৭। ভক্তিতেই মাকে পাওয়া যায়।

[প্রসাদী সুর]

মন, কর কি তত্ত্ব তাঁরে,
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের‡ বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥১

অগ্রে শশী* বশীভূত
কর তোমার শক্তিসারে।

‡ ভাব = ভক্তি। * শশী = মন।

ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠারী,
ভোর হ'লে সে লুকাবে রে ॥২

ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥৩

সে ভাব লেগে পরম যোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে, যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধ'রে ॥৪

প্রসাদ বলে, মাতৃ-ভাবে
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গ্‌বো হাড়ী,
বোঝ রে মন, ঠারে ঠোরে ॥৫

—০—

(২) মা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া কখন কখন ভক্তের কার্য্য সাধন করিয়া যায়েন।

[প্রসাদী – সুর]

মন, কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন, ভাব শক্তি, হবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া ॥১

নয়ন থাকৃতে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥২

মায়ে যত ভালবাসে দেখা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া ॥৩

ভাই বন্ধু দারা সুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥৪

অঙ্গেতে যত আভরণ সকলি করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, তা চার কোণা মাঝ খানে কাড়া ॥৫

যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বেড় হ'য়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥৬

—০—

৮। বাহ্য উপচার অপেক্ষা ভক্তিতে ও মন্ত্রে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হয়।

[প্রসাদী—সুর]

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখ্‌লে না ॥১

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও মন, কি তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে রে মন, তাঁর কর্ত্তে চাও রে উপাসনা ॥২

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে, কোন লাজে সাজাতে চাস্‌ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে,কোন লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তাঁয় আলা চাল আর বুট ভিজানা

ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে, তাঁর কাছে কি পর ভাবনা।
ওরে, কেমনে বলি দিতে চাস্ তাঁয় মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ॥৫

প্রসাদ বলে, ভক্তি মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো কর্‌বে পূজা, মা ত আমার ঘুষ খাবে না ॥৬

৯। মায়ের বিভূতি ও আন্তর পূজা।

মা তোর মায়া বিভূতি কে জানে মা তোমা বিনে।
জান্‌লে জান্‌তে পারে সে জন, যে হয় গুণমাত্র-অধীনে ॥১

ক্রিয়া-শক্তিরূপে মাগো সৃজ জগৎ ব্রহ্মাণী ছলে,
ইচ্ছা-শক্তিরূপে পাল, লোকে তায় বৈষ্ণবী বলে;
মিছে প্রভেদ ভাবে তোরে ভাবে জ্ঞানহীনে।
জ্ঞানযোগে যোগী যারা, মিথ্যা জগৎ জেনে তারা
চিরতরে মুদেছে তারা তারা তোর ধ্যানে ॥২

জ্ঞান-শক্তিরূপা তুমি রুদ্রাণীর ছলে শিবে,
মিথ্যা জগৎ ভেঙ্গে দেখাও সত্তাশূন্য করি জীবে;
তাই সংহারিণী বিনে দুঃখহারিণী বলিনে।
(মা তুমি) মরুভূমে পেতেছ কল, মরীচিকায় রেখেছ জল,
কে জানে মা তোমারি কল ভুলাতে হরিণে ॥৩

চকোর উড়াও শূন্যপথে দেখায়ে পূর্ণিমার বিধু,
ভূতলে ভুলাও ভ্রমরদলে বনফুলে যোগায়ে মধু;

মহামায়ায় মোহিত ক'রে রেখেছ জগজ্জনে।
কি মায়ার মায়াতে বল বেগে বর্ষে মেঘে জল,
তপনে তাপ, চাঁদে সুধা, কারণ বুঝিনে ॥৪

কি মায়ায় আকাশে মাগো চারু ইন্দ্রধনু দেখাও,
ভূতলে এনে সে ধনু ময়ূরপুচ্ছে চাঁদ ফলাও,
কি মায়ায় তপন-তাপে হাসাও নলিনে।
কি মায়ায় বা গর্ভে রই, কি মায়ায় ভূমিষ্ঠ হই,
পরিণাম তার মৃত্যু বই আর ত দেখিনে ॥৫

সূতিকা মন্দিরে তুমি আনন্দের প্রদীপ জ্বালো,
দেখাও মা পাষাণের কন্যে শ্মশানে বহ্নির ভীষণ আলো ;
তোমার মায়া মহামায়া (আমরা) বুঝেও বুঝিনে।
মনসি করিব পূজা, বৈস হৃদ্‌কমলাসনে,
সহস্রারচ্যুতামৃত পাদ্যং নিবেদয়ামি চরণে ॥৬

মন স্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়ামি, তেনামৃত আচমনী,
স্নানীয়ং তেন তৎস্থতং, আকাশ-বসন আবরণে ;
গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধচন্দন, চিত্ত পুষ্পং প্রকল্পয়েৎ।
ধূপ প্রাণান্ কল্পয়ামি, দীপ তেজশ্চ প্রদানে,
নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধি, অনাহত ঘণ্টাবাদনে ॥৭

বায়ুতত্ত্বং চ ব্যজনং, সহস্রদল ছত্র ধারণে,
শব্দতত্ত্বং চ গীতকং, নৃত্য-মিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি,
চাঞ্চল্যং মনস স্তথা, কামাদি বলি প্রদানে।

চাই না মা ধনৈশ্বর্য্য, তাই দিতে নাই মোর স্থূল ভোজ্য,
এ অধমের সূক্ষ্ম পূজা গ্রহণ কর্ তোর্ নিজগুণে ॥৮

—০—

৯ (ক) প্রথম কাণ্ডে ২০ পৃষ্ঠায় "ডাকিহে তোমায় ওহে দয়াময় ইত্যাদি গানে আন্তর পূজা দেখ।

১০। মা বিনে কেহ আপন নয়।

(১) পরম সাধন পাইয়া অবহেলা করা অনুচিত।

[ইমন্—জলদ তেতালা]

কেন মিছে ভ্রমে ভু'লে রৈলি রে মন।
আপনার আপনার কর, তুমি কার কে তোমার,
নলিনী-দল-গত নীর-সম জীবন
না জানি কি হবে কখন ॥১

সৃজন পালন লয় সাধিলে সকলি হয়,
সে ফল ত্যজিয়ে কেন বিফলে ভ্রমণ।
পুরাকৃত পুণ্য জন্য ফল মানব জন্ম,
এ তনু মজালে অকারণ ॥২

যাহার লাগিয়ে কত করেছি কঠিন ব্রত,
পেয়ে সে পরম নিধি না কর যতন।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত
বুঝি হেলায় হারালি শ্যামাধন ॥৩

—০—

(২) মায়া ত্যাগ কঠিন।

[ললিত যোগিয়া—একতালা]

সামান্য নহে মায়া তোমার, পার হব কিসে।
আমি করি সুধা ভ্রম মিছা পরিশ্রম
বিষম বিষয়-বিষে (গো) ॥১
আগে যে ছিল না, শেষে সে রবে না।
মা অসময়ে কেহ কথাও কবে না।
দুদিনের দেখা, তারে ভাবি সখা
কেবল কর্ম্মদোষে (গো) ॥২
ঐহিকের সুখ দুঃখ কিছু নয়,
আমি জানি গো জননি জগৎ মিছামায়।
কমলাকান্ত তথাপি ভ্রান্ত
কেবল তোমার বশে (গো) ॥৩

—০—

(৩) নিম্নোক্ত আদ্য পঙ্‌ক্তির গান তিনটী দেখ—
"ভুল না বিষয় ভ্রমে মনরে আমার ;"
"কালী কালী বল রসনা ;"
"ভেবে দেখ মন কেউ কার না।"

(৪) নিম্নোক্ত আদ্য পঙ্‌ক্তির গান তিনটী দেখ—
"দাদা কে কার আপন, কেবা কার পর ;"
"যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি,"
"আপন আপন কর কারে"।

—*—

১১। সকলেই কর্ম্মফলের অধীন।

[প্রসাদী সুর]

বল মা, আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাহি শঙ্করি হেথা ॥১

"নম স্তৎকর্ম্মভ্যঃ" ব'লে চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধুসঙ্গে নানা রঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা ॥২

তুমি গো পাষাণের সুতা আমার যেম্নি পিতা, তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদিস্থলে গুরুতন্ত্র রাখ গাথা ॥৩

১২। পরমার্থ ছেড়ে অর্থ চিন্তা বৃথা। কর্ম্মানুযায়ী অর্থ হয়।

[প্রসাদী সুর]

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি,
কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥১

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা আমার হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥২

কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল জোড়া ॥৩

কাল করেছে হৃদয়ে বাস, বাড়্ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে, সেই কালেরে কর বিনাশ, ন্যাস ধর রে মন্ত্রযোড়া ॥৪

প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচ সোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের মাঝে পেচাপেচি তোমায় কর্‌বে তোলা পাড়া ॥৫

১৩। অদৃষ্ট অলঙ্ঘনীয়।

[সিন্ধু ভৈরবী—আড়ঠেকা]

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দে মা, আলোয় আলোয় চ'লে যাই ॥১

মা তোর করুণা যত বুঝিলাম বিধিমত।
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া গতি নাই ॥২

জঠরে দিয়েছ স্থান করো না মা অপমান।
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥৩

১৪। মোক্ষাদি লাভের উপায়।

[প্রসাদী সুর]

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়ে
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥১

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে, বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥২

অশুচি শুচিকে ল'য়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥৩

অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, সেটাকে তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি ॥৪

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজ, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥৫

প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রৈতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥৬

প্রসাদ বলে, এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত ফল পাবি ॥৭

—০—

১৫। সময় থাকতে মনুষ্য জন্ম সার্থক কর।

[প্রসাদী সুর]

মনরে কৃষি কাজ জাননা।
এমন মানব-জমি রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা ॥১

কালী নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্তবেড়া, তার কাছেতে যম ঘেসে না ॥২

অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে তা জাননা।
এখন আপন ভেবে যতন ক'রে ছুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥৩

গুরুদত্ত বীজ রোপণ ক'রে ভক্তি-বারি তায় সেচ না।
(ওরে, অপরিসীম ফসল পাবি কখনও তা ফুরাবে না ॥৪)
ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥৪

———

৬৬। সর্ব্বভাবে মাকে ভজন।

[পিলু বাহার—যৎ]

মন, বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় সেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর দিবানিশি জপ করে ॥১

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে, নগর ফের, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥২

যত শোন কর্ণপুটে সকলি মার মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥৩

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।
ওরে, আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥৪

৬৭। মায়ের মাহাত্ম্য।

[খাম্বাজ—একতালা]

মহাকাল-জয়া, কাল-ভয়হরা,
ত্বং হি পরাৎপর শ্যামা।
কেমনে কহি মা তোমার মহিমা,
হিমগিরি-সুতা বামা ॥১

তড়িত-বরণী, তিমির-হারিণী,
তপনতনয়ে তাপিতে তারিণী
তৃষিত জনের তৃপ্তি-কারিণী,
ত্রিলোচন-মনোরমা ॥২

হের হের না মা, হর-মনোরমা,
পরমা রূপসী বামা।
কালিকে কালিকে শশী কপালিকে,
ভুবন-পালিকে, জীবন-পালিকে,
পুলকে পলকে ত্রিলোক-নাশিকে,
শ্মশান-বাসিনী উমা ॥৩

—০—

১৮। মহামায়ার প্রভুত্ব।

[পরজ কানাড়া]

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জান্‌তে পারে ॥১
গুটিপোকায় গুটি করে, কাট্‌লে সে ত কাট্‌তে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি, আপনার লালে আপনি মরে ॥২
বিল করে ঘূর্ণিপাকে, মীন তাতে প্রবেশ করে।
যাওয়া আসার দুয়ার খোলা, তবু মীন পলাতে নারে ॥৩

—*—

১৯। কালী স্মরণে মরণ সার্থক।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান]।

মরণ ত এড়াবার নয়।
সার্থক মরণ, "কালী" যদি স্মরণে মরণ হয় ॥১
জন্মিলে মরণ আছে, চিরকাল নাহি বাঁচে।
সেই ভয় হয় পাছে, ভুলি কালী সে সময় ॥২

—০—

২০। সরস্বতী গীত।

(১) [সোহিনী বাহার—কাওয়ালী]

বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনী ব্রহ্মরূপিণী।
ব্রহ্মসুতা বেদমাতা বেদ বিধি-বিধায়িনী ॥১

বিমলবদনী বরদে বাণী,
কি কব মহিমা, কোথা মা বাণী।
বর্ণনা করিতে বর্ণ না জানি,
যা বলাও বলি, যা শুনাও শুনি ॥২

শ্বেত-বসনা, শ্বেত-মূরতি,
শ্বেতাব্জ-বসতি, সতী সরস্বতী।
রূপ গুণ বিদ্যা তিন স্রোতস্বতী
তোমাতে মিলিতা যে ত্রিবেণী।৩

বরণ জিনিয়া শারদ ইন্দু,
অধর মধুর সুধার সিন্ধু।
সে সুধাবিন্দু পাইতে ইন্দু
ছলে ধরে পা দুখানি ॥৪

তুমি সিতা, তুমি অসিতা,
গায়ত্রী তুমি, তুমি সে গীতা।
বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি ঋদ্ধি
গীতবাদ্য-রঙ্গিণী ॥৫

আগম নিগম তুমি মা তন্ত্র,
তন্ত্রসার তুমি মা মন্ত্র।
জয়ন্তী জীবের অস্ত্র,
জীবন-যন্ত্রে যন্ত্রিণী ॥৬

(২) প্রথমকাণ্ডে ৭ পৃষ্ঠায় "এস শুভদে বরদে বাণি" ইত্যাদি গান দেখ।

২১। সরস্বতী স্তোত্রম্।

(১) [প্রত্যেক সাত অক্ষরের পরে যতি (=পাঠ বিচ্ছেদ)]।

হ্রীং হ্রীং হৃদ্যৈকবীজে শশিরুচি-কমলা-কল্পবিস্পষ্ট-শোভে
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রি পদ্মে।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনো-মোদ-সম্পাদয়িত্রি
প্রোৎফুল্লা-জ্ঞানকূটে হরিনিজদয়িতে দেবি সংসার-সারে ॥১

ঐং ঐং ঐং ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখা-ম্ভোজভূতি-স্বরূপে
রূপারূপপ্রকাশে সকল-গুণময়ি নির্গুণে নির্ব্বিকারে।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত-বিষয়েনাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে ॥২

হ্রীং হ্রীং হ্রীং জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে *বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্।
বিদ্যে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে
মার্গাতীত-প্রভাবে, ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥৩

বল্লকী = বীণা। ব্যগ্র = আসক্ত

ধী ধী ধী ধারণাখ্যে ধৃতিমতি নুতিভি র্নামভিঃ কীর্ত্তিনীয়ে
নিত্যেহনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণ-নমিতে নূতনে বৈ পুরাণে।
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহরনমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে
মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বে মতিমতি মতিদে মাধবপ্রীতিদানে।৪

হ্রীং ক্ষ্মীং ধীং হ্রীং স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তক-ব্যগ্রহস্তে
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে জৃম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতি-ধ্বান্ত-বিধ্বংস-মীড্যে
গী গৌর্ব্বাগ্ ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধিবিদ্যা ॥৫

স্তৌমি ত্বাং ত্বাং চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিৎ ত্যজেথা
র্মা মে বুদ্ধি র্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে যাতু পাপম্।
মা মে দুঃখং কদাচিদ্ বিপদি চ সময়েঽ-প্যস্তু মে নাকুলত্বং
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধী র্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥৬

[ফলম্]

ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিন-মুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো
বাণী বাচস্পতের-প্যবিদিতবিভবো বাক্‌পটু র্মৃষ্টপঙ্কঃ।
স স্যাদিষ্টার্থলাভী সুত-মিব সততং পালতে সা চ দেবী
সৌভাগ্যং তস্য গেহে প্রসরতি কবিতা বিঘ্ন-মস্তং প্রয়াতি ॥৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্যাদিষ্টার্থলাভবান্ ॥৮

পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেক-বিংশতিম্।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥৯

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্।
বাঞ্ছিতং ফল-মাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্।
প্রযত্নেন পঠেন্ নিত্যং সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥১১
—ইতি ব্রহ্মপ্রোক্ত-সরস্বতীস্তবঃ সমাপ্তঃ।

—*—

(২) প্রথমকাণ্ডে ৭ পৃষ্ঠায় "যা দেবী রুদ্ররূপ্যাতি" ইত্যাদি স্তব দেখ।

২২ । কালীস্তবঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ—

শঙ্করো মাং স্তুতিং কৃত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোঽভবৎ।
ত্বাং মে কথয় দেবেশ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥

শ্রীশিব উবাচ—

হূং হূংকারে শবারূঢ়ে নীলনীরজ-লোচনে।
ত্রৈলোক্যৈক-মুখে দিব্যে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥১
প্রত্যালীঢ়পদে ঘোরে মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতে।
খর্ব্বে লম্বোদরে ভীমে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥২
নবযৌবনসম্পন্নে গজকুম্ভোপমস্তনি।
বাগীশ্বরি শিবে শান্তে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৩
ললজ্জিহ্বে করালোকে নেত্রত্রিতয়-ভূষিতে।
ঘোরহাস্যোৎকরে দেবি কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৪
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরে খড়্গ-কর্ত্রীধরে করে।
কপালেন্দীবরে বামে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৫

নীলোৎপলজটাভারে সিন্দূরেন্দুমুখোদয়ে।
স্ফুরদ্বক্ত্রোষ্ঠদশনে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৬

প্রলয়ানলধূম্রাভে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-লোচনে।
শৈলাবাসে শুভে মাতঃ কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৭

ব্রহ্মশম্ভুজলৌঘে চ শবমধ্য-প্রসংস্থিতে।
প্রেতকোটি-সমাযুক্তে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৮

কৃপাময়ি হরে মাতঃ সর্ব্বাশা-পরিপূরিতে।
বরদে ভোগদে মোক্ষে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥৯

ইত্যেতৎ কালিকাস্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্ মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০

—ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে শিবপার্ব্বতী-সংবাদে
কালিকা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

২৩। তারা-স্তোত্রম্।

ঘোররূপে মহারাবে সর্ব্বশত্রুবশংকরি।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥১

সুরাসুরার্চ্চিতে দেবি সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিতে।
জাড্যপাপহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥২

জটাজূটসমাযুক্তে লোলজিহ্বানুকারিণি।
দ্রুতবুদ্ধিকরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥৩

সৌম্যরূপে ঘোররূপে চণ্ডরূপে নমোঽস্তু তে।
দৃষ্টিরূপে নম স্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥৪

জড়ানাং জড়তাং হংসি ভক্তানাং ভক্তবৎসলে।
মূঢ়তাং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম ॥৫

হুঁ হুঁ কারময়ে দেবি বলিহোমপ্রিয়ে নমঃ।
উগ্রতারে নম স্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম ॥৬

ইন্দ্রাদি-দিবিষদ্বৃন্দ-বন্দিতে করুণাময়ি।
তারে তারাধিনাথাস্যে ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥৭

বুদ্ধিং দেহি যশো দেহি কবিত্বং দেহি দেহি মে।
কুবুদ্ধিং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥৮

[ফলম্]

অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং চৈকচেতসঃ।
যথ্যাসৈঃ সিদ্ধি-মাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৯

মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্ ॥১০

ইদং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু সততং ভক্তিতৎপরঃ।
তস্য শত্রু-ক্ষয়ং যাতি মহাপ্রজ্ঞা চ জায়তে ॥১১

পীড়ায়াং বাপি সংগ্রামে জাতিবাদে তথা ভয়ে।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তস্য ন সংশয়ঃ ॥১২

স্তোত্রেণানেন দেবেশি স্তুত্বা দেবীং সুরেশ্বরীম্।
সর্ব্বকাম-মবাপ্নোতি সর্ব্ববিদ্যানিধি র্ভবেৎ ॥১৩

ইতি তে কথিতং দিব্যং স্তোত্রং সারস্বতপ্রদম্।
অস্মাৎ পরতরং স্তোত্রং নাস্তি তন্ত্রে মহেশ্বরি ॥ ১৪
—ইতি শ্রীবৃহন্নীলতন্ত্রে তারাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

২৪। আপদুদ্ধার-দুর্গাস্তবঃ।

নম স্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নম স্তে জগদ্-ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নম স্তে জগদ্‌বন্দ্য-পাদারবিন্দে
নম স্তে জগৎ-তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১

নম স্তে জগ-চ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নম স্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নম স্তে সদানন্দরূপ-স্বরূপে
নম স্তে জগৎ-তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতি র্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নম স্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৩

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ-
-নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতি র্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নম স্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৪

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎ-সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্ ।
ত্বমেকা গতি র্দেবি নিস্তারনৌকা
নম স্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫

নম শ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-
সমুৎখণ্ডিতা-খণ্ডলা-শেষ-ভীতে ।
ত্বমেকা গতি বিঘ্নসন্দোহ-হন্ত্রী
নম স্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৬

ত্বমেকা-জিতা-রাধিতা সত্যবাদি-
-ন্যমেয়া-জিতা ক্রোধনা-ক্রোধনিষ্ঠা ।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নম স্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭

নম স্তে নম স্তে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্য-রুন্ধত্য-মোঘ-স্বরূপে ।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নম স্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮

শরণ-মসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভি র্বা বৃতানাং
ত্বমসি শরণ-মেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥৯

[ফলম্]

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তম্ আপদুদ্ধার-হেতুকম্ ।

ত্রিসন্ধ্য-মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ ।

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥১০

স্তবরাজ-মিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ।

সমস্তং শ্লোক-মেকং বা পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ ।

স সর্ব্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১১

—ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে
শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

২৫। নারায়ণী স্তুতিঃ (অর্থাৎ কাত্যায়নী বা দুর্গা স্তব)।

ঋষিরুবাচ ॥১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমা স্তাম্ ।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবু-রিষ্টলম্ভাদ্
বিকাসি-বক্ত্রা স্তু বিকাসিতাশাঃ ॥২

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥৩

আধারভূতা জগত স্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।

অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদ্
আপ্যায্যতে কৃৎস্ন-মলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥৪

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি-রনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্ত-মেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-হেতুঃ ॥৫

বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিত-মম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥৬

সর্ব্বভূতা যদা দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৭

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গা-পবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৯

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১০

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১১

শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোস্তু তে ॥১২

হংসযুক্ত-বিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৩

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৪

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৫

শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-গৃহীত-পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৬

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৭

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণ-সহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৮

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৯

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২০

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালা-বিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২১

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২২

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২৩

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৪

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥২৫

জ্বালাকরাল-মত্যুগ্র-মশেষা-সুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে ভর্দ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥২৬

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনা-পূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥২৭

অসুরাসৃগ্ বসাপঙ্ক-চর্চ্চিত স্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৮

রোগান-শেষান-পহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সফলান-ভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্ নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।

রূপৈ-রনেকৈ র্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যে-তদ-তীব বিশ্বম্ ॥৩১

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম ॥৩২

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩৩

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে
নিত্যং যথাসুরবধাদ-ধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাং প্রশমং নয়াশু
উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৪

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনা-মীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥৩৫

—ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে
নারায়ণীস্তুতিঃ সমাপ্তা।

—*—

২৬। গঙ্গা-স্তবঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-রাস্তাং তব পদ-কমলে ॥১

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত- স্তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মা-মজ্ঞানম্ ॥২

হরিপদ-পদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃত-ভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারম্ ॥৩

তব জল-মমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাত র্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪

পতিতো-দ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবর-কন্যে, নরক-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে ॥৫

কল্পলতা-মিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি য স্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, বিবুধ-বধূ-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥৬

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে কোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষ-বিনাশিনি মহিমো-ত্তুঙ্গে ॥৭

পরিলস-দঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণা-পাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥৮

রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবন-সারে বসুধা-হারে, ত্বমসি গতি র্মম খলু সংসারে ॥৯

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে।
তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০

বর-মিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীন- র্ন পুন দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥১১

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে।
গঙ্গা-স্তব-মিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গা-ভক্তি- স্তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ।
মধুর-কান্ত-পদ-পজ্‌ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥১৩

গঙ্গাস্তোত্র-মিদং ভবসারং, বাঞ্ছিত-ফলদং বিদিত-মুদারম্।
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কর-রচিতং, পঠতু বিষয়ীদ-মিতি সমাপ্তম্ ॥১৪

২ শাখা (২ কাণ্ডে)

হরি সঙ্গীত।

১ প্রশাখা।

হরি আবাহন।

(১) [কীর্ত্তন]

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
(আমার) হৃদি বৃন্দাবনে কমল আসনে
মন প্রাণ সনে বিহর ॥

নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,

ভিতরে বাহিরে যেন হে নিরখি
তব রূপ চির সুন্দর ॥

এই কর হরি দীন-দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটী নাহি হয়,
জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয়,
চিন্ময় শ্যামসুন্দর ॥

—o—

(২) [কীর্ত্তন]

আমার হৃদি মাঝে দোল মঞ্চোপরি
এসে দাঁড়াও হে শ্রীহরি ॥

আছি অহঙ্কারের উচ্চ মঞ্চে বুদ্ধিক্ষেত্র জুড়ি।
অহং চূর্ণ ক'রে দেও দেও হে, অহং চূর্ণ করে দেও ॥

আছে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চ প্রধান সিঁড়ি।
তাহে চরণে দলিয়ে ক্রমে উঠ গিয়ে মঞ্চ শিখরোপরি ॥

গিয়ে দোল হে তথায়, আমার মন দোলনায়,
(আমার মন দোলনায় দোলাইয়ে)
তুমি ভারী কেমন আজ দেখ্‌বো হরি,
যদি মঞ্চ নিয়ে পড়ে যেতে পার মন দোলনা ছিঁড়ি ॥

রোগে কিম্বা শোকে স্বর্গে কি নরকে
যেখানে যে ভাবে থাকি।
যেন প্রেমভক্তিডোরে তব পদ-নীড়ে
বাঁধা থাকে প্রেম-পাখী ॥

স্বভাবের তাড়নায় পাখী উড়ে যেতে চায়,
যেন টান পড়ে শ্রীপাদ পদ্মমূলে,
তখন আপন বুলি ছেড়ে যেন পাখী
বলে "হরি হরি" ॥

—o—

(৩) প্রথম কাণ্ডে ২০ পৃষ্ঠায় "ডাকিহে তোমায় ওহে দয়াময়" ইত্যাদি গান দেখ।

(৪) হিন্দী সঙ্গীতে "কাঁহা জীবন ধন" ইত্যাদি গান দেখ।

(৫) তত্ত্বসঙ্গীতে "যাবে কিহে দিন আমার" ইত্যাদি গান দেখ।

২ প্রশাখা (২ শাখায়)

হরিনাম কীর্ত্তন।

১। তারকব্রহ্ম নাম।

[শাস্ত্রে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের জন্য চারিপ্রকার হরিনাম নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারা আত্যন্তিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম বলিয়া 'তারকব্রহ্ম' নামে খ্যাত। স্বভাব সাধকের অন্তরে ঐ চারি যুগের ভাবই সময় সময় প্রকটিত হয়। তখন তাহারা তৎতৎকালোপযোগী নাম কীর্ত্তন করিয়া সুফল পায়। এই নামমালা নানা সুরে ও নানা তালে গীত হইতে পারে।]

(১) সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরা মুক্তি নারায়ণ পরা গতিঃ ॥

(২) ত্রেতাযুগের তারক ব্রহ্ম নাম।

রাম নারায়ণা-নন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

(৩) দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে মুরারে মধু-কৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

(৪) কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

২। [খাম্বাজ—একতালা]

হেলাতে রতন হারাওনা মন,
"হরি হরি" বল বদনে ॥
হরি বোল, হরি বোল,
বল শয়নে স্বপনে জাগরণে ॥১

ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে
তা ব'লে কি সে নাম যাবিরে ভুলিয়ে।
যে নামে যে প্রেমে
হলেন শুকদেব সুখী,
নারদ বৈরাগী.
মহাদেব যোগী—
বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগধ্যানে ॥২

মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর,
অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার।
সেই দিনে বদনে
যদি বল্‌তে পার নাম,
হরি পূরাবে মনস্কাম,
যাবি মোক্ষধাম।—
তোরে লবে না ছোবে না শমনে ॥৩

যেতে হবে যে দিন ত্যজিয়ে সংসার,
কোথা রবে তোমার পুত্র পরিবার।
সংসার অসার,
আঁখি মুদ্‌লে অন্ধকার,
হরির চরণ সার,
যদি হবে ভব পার—
রাখ রতি মতি হরির চরণে ॥৪

চরণ বলে, গতি নাই হরি বিনে,
হরি নাম সুধা পিওরে বদনে।
কলিতে তরাতে
হরিনাম ব্রহ্মময়
যে জন জানে রে নিশ্চয়,
তার কি ভবে ভয়—
ভবে তর্‌তে পারে সে তুফানে ॥৫

—০—

৭। [কীর্ত্তন]

"হরি" বল বল জগাই মাধাই,
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই
ঐ নাম মধুর বড়, ছোট বড়
কারো বল্‌তে বাধা নাই ॥১

তোরা মন প্রাণ খু'লে
সুখে দুবাহু তু'লে ;
মুখে বল "হরি বোল"
রবে না গোল তর্‌বি অকূলে।
হরি সদানন্দ, নিরানন্দ
অন্তরে পাবেনা ঠাঁই ॥২

শোন্‌রে হরি নামের গুণ,
ঐ নাম সগুণে নির্গুণ,
নামে পলায় শমন,
রিপু দমন, নিবে পাপা-গুন।
হরি-নামামৃত পান করিলে,
ভবক্ষুধা দূরে যায় ॥৩

এই হরির নামে হয়
ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
(ও) শিব ত্যজে কাশী
শ্মশান-বাসী হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়।

নামে মুনিগণে নিবিড় বনে
    মহাসুখে কাল কাটায় ॥৪

প্রহ্লাদ "হরিবোল" ব'লে
পর্ব্বত অনলে জলে,
করির পদ চাপনে,
বাচ্‌লো প্রাণে খেয়ে গরলে।
হরি নামের গুণে কোন ক্ষণে
    থাকে নাকো ভবভয় ॥৫

৪। [কীর্ত্তন]

হরি বল মন রসনা
জনম ব'য়ে গেল রে ॥১

হরি বল বন্ধু সবে
মানব দেহ কাঞ্চন হবে।
বল্‌লে প্রেমের উদয় হবে,
    ভব পারে যাবি রে ॥২

বাল্যকালে বাল্য খেলা,
যুবাকালে প্রেমের লীলা।
বৃদ্ধকালে হরি বোলা,
    শমনে ঘেরিল রে ॥৩

বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
মুখে "হরি হরি" বল।
বলার সময় ব'য়ে গেল,
আবার কখন বল্‌বি রে ॥৪

শ্মশানেতে ল'য়ে যাবে,
সকলি পড়িয়ে রবে।
ঘর বাগান বালাখানা,
বাজীকরের বাজী রে ॥৫

নীলকণ্ঠের এই মিনতি,
হরি ভিন্ন নাই আর গতি।
রতি মতি ঐক্য ক'রে
ধর গুরুর চরণ রে ॥৬

৫। [মল্লার ঝিল্লা—একতালা।

আয় রে আয় "হরি" ব'লে,
বাহু তু'লে নেচে আয়।
ডাকলে হরি রইতে নারে,
রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়

কাজ কি রে আর ছাড় কামনা,
হরিপদে প্রাণ সঁপনা,
হরিনাম কারো নয় মানা,

হরি নামের পণে হরি কিনে
নামের গুণে তরে যায় ॥

৬। [বাউল স্থর]

"হরি" বল্‌রে, "হরি" বল্‌রে, হরি বল্‌রে আমার মন।
রোগশোক দূরে যাবে, হবে দুঃখ নিবারণ ॥
বিষয়মদ করিয়ে ভক্ষণ   বিহ্বলা হয়েছ রে মন,
হরিনাম করলি না সাধন।
ডুব্‌লে ভরা, না যায় ধরা, বলে কত মহাজন ॥

—*—

৭। [বাউল স্থর]

মুখে হরিনাম বল্‌রে আমার মন।
হ'লো দিন আখেরি, অল্প দেরী
নিকটে তো এ'লো শমন ॥১
হরি নাম সুধাসিন্ধু,
পান কর তার একবিন্দু,
নাম পরম বন্ধু ;
খেলে নামের সুধা,
ভাঙ্গ্‌বে ক্ষুধা,
পাপ তাপ হবে সব বিমোচন ॥২
নাম রসেতে ডু'বে থাক,
"দীনবন্ধু" ব'লে ডাক,

চেয়ে কি দেখ ?
ডুব্‌লে নাম সাগরে
নামের নীরে,
পাবিরে তুই অমূল্য রতন ॥৩

৮। [দেশ মিশ্র—একতালা]

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব-মনোমোহন, মোহন-মুরলীধারী ॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার ॥
ব্রজ-কিশোর, কালিয়হর, কাতরভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখী পাখা, রাধিকা হৃদি রঞ্জন ;
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বনকুসুমভূষণ,
দামোদর, কংসদর্প-হারী,
শ্যাম রাস-রস-বিহারী ॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার ॥

৯। [কীর্ত্তন]

একবার "হ'রি হরি হরি" ব'লে
ডাকরে আমার মন।
তাঁরে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে,
জুড়াবে জীবন ॥১

ডাক "হরি হরি" ব'লে,
ভাস প্রেম-অশ্রুজলে।
বল "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন" ॥২

ডাক মন প্রাণ খুলি,
ডাক আপনারে ভুলি।
ডাক "হরি হরি হরি" ব'লে
ধন্য হবে ত্রিভুবন ॥৩

এস কে আছ কোথায়,
বৃথা সময় ব'য়ে যায়।
ডাক "হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
রাম কৃষ্ণ নারায়ণ" ॥৪

—০—

৩ প্রশাখা (২ শাখায়)

বিবিধ হরি সঙ্গীত।

১। অনুরাগ ভিন্ন হরি মিলে না।

যেমন তেমন ক'রে তাঁরে পাওয়া যাবে না ॥

কোশাকুশী নিয়ে হাতে ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গার ঘাটে,
চোক বুজে বকের মত তিল তুলসী কতই ঘাটে।

ভক্তিশূন্য তুলসী দিলে, শ্রীগোবিন্দ নাহি মিলে,
সে যে শুধু ভক্তি প্রেম চায়, অন্য কিছু লবে না (লবে না) ॥১

কৌপীন আঁটা, তিলক ফোটা, চৈতন জটা মস্তকে,
মনে মনে গুমান কর, "আমার মত মস্ত কে ?"
অঙ্গে অঙ্গে নামাবলী, "হরেকৃষ্ণ" নাম বলি
ফকীর সেজে ফিকির করা তার মনেতে খাট্‌বে না (খাট্‌বে না) ॥২

অনুরাগে বাঁধা সে যে, পায় না তাঁরে বিরাগী,
চোক বুজে জপ্‌লে মালা, হয় না সে ত বৈরাগী।
তাঁরে ডাক্‌তে হয় না গতর্ খাটি, অনুরাগটী পেলে খাটি,
তিনি আপনি এসে দিবেন ধরা, অন্যথা তার হবে না (হবে না) ॥৩

ভক্তির ধন পেতে তাঁকে তিল তুলসী মালা কি ?
পেতে যদি সাধ থাকে ভাই, ছেড়ে দেও সব চালাকি।
ছাড়ো মনের খুটিনাটি, ভক্তি ডোরে বাঁধ আঁটি,
নরম হওরে কাদা মাটি, পেতে বাধা হবে না (হবে না) ॥৪

খাবি দাবি লুট্‌বি মজা, যা ইচ্ছা তা করবি সব,
মাঝখানে হাঁ ক'রে বল্‌বি "দয়া কর হে কেশব"।
কেশব কি তোর বাপের কেনা, কাণে ধরে টেনে আনা,
সে যে শক্ত ষোল আনা, সোজা ধরা দিবে না (দিবে না) ॥৫

—০—

২। সহজে হরি মিলে না।

[ভৈরবী—ষৎ]

হরি তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে
হবে কি হে পরিচয়।
আমার ষোল আনা প্রাণ সংসারেতে টান,
শুধু লোক দেখাতে ডাকি, "কোথা দয়াময়॥"১

ভূমি ধান্য ধন রমণী কাঞ্চন
যশঃ মান প্রাণ শুধু চায়।
হেলায় বলি "হরি, আমি হে তোমারি",
লোকে যাতে সাধু কয়॥২

স্বার্থে ভরা মন ভিন্ন কি আপন,
ভাবি জীবন যেন কভু যাবার নয়।
তাই ডাকৃতে হয়, তাই ডাকি,
আবার বিষয় নিয়ে থাকি,
হরি, ফাঁকি দিলে কি তোমায় পাওয়া যায়? ৩

—❋—

৩। প্রেমের সহিত হরি নাম নিলেই সুফল হয়।

[কাফি সিন্ধু]

হরি, তোমায় ভালবাসি কই,
আমার সে প্রেম কই।
আমার লোক দেখানো ভালবাসা,
মুখে "হরি হরি" কই॥১

যে যাহারে ভালবাসে
সে বাঁধা তার প্রেমপাশে।
(হরি) আমি যদি বাস্‌তেম্ ভাল,
জান্‌তেম্ না আর তোমা বই ॥২

নয়নের অশ্রু বিন্দু,
প্রেম নাই তাতে একবিন্দু।
আমি সংসার পীড়নে কাঁদি,
লোকের কাছে প্রেমিক হই ॥৩



৪। বিচ্ছেদে কৃষ্ণ প্রেম।

[বাগেশ্রী—যৎ]

কেমনে জানাব সখি,
কৃষ্ণ কত ভালবাসি।
কৃষ্ণ মম প্রাণ সখা
তাই কৃষ্ণ প্রেম-উদাসী ॥১

কৃষ্ণ নাম মনে হ'লে,
(ওগো) ভাসি সদা অশ্রু-জলে।
হেন সখি লয় মনে
বসি তাঁর বামে আসি ॥২

আরো কত সাধ করে,
বলি তাঁর করে ধ'রে।

"এমন ক'রে হ'য়ে
তুমি থেকোনা উদাসী ॥"৩

তা বুঝি হবার নয়,
(ওগো) গোলাপ কণ্টকময় ।
প্রেমেতে বিচ্ছেদ হয়,
তাই হয়ে আছি প্রবাসী ॥৪

—০—

৫। হরির সঙ্গে খেলা।

[পিলু—যৎ]

খেলতে কি এসেছি ভবে,
মিছে খেলায় কেন থাকি ।
খেলি যদি তাঁরি খেলা,
তাঁরে কেন নাহি ডাকি ॥১

তাঁর খেলা সে খেলে ব'লে,
খেলি সবাই তাঁরি কলে ।
খেলার ছলে তাঁরেই ভু'লে
খেলা ঘরের ধূলো মাখি ॥২

জন্মাবধি খেলা খেলি
গেল না ত মনের কালী ।
তাই বলি ভাই, বেলা বেলি
এস বুড়ী ছুঁয়ে রাখি ॥৩

যে খেলেছে তাঁরি মনে,
খেলার মজা সেই ত জানে।
শয়নে স্বপনে ধ্যানে
খেলে একা মুদি আঁখি ॥৪

ঘুচেছে তার ছেলে খেলা,
দিছে বিদায় সকল জ্বালা।
ধু'য়ে গেছে মনের মলা
হৃদ্‌মাঝারে যার কমল আঁখি ॥৫

৬। হরিপ্রেম আকাঙ্ক্ষা।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
কবে বল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥১

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন,
কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার ॥২

কবে পরশ-মণি করি পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দরশন,
লুটাইব ভক্তি-পথে অনিবার ॥৩

হায় কবে যাবে আমার ধরম করম,
কবে যাবে জাতি কুলেরি ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম,
পরিহরি অভিমান লোকাচার ॥৪

মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধূলি,
কাঁধে ল'য়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম-বারি দুই হাত তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার ॥৫

প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সবারে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥৬

৭। হরির নামের ও ধ্যানের গুণ।

(১) [সাহানা—খেমটা]

ধূলা খেলা করবো না আর,
হরি নামে মন মজেছে।
চায় না মন অপর খেলা,
জানিনা তার কি গুণ আছে ॥১

গড়বো হরির দুটী চরণ,
পরাব তায় ফুলের ভূষণ।

হৃদে রেখে করবো যতন,
ঐ খেলাতে মন ভুলেছে ॥২

মায়ের কাছে আর যাবনা
ক্ষুধা পেলে আর খাব না।
হরিনাম সুধায় আমার
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব হরেছে ॥৩

—o—

(২)

মন আমার হীরামন তোতা,
"কৃষ্ণ" নামটী ভুল না।
সাধের দিন তোর যায় রে বৃথা,
দিন গেলে আর দিন পাবি না ॥১

শিব সন্ন্যাসী, নারদ ঋষি
যাঁরে বসি করে ধ্যান।
সে পদ হ'তে প্রাণ অন্তেতে
কালের হাতে পাবিরে ত্রাণ ॥
একে তোর অন্ধকার রাতি,
তাতে নাই তোর জ্ঞানের বাতি,
দিন থাকিতে মন দুর্ম্মতি,
'হরে কৃষ্ণ" নাম বল না ॥২

যারে বলিস্ আপন আপন,
আপন তারা কেউ হবে না।

ম'রে গেলে ফেলে দিবে,
ঘৃণা ক'রে কেউ ছোবে না ॥
দেখ না প্রাণ অন্তকালে
নিয়ে যাবে নদীর কূলে,
মুখে অনল দিয়ে জ্বেলে
তোর কাছেতে কেউ রবে না ॥৩

ঘরে বসি দিবানিশি
বাড়ালি প্রেয়সীর মান।
"কৃষ্ণ" নামটী কি যে রে ধন,
দেখে একবার তাই দেখ না ॥
"কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি" নাম,
সে নামে দিও না বিরাম,
সে নামেতে পাবিরে জ্ঞান,
ভব-জ্বালা আর হবে না ॥৪

—০—

৮। নির্জ্জনে হরিনাম কীর্ত্তন প্রশস্ত।

[সাহানা—যৎ]

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইক তথায় কোলাহল।
ভক্তিভরে মধুর স্বরে মনরে আমার "হরি" বল ॥১

প্রতিধ্বনি গভীর সুরে বল্‌বে "হরি" দূরে ঘুরে।
বনের পাখী বল্‌বে "হরি" তুল্‌বে প্রেমে কুসুম দল ॥২

৯। দেহতরণী বাহন।

[বিভাস—একতালা]

জগৎ দেখরে চেয়ে, যাচ্ছি বেয়ে সোণার তরণি।
তরীর উপর শ্যাম কলেবর রাম রঘুমণি॥
যিনি ভবের জলে অবহেলে করেন জীবে পার,
আজকে তাঁরে কচ্ছি পার হ'য়ে কর্ণধার ;
(আমি) পারের কড়ি ধ'রে নেবো চরণ দুখানি॥

১০। মুক্তি প্রার্থনা।

দয়াল দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, জেনে বার্ত্তা, ডাকি হে তোমারে॥১
ভবে কড়ি নাই যার, তুমি তারে কর পার।
আমি দিনভিখারী, নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেরে॥২
আমি আগে এসে পারে রলেম্ ব'সে।
যারা পাছে এলো, আগে গেল, আমি রলেম্ পড়ে॥৩
ভবে এসে আবার দুঃখ পাই অনিবার।
আমায় দয়া ক'রে নেও ওপারে, ফেলো না সংসারে॥৪

১১। হরি সর্ব্বময়।

[বিভাস—কাওয়ালী]

মন একবার "হরি" বল, মন একবার "হরি" বল।
"হরি হরি হরি" ব'লে ভবসিন্ধু পারে চল।
"হরি হরি হরি" বল, পাবিরে তুই মোক্ষফল॥১

জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি।
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল ॥২

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি বলরে মন "হরি হরি"।
হরি তোর ক্ষুধারি অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল ॥৩

দুর্ব্বলের বল হরি, অধমতারণ হরি।
পতিতপাবন হরি, হরি ভকত-বৎসল ॥৪

ভক্তিরস পান করি বলরে মন "হরি হরি"।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি দেন সবে মোক্ষফল ॥৫

হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি।
হরি বল, হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল ॥৬

পাষণ্ড-দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী।
যাঁর পুণ্য-প্রতাপে কাঁপে সব পাপাসুরদল ॥৭

অন্ন হরি, বস্ত্র হরি, গৃহ পরিবার হরি।
দেহ মন প্রাণ হরি, হরি সঙ্গের সম্বল ॥৮

নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি।
নয়ন-অঞ্জন হরি, হরি শক্তি, হরি বল ॥৯

প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বতে পাথারে হরি।
আকাশে ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল ॥১০

গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে ঘাটে ক্ষেত্রে হরি।
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল ॥১১

অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণ-কারী।
দীনহীনে দয়া করি দেন চরণ-কমল ॥১২

সুখে হরি, দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি।
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল ॥১৩

হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল ॥১৪

হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান-দাতা।
হরি সর্ব্বজনত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল ॥১৫

নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল "হরি"।
হৃদয়-কমলে ভজ হরি চরণ-কমল ॥১৬

—০—

১১। হরিকৃপা ভিন্ন বিক্ষেপাদি নিরাস বা মুক্তিলাভ হয় না।

[ঝিঁঝিঁট—একতালা]

যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে, অবসর কভু মিলিল না।
ব'সে নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে করি হরির চিন্তে, এমন দিন আমার আসিল না ॥১

ধূলা খেলায় গেল শৈশব জীবন, বৃথা রঙ্গ রসে গেল যে যৌবন।
জরা ব্যাধি আসি ধরিল এখন, না হ'ল আমার হরি আরাধনা ॥২

যদি জপে বসি নানা চিন্তা আসে, যত প্রয়োজন সেই অবকাশে।
নিত্য এ নিগ্রহ থাকি গৃহবাসে, বিড়ম্বনা হেতু এ সব কামনা ॥৩

জেনে শুনে স্নেহে গৃহে বদ্ধ থাকি, সঙ্গে যা যাবে না, তাই
রাখি ডাকি।
ভুলেও তাঁরে না ডাকি, যদি ডেকে ল'ন এ পাতকী,
তবে ঘোচে আমার এ আনা-গোনা ॥৪

—০—

১৩। হরি-প্রার্থনা-স্তবঃ।

অবিনয়-মপনয় বিষ্ণো
দময় মনঃ শময় বিষয়-মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয়
তারয় সংসার-সাগরতঃ ॥১

দিব্যধুনী-মকরন্দে
পরিমল-পরিভোগ-সচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতি-পদারবিন্দে
ভবভয়-খেদ-চ্ছিদে বন্দে ॥২

সত্য-পি ভেদাপগমে
নাথ তবাহং ন মামকীন স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
ক্ব চ ন সমুদ্র স্তারঙ্গঃ ॥৩

উদ্ধৃত-নগ নগভিদ-নুজ
দনুজ-কুলা-মিত্র মিত্র-শশি-দৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি
ন ভবতি কিং ভব-তিরস্কারঃ ॥৪

মৎস্যাদিভি-রবতারৈ-
-রবতারবতা-বতা সদা বসুধাম্।
পরমেশ্বর পরিপাল্যো
ভবতা ভব-তাপ-ভীতোঽহম্ ॥৫

দামোদর গুণ-মন্দির
সুন্দর-বদনা-রবিন্দ গোবিন্দ।
ভব-জলধি-মথন-মন্দর
পরমং দর-মপনয় ত্বং মে ॥৬

নারায়ণ করুণাময়
শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে
বদন-সরোজে সদা বসতু ॥৭

—ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ষট্‌পদীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

—*—

১৩। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইতি মন্ত্রেণ প্রার্থনা-স্তবঃ।

"ওঁ" ইতি জ্ঞানমাত্রেণ রাগা-জীর্ণেন জর্জ্জিতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১

ন গতি বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥২

মোহিতো মোহজালেন পুত্রদার-গৃহাদিষু ।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৩

ভক্তিহীনং চ দীনং চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়-মনাথং চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৪

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসার-বর্ত্মসু ।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৫

বহবো হি ময়া দৃষ্টা যোনি-দ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
গর্ভবাসে মহাদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৬

তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থে ত্বং-পরায়ণঃ ।
দুঃখার্ণব-পরিত্রাণাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৭

বাচা যৎ তু প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতম্ ।
তৎপাপার্ণব-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৮

সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতং চ কৃতং ময়া ;
সংসারঘোর-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৯

দেহান্তর-সহস্রেষু চান্যোন্যং ভ্রামিতং ময়া ।
তির্য্যক্ত্বং মানুষত্বং চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১০

বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ ।
জরা-মরণ-ভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১১

যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ ।
তত্র তত্রা-চলা ভক্তি স্ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥১২

—০—

১৪। হরি প্রার্থনা গীতিঃ।

[গুর্জ্জরী রাগেণ—নিঃসার তালেন]

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল ॥
জয় জয় দেব হরে ॥ ধ্রুবম্ ॥১

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজন-মানস-হংস ॥২

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ ॥৩

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান ॥৪

অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান ॥৫

জনক-সুতা-কৃত-ভূষণ জিতদূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ ॥৬

অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর
শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর ॥৭

তব চরণ-প্রণতা বয়-মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥৮

শ্রীজয়দেব-কবে-রিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গল-মুজ্জ্বল-গীতিঃ ॥৯

—০—

। হরিমহিম-গীতিঃ বা দশাবতার-স্তোত্রম্ ।

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবান-সি বেদম্ ।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র-মখেদম্ ॥
কেশব ধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥১

ক্ষিতি-রতিবিপুল-তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ।
ধরণি-ধরণ-কিণ-চক্র-গরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃত-কূর্ম্ম-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥২

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না ।
শশিনি কলঙ্ক-কলে-ব নিমগ্না ॥
কেশব ধৃত-শূকর-রূপ জয় জগদীশ হরে ॥৩

তব করকমলবরে নখ-মদ্ভুত-শৃঙ্গম্ ।
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গম্ ॥
কেশব ধৃত-নরহরি-রূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলি-মদ্ভুত-বামন ।
পদ-নখ-নীর-জনিত-জন-পাবন ॥
কেশব ধৃত-বামন-রূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫

ক্ষত্রিয়-রুধির-ময়ে জগদ-পগত-পাপম্ ।
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্ ॥
কেশব ধৃত-ভৃগুপতি-রূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ম ।
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব ধৃত-রাম-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদা-ভম্।
হল-হতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্॥
কেশব ধৃত-**হলধর**-রূপ জয় জগদীশ হরে॥৮

নিন্দসি যজ্ঞবিধে-রহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্॥
কেশব ধৃত-**বুদ্ধ**-শরীর জয় জগদীশ হরে॥৯

ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতু-মিব কম-পি করালম্॥
কেশব ধৃত-**কল্কি**-শরীর জয় জগদীশ হরে॥১০

শ্রীজয়দেব-কবে-রিদ- মুদিত-মুদারম্।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্॥
কেশব ধৃত-**দশবিধ**-রূপ জয় জগদীশ হরে॥১১

বেদান্তু-দ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল-মুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে, কারুণ্য-মাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে, দশাকৃতি-কৃতে, কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥১২

—*—

১৬। গোবিন্দ ভজনই সার।

[শঙ্করাচার্য্যকৃত "মোহমুদ্গর" ও "চর্পটপঞ্জরিকা" স্তোত্রদ্বয়ের বিশিষ্ট শ্লোকসমূহের একত্র সমাবেশে নিম্নোক্ত ভজনগীতি সংগৃহীত]

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনু-বুদ্ধি-মনঃসু বিতৃষ্ণাম্।

যল্লভসে নিজকর্ম্মো-পাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥১

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে
ন হি ন হি রক্ষতি * "ডুকৃঞ্ করণে" ॥ ধ্রুবম্ ॥

কা তব কান্তা ক স্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়-মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥২

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়-মিদ-মখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশা-শু বিদিত্বা ॥৩

নলিনী-দল-গত-জলবৎ তরলং
তদ্বজ্ জীবন-মতিশয়-চপলম্।
ক্ষণ-মিহ সজ্জন-সঙ্গতি-রেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥৪

---

* ডুকৃঞ্ করণে = ব্যাকরণের ধাতুপাঠের এক সূত্র। উভয় পদী "কৃ" ধাতু 'করণ' (= করা) এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। ব্যাকরণ শিক্ষার্থী ঐ সূত্র মুখস্থ করে। উক্ত ধুয়ার ভাবার্থ = মৃত্যুকালে এবং মৃত্যুর পরে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র মুখস্থ করার ফলে কোন উপকার হয় না। অতএব তাহা ছাড়িয়া গোবিন্দকেই পুনঃ পুনঃ ভজন করিবে।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং
পুনরপি জননী-জঠরে শয়নম্ ।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে
কৃপয়া-পারে পাহি মুরারে ॥৫

দিন-মপি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশির-বসন্তৌ পুন-রায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যা-য়ু-
স্তদ-পি ন মুঞ্চত্যা-শা-বায়ুঃ ॥৬

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।
কর-ধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং
তদ-পি ন মুঞ্চত্যা-শা-ভাণ্ডম্ ॥৭

অর্থ-মনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।
পুত্রাদ-পি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥৮

যাবদ্ বিত্তো-পার্জ্জন-সক্ত-
স্তাবন্ নিজপরিবারো রক্তঃ ।
পশ্চাদ্ ধাবতি জর্জ্জর-দেহে
বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে ॥৯

জটিলমুণ্ডো লুঞ্চিতকেশঃ
কাষায়া-ম্বর-বহুধৃতবেশঃ ।

পশ্যন্নপি ন হি পশ্যতি গূঢ়-
মুদরনিমিত্তং বহুকর-মূঢ়ঃ ॥১০

ভগবদ্গীতা কিঞ্চি-দধীতা
গঙ্গাজল-লব-কণিকা পীতা।
সকৃদ-পি যস্য মুরারি-সমর্চ্চা
তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাঃ ॥১১

গেয়ং গীতা-নাম-সহস্রং
ধ্যেয়ং শ্রীপতি-রূপ-মজস্রম্।
নেয়ং সজ্জন-সঙ্গে চিত্তং
দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ॥১২

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুঃ
রাত্রৌ চিবুক-সমর্পিত-জানুঃ।
করতল-ভিক্ষা তরুতল-বাস-
স্তদ-পি ন মুঞ্চত্যা-শা-পাশঃ ॥১৩

সুখতঃ ক্রিয়তে রামা-ভোগঃ
পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং
তদপি ন মুঞ্চতি পাপা-চরণম্ ॥১৪

যাবজ্ জীবো নিবসতি দেহে
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহা-পায়ে
ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫

ক স্তং কোহয়ং কুত আয়াতঃ
কা মে জননী কো মে তাতঃ ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্ব-মসারং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন-বিকারম্ ॥১৬

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রা
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥১৭

বাল স্তাবৎ ক্রীড়া-সক্ত-
স্তরুণ স্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ ।
বৃদ্ধ স্তাবচ্ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥১৮

সুরবর-মন্দির-তরুতল-বাসঃ
শয্যা ভূতল-মজিনং বাসঃ ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥১৯

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ
শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো
জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ ॥২০

কুরুতে গঙ্গা-সাগর-গমনং
ব্রত-পরিপালন-মথবা দানম্ ।

জ্ঞান-বিহীনে সর্ব্ব-মতেন
মুক্তি ন ভবতি জন্মশতেন ॥২১

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বা-ত্মানং পশ্যতি কোঽহম্ ।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়া
স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥২২

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং বিগ্রহ-সন্ধৌ ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং
বাঞ্ছস্য-চিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥২৩

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু
র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্য-সহিষ্ণুঃ ।
সর্ব্বং পশ্যা-ত্মন্যা-ত্মানং
সর্ব্বত্রোৎ-সৃজ ভেদ-জ্ঞানম্ ॥২৪

১৭। অন্যান্য হরিসঙ্গীত প্রথমকাণ্ডে ৩ শাখায় ১৭—৩২ পৃষ্ঠায় দেখ।

৩ শাখা ।

শিব সঙ্গীত ।

১। শিব প্রার্থনা ।

[নট বেহাগ—ঝাঁপতাল]

জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি ।
পাশী পশুপতি পিনাকধারী ।।
শিরে জটাজূট কণ্ঠে কালকূট,
সাধক-জনগণ-মানস-বিহারী ।।
ত্রিলোকতারক ত্রিলোকনাশক,
পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক ।
করুণা নয়নে হের ভকতজনে,
শরণ লয়েছি পদে তোমারি ।।

—*—

২। শিবস্বরূপ বর্ণন ।

[ভৈরবী—ঠুংরী]

মৃড় চন্দ্রচূড় ভোলা ।।
ভূতনাথ ভব বম বব বম্ বব
নিনাদ ভৈরব অম্বু উগলা ।
মন্মথ-শাসন নয়ন হুতাশন,
ফণিমালা গলে দল দল দোলা ।।

তমাল-নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল,
জলদজাল জিনি জটাজূটদল,
কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোলা ॥

—*—

৩। শিব স্বরূপ বর্ণন ও প্রার্থনা।

[ললিত -একতালা]

হর ফিরে মাতিয়া,
শঙ্কর ফিরে নাচিয়া ॥
শিঙ্গা করিছে ভম্ ভম্ ভম্ ভোঁ ভোঁ ভোঁ,
ববম্ ববম্ বম্ বম্ গাল বাজিয়া ॥১

মগনা হইয়া প্রমথনাথ,
খেটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া ॥২

কটিতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞ উপবীত ভাল,
গরজে গরব মানিয়া ॥৩

শশধর-কলা ভালে শোভে,
নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থিরগতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া ॥৪

আধ চাঁদ শিরে কি করে চিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় চেয়ে থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥৫

বিভূতি-ভূষণ মোহন-বেশ,
তরুণ অরুণ অধরদেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ
দেবের দেব যোগিয়া ॥৬

বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি,
হরিগুণে হর নাচিয়া ॥৭

বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিছে কল কল কল,
জটাজূট মাঝে কাঁপিয়া ॥৮

প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজ গুণে লহ তারিয়া ॥৯

—*—

৪। শিবনাম কীর্ত্তন।

জয় হর শশিশেখর,
জয় যোগীশ্বর ত্রিপুর-তনু-হর,
সর্ব্বগুণাকর স্বয়ম্ভু শঙ্কর ॥১

ব্যাঘ্রচর্ম্মা-সন সুবেশকারী,
বৃষেশ-বাহন পিনাক-ধারী।
(তুমি) আশুতোষ কলুষহারী,
(তুমি) বারাণসী-ষোড়শী-ভাস্কর ॥২

ব্যোমকেশ শিরে পাবনবারি,
কৈলাস-কানন-শৈল-বিহারী।
পিশাচ-মণ্ডিত শ্মশানচারী,
ভূতি-বিভূষিত সতীশ সুন্দর ॥৩

৫। শিবনাম সংকীর্ত্তন।

[ভৈরবী — ঠুংরী]

জয় শিবে-শ শঙ্কর, বৃষধ্বজে-শ্বর,
মৃগাঙ্ক-শেখর, দিগম্বর।
জয় শ্মশান-নাটক, বিষাণ-বাদক,
হুতাশ-ভালক, মহত্তর ॥১

জয় সুরারি-নাশন, বৃষেশ-বাহন,
ভুজঙ্গ-ভূষণ, জটাধর।

জয় ত্রিলোক-কারক, ত্রিলোক-পালক,
ত্রিলোক-নাশক, মহেশ্বর ॥২
জয় রবী-ন্দু-পাবক- ত্রিনেত্র-ধারক,
খলান্ধকা-ন্তক, হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গ-কেশব, কুবের-বান্ধব,
ভবা-জ ভৈরব পরাৎপর ॥৩
জয় বিষাক্ত-কণ্ঠক, কৃতান্ত-বঞ্চক,
ত্রিশূল-ধারক, হতা-ধ্বর।
জয় পিনাক-পণ্ডিত, পিশাচ-মণ্ডিত,
বিভূতি-ভূষিত-কলেবর ॥৪
জয় কপাল-ধারক, কপাল-মালক,
চিতা-ভিসারক, শুভঙ্কর।
জয় শিবা-মনোহর, সতী-সদীশ্বর,
গিরীশ শঙ্কর, কৃতজ্বর ॥৫
জয় কুঠার-মণ্ডিত, কুরঙ্গ-রঙ্গিত,
বরা-ভয়া-ন্বিত, চতুষ্কর।
জয় সরোরুহা-শ্রিত, বিধি-প্রতিষ্ঠিত,
পুরন্দরা-র্চ্চিত, পুরন্দর ॥৬
জয় হিমালয়া-লয়, মহামোহ-নয়,
বিলোকনো-দয়, চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত, মহীশ ভারত,
উমেশ পর্ব্বত-সুতাবর ॥৭

—*—

৬। বাভ্রব্য-স্তোত্রম্।

[অর্থাৎ শিবনাম কীর্ত্তন ও প্রার্থনা]

জয় শঙ্কর শান্ত শশাঙ্করুচে
রুচিরার্থদ সর্ব্বদ সর্ব্বশুচে।
শুচিদত্ত-গৃহীত-মহোপহৃতে
হৃত-ভক্ত-জনো-দ্ধত-তাপ-ততে ॥১

তত-সর্ব্বহৃদ-ম্বর বরদ-নতে
নতবৃজিন-মহাবন-দাহকৃতে।
কৃত-বিবিধ-চরিত্র-তনো সুতনো।
তনুবিশিখ-বিশোষণ ধৈর্য্যনিধে ॥২

নিধনাদি-বিবর্জ্জিত কৃত-নতিকৃৎ-
কৃতি-বিহিত-মনোরথ পন্নগভৃৎ।
নগভর্ত্তৃ-সুতার্পিত-বামবপুঃ
স্ববপুঃ-পরিপূরিত-সর্ব্বজগৎ ॥৩

ত্রিজগ-ন্ময়-রূপ বিরূপ সুদৃক্
দৃগু-দঞ্চন-কুঞ্চন-কৃতহুতভুক্।
ভব ভূতপতে প্রমথৈক-পতে
পতিতেষ্ব-পি দত্তকর-প্রসৃতে ॥৪

প্রসৃতাখিল-ভূতল-সংবরণ
প্রণব-ধ্বনি-সৌধ সুধাংশু-ধর।
ধররাজ-কুমারিকয়া পরয়া
পরিতঃ পরিতুষ্ট নতোঽস্মি শিব ॥৫

শিব দেব গিরীশ মহেশ বিভো
বিভব-প্রদ গিরীশ শিবেশ মৃড় ।
মৃড়য়ো-ড়ুপতিধ্র জগৎ-ত্রিতয়ং
কৃতযন্ত্রণ ভক্তি-বিঘাত-কৃতাম্ ॥৬

ন কৃতান্ত এষ বিভেমি হর
প্রহরাশু মহাঘ-মমোঘ-মতে ।
ন মতান্তর-মন্য-দবৈমি শিবং
শিবপাদ-নতেঃ প্রণতোঽস্মি ততঃ ॥৭

বিতত্তেঽত্র জগত্য-খিলেঽ-ঘহরং
হর-তোষণ-মেব পরং গুণবৎ ।
গুণহীন-মহীন-মহাবলয়ং
প্রলয়ান্তক-মীশ নতোঽস্মি ততঃ ॥৮

। ফলমাহ ।

শিব উবাচ—

অস্য স্তোত্রস্য পঠনাদ্ অপি বাগু-দিয়াচ্চ যম্ ।
তস্য স্যাৎ সংস্কৃতা বাণী ত্রিভি র্বর্ষৈ স্ত্রিকালতঃ ॥৯

সমুৎপন্নে মহাকার্য্যে ন স বুদ্ধ্যা প্রহীয়তে ।
যঃ পঠিষ্যত্য-দঃ স্তোত্রং ব্যাখ্যাস্যত্ দিনে দিনে ॥১০

অস্য স্তোত্রস্য পঠনান্ নিয়তং মম সন্নিধৌ ।
ন দুর্ব্বৃত্তৌ প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্ অবিবেকবতাং নৃণাম্ ॥১১

অদঃ স্তোত্রং পঠন্ জন্তু র্জাতু পীড়াং গ্রহোদ্ভবাম্।
ন প্রাপ্স্যতি ততো জপ্য-মিদং স্তোত্রং সমাগ্রতঃ ॥১২
নিত্যং প্রাতঃ সমুত্থায় যঃ পঠিষ্যতি মানবঃ।
ইমাং স্তুতিং হরিষ্যেঽহং তস্য বাধা সুদারুণা ॥১৩

—ইতি স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে
বৃহস্পত্যুক্ত-শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

—•—

৭। শিবষড়ক্ষর স্তোত্রম্।

[অর্থাৎ "ওঁ নমঃ শিবায়" ইতি মন্ত্রেণ স্তুতিঃ]

ওঁকারং বিন্দু-সংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।
কামদং মোক্ষদং চৈব ওঁ-কারায় নমো নমঃ ॥১

নকারং নৈব সংযুক্তং নাশো যস্য ন বিদ্যতে।
নমন্তি দেবতাঃ সর্ব্বা ন-কারায় নমো নমঃ ॥২

মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগিন-মীশ্বরম্।
মহাপাপ-হরং দেবং ম-কারায় নমো নমঃ ॥৩

শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকা-নুগ্রহ-কারিণম্।
শিব-মেকং পরং ব্রহ্ম শি-কারায় নমো নমঃ ॥৪

বাহনং বৃষভো যস্য বাসুকি র্যস্য ভূষণম্।
বামে শক্তিধরং দেবং বা-কারায় নমো নমঃ ॥৫

যত্র তত্র স্থিতং দেবং জগদ্-ব্যাপিন-মীশ্বরম্।
জগৎকর্ত্তা জগন্নাথো য-কারায় নমো নমঃ ॥৬

ষড়ক্ষর-মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
কোটিজন্মা-র্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণা-দেব নশ্যতি ॥৭

—ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শিব-ষড়ক্ষর—
স্তোত্রং সমাপ্তম্।

—*—

৮। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ-স্তোত্রম্।

[শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় নিম্নোক্ত বার শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে]

[(১) সোমনাথ=সুরাটে]

সৌরাষ্ট্র-দেশে বিশদেহ-তিরম্যে
জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলা-বতংসম্।
ভক্তি-প্রদানায় কৃতা-বতারং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥১

[(২) মল্লিকার্জ্জুন=মাদ্রাজে কৃষ্ণানদীর তীরে কৃষ্ণা জেলায়]

শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবুধা-তিসঙ্গে
তুলাদ্রি-তুঙ্গেঽপি মুদা বসন্তম্।
তম-র্জ্জুনং মল্লিক-পূর্ব্ব-মেকং
নমামি সংসার-সমুদ্র-সেতুম্ ॥২

[(৩) মহাকাল=মহারাষ্ট্রে মালওয়াদেশে উজ্জয়িনীতে]

অবন্তিকায়াং বিহিতা-বতারং
মুক্তি-প্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণায়
বন্দে মহাকাল—মহাসুরেশম্ ॥৩

(৪) ওঁকারেশ্বর=মধ্যপ্রদেশে (সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে নীমা জেলায়]

কাবেরিকা-নর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে
সমাগমে সজ্জন-তারণায় ।
সদৈব মান্ধাতৃ-পুরে বসন্তং
ওঁকার-মীশং শিব-মেক-মীড়ে ॥৪

[(৫) বৈদ্যনাথ=পর্য্যলীতে (দেওঘরে)]

পূর্ব্বো-ত্তরে প্রজ্বলিকা-নিধানে
সদা বসন্তং গিরিজা-সমেতম্ ।
সুরা-সুরা-রাধিত-পাদপদ্মং
শ্রীবৈদ্যনাথং তম-হং নমামি ॥৫

[(৬) নাগনাথ বা নাগেশ=দারুকাবনে (হায়দরাবাদে)]

যাম্যে সদঙ্গে নগরেহ-তিরম্যে
বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ ।
সদ্ভক্তি-মুক্তি-প্রদ-মীশ-মেকং
শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥৬

[(৭) কেদারনাথ=হিমালয়ে]

মহাদ্রি-পার্শ্বে চ তটে রমন্তং
সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ ।

সুরা-সুরৈ র্যক্ষ-মহোরগাদ্যৈঃ
কেদার-মীশং শিব-মেক-মীড়ে ॥৭

[(৮) ত্র্যম্বকেশ্বর=গৌতমীতটে অর্থাৎ গোদাবরী নদীর তীরে নাসিক জেলায়

সহ্যাদ্রি-শীর্ষে বিমলে বসন্তং
গোদাবরীতীর-পবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতক-মাশু নাশং
প্রয়াতি তং ত্র্যম্বক-মীশ-মীড়ে ॥৮

[(৯) রামেশ্বর=সেতুবন্ধে |

সুতাম্রপর্ণী-জলরাশি-যোগে
নিবধ্য সেতুং বিশিখৈ-রসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং
রামেশ্বরা-খ্যং নিয়তং নমামি ॥৯

[(১০) ভীমশঙ্কর=কামরূপে ও বোম্বে]

যং ডাকিনী-শাকিনিকা-সমাজে
নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমা-দিপদং প্রসিদ্ধং
তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥১০

[(১১) বিশ্বনাথ=কাশীতে]

সানন্দ-মানন্দবনে বসন্তম্
আনন্দকন্দং হৃতপাপ-বৃন্দম্।

বারাণসী-নাথ-মনাথ-নাথং
শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥১১

[(১১) ঘুসৃণেশ *, ঘৃষ্ণেশ্বর, ঘুশ্মেশ্বর বা
ঘ্নম্নেশ্বর—ইলাপুরে বা শিবালয়ে (অর্থাৎ হায়দরাবাদে]

ইলাপুরে বিশালকেহ-স্মিন্
সমুল্লসন্তং চ জগদ্‌বরেণ্যম্ ।
বন্দে মহোদারতর-স্বভাবং
ঘৃষ্ণেশ্বরা-খ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥১২

জ্যোতির্ম্ময়-দ্বাদশ-লিঙ্গকানাং
শিবাত্মনাং প্রোক্ত-মিদং ক্রমেণ ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজস্য ভক্ত্যা
ফলং তু সালোক্য-গতি র্ভবেচ্চ ॥১৩

—*—

৯। দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রম্ ।

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে ।

বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরী,-তুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্না-ত্মনি মায়য়া বহি-রিবোদ্,-ভূতং যথা নিদ্রয়া ।
যঃ সাক্ষী-কুরুতে প্রবোধ-সময়ে, স্বাত্মান-মেবা-দ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরু-মূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে ॥১

* ঘুসৃণং—কুঙ্কুম । ঘুশ্মা বা ঘুশ্মা—দক্ষিণ দেশস্থ সুধর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের শিবভক্তা পত্নী ।

বীজস্যা-ন্ত-রিবা-ঙ্কুরো জগ-দিদং প্রাঙ্ নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্মায়া-কল্পিত-দেশ-কাল-কলনা,-বৈচিত্র্য-চিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্য-পি মহা, যোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া
তস্মৈ শ্রীগুরু-মূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥২

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মক-মসৎ-কল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাৎ "তত্ত্বমসী"-তি বেদ-বচসা যো বোধয়ত্যা-শ্রিতান্।
যৎ-সাক্ষাৎ-করণাদ্ ভবেন্ ন পুনরা,-বৃত্তি-র্ভবা-ম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরু-মূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে ॥৩

নানাচ্ছিদ্র-ঘটোদর-স্থিত-মহা,-দীপ-প্রভা-ভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদি-করণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্ত-মনুভা, ত্যেতৎ সমস্তং জগৎ
তস্মৈ শ্রীগুরু-মূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে ॥৪

দেহং প্রাণ-মপী-ন্দ্রিয়াণ্য-পি চলং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রী-বালা-ন্ধ-জড়োপমা স্ত্বহ-মিতি ভ্রান্ত্যা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তি-বিলাস-কল্পিত-মহা,-ব্যামোহ-সংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥৫

রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে-ন্দু-সদৃশো, মায়া-সমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রঃ করণো-পসংহরণতো, যোহভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগ-স্বাপ্স-মিতি প্রবোধ-সময়ে, যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥৬

বাল্যাদিষ্ব-পি জাগ্রদাদিষু তথা, সর্ব্বাস্ব-বস্থাস্ব-পি
ব্যাবৃত্তাস্ব-নুবর্ত্তমান-মহ-মি, ত্য-ন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।

স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং. যো ভদ্রয়া মুদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥৭

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্য-কারণতয়া, স্ব-স্বামি-সম্বন্ধতঃ
শিষ্যা-চার্য্যতয়া তথৈব পিতৃ-পুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো, মায়া-পরিভ্রামিত
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥৮

ভূ-রম্ভাংস্য-নলোহ-নিলোহ-ম্বর-মহ,র্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যা-ভাতি চরাচরাত্মক-মিদং, যস্যৈব মূর্ত্ত্য-ষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং, যস্মাৎ পরস্মাদ্ বিভো
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং, শ্রীদক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে ॥৯

সর্ব্বাত্মত্ব-মিতি স্ফুটীকৃত-মিদং, যস্মাদ-মুস্মিন স্তবে
তেনাস্য শ্রবণাৎ তথার্থ-মননাদ্, ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্ব-মহাবিভূতি-সহিতং, স্যা-দীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিধ্যেৎ তৎ পুন-রষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য্য-মব্যাহতম্ ॥১০

বটবিটপি-সমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকল-মুনিজনানাং জ্ঞান-দাতার-মারাৎ।
ত্রিভুবন-গুরু-মীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জনন-মরণ-দুঃখ-চ্ছেদদক্ষং নমামি ॥১১

চিত্রং বটতরো মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরু র্যুবা।
গুরো স্তু মৌন-ব্যাখ্যানং শিষ্যা স্তু চ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥১২

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥১৩

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥১৪

মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত-পর,-ব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠা-ন্তেবসদৃ-ষিগণৈ,-রাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিত-চি,ন্মুদ্র-মানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিত-বদনং, দক্ষিণামূর্ত্তি-মীড়ে ॥১৫

—ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত-দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সমাপ্তম্।

(৯ক) দক্ষিণামূর্ত্তির প্রণাম মন্ত্র প্রথম কাণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠায় এবং উপরোক্ত স্তবের ১১—১৪ শ্লোক দেখ।

১০। শিবাষ্টকম্।

প্রভু-মীশ-মনীশ-মশেষগুণং
গুণহীন-মহীন-গণাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥১

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং
তনু-নিন্দিত-রাজত-ভূমিধরম্।
বিধি-বিষ্ণু-শিরঃ-স্থিত-পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥২

শশ-লাঞ্ছন-রঞ্জিত-সন্মুকুটং
কটি-লম্বিত-সুন্দর-কৃত্তি-পটম্ ।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূত-জটং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৩

নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং
মুখপদ্ম-বিনিন্দিত-কোটিবিধুম্ ।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৪

বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং
গরলাশন-মার্ত্তি-বিনাশকরম্ ।
বরদা-ভয়-শূল-বিষাণ-ধরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৫

মকরধ্বজ-মত্ত-মতঙ্গহরং
করিচর্ম্ম-বিলাস-বিশেষকরম্ ।
স্ফুরদ-দ্ভুত-কীকস-মাল্যধরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৬

জগদু-দ্ভব-পালন-নাশ-করং
করুণেশ-গুণত্রয়-রূপধরম্ ।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৭

প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং
মুনি-যোগি-মনোঽম্বুজ-ষট্পদকম্ ।

ভজতোহ্‌-খিল-দুঃখসমৃদ্ধি-হরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্‌ ॥৮

—ইতি ব্যাস-বিরচিতং শিবাষ্টকং সমাপ্তম্‌॥

---*---

১১। মৃত্যুঞ্জয়সূক্তম্‌।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবৰ্দ্ধনম্‌।
উর্ব্বারুক-মিব বন্ধনান্‌ মৃত্যো র্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

১২। বৃষভস্তবঃ।

বৃষরাজো মহাতেজা মহামেঘ-সমস্বনঃ।
মেরু-মন্দর-কৈলাস-হিমাদ্রি-শিখরো-পমঃ ॥১

সিতাভ্র-শিখরাকারঃ ককুদা পরিশোভিতঃ।
মহাভোগীন্দ্র-কল্পেন বালেন চ বিরাজিতঃ ॥২

রক্তাস্য-শৃঙ্গচরণো রক্তপ্রায়-বিলোচনঃ।
পীবরোন্নত-সর্ব্বাঙ্গঃ সুচারু-গমনোজ্জ্বলঃ ॥৩

প্রশস্তলক্ষণঃ শ্রীমান্‌ প্রোজ্জ্বল-মণি-ভূষণঃ।
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবয়ো র্ধ্বজবাহনঃ ॥৪

তথা তচ্চরণন্যাস-ভাবিতা-পরবিগ্রহঃ।
গোরাজ-পুরুষঃ শ্রীমান্‌ শ্রীমচ্ছূল-বরায়ুধঃ ॥৫

তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে কামং প্রযচ্ছতু ॥৬

বৃষরূপধরো ধর্ম্মঃ সৌরভেয়ো মহাবলঃ।
বাড়বা-খ্যা-নল-স্পর্শী পঞ্চ-গোমাতৃভি র্বৃতঃ ॥৭

বাহনত্ব-মনুপ্রাপ্ত স্তপসা পরমেশয়োঃ।
তয়ো রাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে কামং প্রযচ্ছতু ॥৮
—ইতি শ্রীশিবপুরাণে বৃষভস্তোত্রং সমাপ্তম্।

—*—

বৃষ প্রণাম মন্ত্রঃ।

সত্য-শান্তি-দয়াঽহিংসা-চতুষ্পাদ্-ধর্ম্মরূপিণম্ ॥
লোকহিতং মহাবৃষং প্রণমামি শিব-প্রিয়ম্ ॥

———

১৩। অন্যান্য শিবসঙ্গীত প্রথমকাণ্ডে ৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

৪ শাখা

সূর্য্যস্তুতিঃ।

১। সূর্য্যমণ্ডল স্তুতিঃ।

প্রত্যেক শ্লোকে সূর্য্যের তেজঃ আমাকে পবিত্র করুক, এই প্রার্থনা।]

যন্ মণ্ডলং দীপ্তিকরং বিশালং
রত্নপ্রভং তীব্র-মনাদি-রূপম্।
দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্ষয়-কারণং চ
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥১

যন্ মণ্ডলং দেবগণৈঃ সুপূজিতং
বিপ্রৈঃ স্তুতং ভাবন-মুক্তি-কোবিদম্।

তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥২

যন্ মণ্ডলং জ্ঞানঘনং ত্বগম্যং
ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপম্ ।
সমস্ত-তেজোময়-দিব্যরূপং
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৩

যন্ মণ্ডলং গূঢ়মতি-প্রবোধং
ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাম্ ।
যৎ সর্ব্বপাপ-ক্ষয়-কারণং চ
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৪

যন্ মণ্ডলং ব্যাধি-বিনাশ-দক্ষং
যদ্ ঋগ্-যজুঃ-সামসু সম্প্রগীতম্ ।
প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৫

যন্ মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি
গায়ন্তি যচ্ চারণ-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ ।
যদ্ যোগিনো যোগজুষাং চ সঙ্ঘাঃ
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৬

যন্ মণ্ডলং সর্ব্বজনেষু পূজিতং
জ্যোতিশ্চ কুর্য্যা-দিহ মর্ত্ত্য-লোকে ।
যৎ কালকালাদ্য-মনাদি-রূপং
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৭

যন্ মণ্ডলং বিষ্ণু-চতুর্মুখা-খ্যং
যদক্ষরং পাপহরং জনানাম্।
যৎ কাল-কল্প-ক্ষয়-কারণং চ
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৯

যন্ মণ্ডলং বিশ্বসৃজাং প্রসিদ্ধম্
উৎপত্তি-রক্ষা-প্রলয়-প্রগল্‌ভম্।
যস্মিন্ জগৎ সংহ্রিয়তেঽখিলং চ
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥৯

যন্ মণ্ডলং সর্ব্বগতস্য বিষ্ণো-
রাত্মা পরমং ধাম বিশুদ্ধ-তত্ত্বম্।
সূক্ষ্মান্তরৈ র্যোগপথা-নুগম্যং
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥১০

যন্ মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
গায়ন্তি যচ্ চারণ-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ।
যন্ মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥১১

যন্ মণ্ডলং বেদবিদো-পগীতং
যদ্ যোগিনাং যোগপথা-নুগম্যম্।
তৎ সর্ব্ববেদং প্রণমামি সূর্য্যং
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥১২

২। সূর্য্যাষ্টকম্।

আদিদেব নম স্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নম স্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে ॥১

সপ্তাশ্ব-রথ-মারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপা-ত্মজম্।
শ্বেতপদ্ম-ধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥২

লোহিতং রথ-মারূঢ়ং সর্ব্বলোক-পিতামহম্।
মহাপাপ-হরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥৩

ত্রৈগুণ্যং চ মহাশূরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরম্।
মহাপাপ-হরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥৪

বৃংহিতং তেজঃপুঞ্জং চ বায়ু-রাকাশ-মেব চ।
প্রভু স্ত্বং সর্ব্বলোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥৫

বন্ধূকপুষ্প-সঙ্কাশং হার-কুণ্ডল-ভূষিতম্।
একচক্র-ধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥৬

তং সূর্য্যং জগৎ-কর্ত্তারং মহাতেজঃ-প্রদীপনম্।
মহাপাপ-হরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥৭

তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞান-বিজ্ঞান-মোক্ষদম্।
মহাপাপ-হরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্য-হম্ ॥৮

সূর্য্যাষ্টকং পঠেন্ নিত্যং গ্রহ-পীড়া-প্রণাশনম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥৯

আমিষং মধুপানং চ যঃ করোতি রবে দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেদ্ রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা ॥১০

স্ত্রী-তৈল-মধু-মাংসানি য স্ত্যজেৎ তু রবে দিনে।
ন ব্যাধিঃ শোক-দারিদ্র্যং সূর্য্যালোকং স গচ্ছতি ॥১১

—ইতি শিবপ্রোক্তং সূর্য্যাষ্টকং সমাপ্তম্।

৩। সূর্য্যের দ্বাদশ নাম।

আদিত্যং প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং তু দিবাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তং চতুর্থং তু প্রভাকরঃ ॥১

পঞ্চমং তু সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠং চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমং তু বিভাবসুঃ ॥২

নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকঃ।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি র্দ্বাদশং সূর্য্য এব চ ॥৩

দ্বাদশা-দিত্য-নামানি প্রাতঃকালে পঠেন্ নরঃ।
দুঃস্বপ্ন-নাশনং চৈব সর্ব্বদুঃখং চ নশ্যতি ॥৪

দদ্রু-কুষ্ঠ-হরং চৈব দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্।
সর্ব্বতীর্থ-প্রদং চৈব সর্ব্বকাম-প্রবর্দ্ধনম্ ॥৫

—ইতি আদিত্যহৃদয়ে সূর্য্যদ্বাদশ নাম স্তোত্রং
সমাপ্তম্

—•—

৫ শাখা

অগ্নিস্তুতিঃ ।

১। অগ্নিসূক্তম্ ।

(১) ওঁ অগ্নি-মীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম্ ।
হোতারং রত্নধা-তমম্ ॥

(২) ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে
গৃণানো হব্যদাতয়ে ।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥

২। সপ্তজিহ্ব-বহ্নি স্তোত্রম্ ।

যা জিহ্বা ভবতঃ **কালী** কালনিষ্ঠা-করী প্রভো ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥১

করালী নাম যা জিহ্বা মহাপ্রলয়-কারণম্ ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥২

মনোজবা চ যা জিহ্বা লঘিম-গুণ-লক্ষণা ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥৩

করোতি কামং ভূতেভ্যো যা তে জিহ্বা **সুলোহিতা** ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥৪

সুধূম্রবর্ণা যা জিহ্বা প্রাণিনাং রোগ-দায়িকা ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥৫

স্ফুলিঙ্গিনী চ যা জিহ্বা যতঃ সকল-মঙ্গলম্ ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥৬

যা তে বিশ্বসঙ্কা জিহ্বা প্রাণিনাং শর্ম্ম-দায়িনী ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥৭

পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ণ হুতাশন ।
ত্রাহি মাং সর্ব্ব-দোষেভ্যঃ সংসারা-দুদ্ধরে-হ মাম্ ॥৮

—ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে বহ্নিস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

৬ শাখা

গণেশ স্তুতিঃ ।

১। গণেশ-স্বরূপ-স্তুতিঃ ।

ওঁ নমস্তে গণপতয়ে। ত্বমেব প্রত্যক্ষং "তত্ত্বমসি"। ত্বমেব কেবলং কর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং ধর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং হর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মা-"সি। ত্বং সাক্ষাদ্ আত্মাসি নিত্যম্। ঋতং বচ্মি। সত্যং বচ্মি। অব ত্বং মাম্। অব বক্তারম্। অব শ্রোতারম্। অব দাতারম্। অব ধাতারম্। অব অনূচানম্। অব শিষ্যম্। অব পশ্চাত্তাৎ। অব পুরস্তাৎ। অব চোত্তরাত্তাৎ। অব দক্ষিণাত্তাৎ। অব চোর্দ্ধাত্তাৎ। অব অধরাত্তাৎ। সর্ব্বতো মাং পাহি পাহি সমন্তাৎ। ত্বং বাঙ্ময়ঃ। ত্বং চিন্ময়ঃ। ত্বম্ আনন্দময়ঃ। ত্বং ব্রহ্মময়ঃ। ত্বং সচ্চিদানন্দা-

দ্বিতীয়োঽসি। ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োঽসি। সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তো জায়তে। সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি। সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়-মেষ্যতি। সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি প্রত্যেতি। ত্বং ভূমি-রাপোঽ-নলোঽ-নিলো নভঃ। ত্বং চত্বারি বাক্পদানি। ত্বং গুণত্রয়াতীতঃ। ত্বং কালত্রয়াতীতঃ। ত্বং দেহত্রয়াতীতঃ। ত্বং মূলাধারস্থিতোঽসি নিত্যম্। ত্বং শক্তিত্রয়াত্মকঃ। ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যম্। ত্বং ব্রহ্মা, ত্বং বিষ্ণু, ত্বং রুদ্র, ত্বমিন্দ্র, ত্বমগ্নি, ত্বং বায়ু, ত্বং সূর্য্য, ত্বং চন্দ্রমা, ত্বং ব্রহ্ম ভূ ভু র্বঃ স্ব-রোম্ ॥

—ইতি গণপত্যুপনিষদত্নক্ত-গণেশস্তুতিঃ সমাপ্তা।

২। গণেশ দ্বাদশ নাম স্তোত্রম্।

নারদ উবাচ—

প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কম্।
ভক্ত্যাবাসং স্মরেন্ নিত্যম্ আয়ু-ষ্কামার্থ-সিদ্ধয়ে ॥১

প্রথমং বক্রতুণ্ডং চ একদন্তং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্ত্রং চতুর্থকম্ ॥২

লম্বোদরং পঞ্চমং চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ।
সপ্তমং বিঘ্নরাজং চ ধূম্রবর্ণং তথাষ্টমম্ ॥৩

নবমং ভালচন্দ্রং চ দশমং তু বিনায়কম্।
একাদশং গণপতিং দ্বাদশং তু গজাননম্ ॥৪

দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্ নরঃ।
নাস্তি বিঘ্নভয়ং তস্য সর্ব্বসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥৫

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ মোক্ষার্থী লভতে গতিম্ ॥৬

জপন্ গণপতি-স্তোত্রং ষড়্ভি র্মাসৈঃ ফলং লভেৎ।
সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭

অষ্টাভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ লিখিত্বা যঃ সমর্পয়েৎ।
তস্য বিদ্যা ভবেৎ সদ্যো গণেশস্য প্রসাদতঃ ॥৮

—ইতি শ্রীনারদপুরাণে সঙ্কটনাশনগণপতি-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৩। গণেশ সঙ্গীত প্রথম কাণ্ডে ৯৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

—*—

৭ শাখা

গণদেবতা, গীতা ও চণ্ডী।

১। অষ্টবসু।

আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরোঽনিলোঽনল স্তথা।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল,
প্রত্যূষ ও প্রভাস = ৮ বসু [বহ্নিপুরাণাদি মতে]।

২। একাদশ রুদ্র।

অজৈকপাদ-হির্ব্রধ্ন স্ত্বষ্টা রুদ্রো হর স্তথা।
বহুরূপ স্ত্র্যম্বকশ্চ বৃষাকপিশ্চ রৈবতঃ।
কপর্দ্দী শম্ভু-রিত্যেতে রুদ্রা শৈচকাদশ স্মৃতাঃ॥

—অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা, রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, রৈবত, কপর্দ্দী ও শম্ভু = ১১ রুদ্র।

৩। দ্বাদশ আদিত্য।

বরুণঃ পূষাহং-শু র্ধাতা ইন্দ্রোহ্-র্য্যমা চ বিবস্বান্।
ভগঃ পর্জ্জন্য স্ত্বষ্টা চ মিত্রো বিষ্ণুশ্চ মাঘাদ্যাঃ॥

—লিঙ্গপুরাণমতে মাঘ মাস হইতে যথাক্রমে বরুণ, পূষা, অংশু, ধাতা, ইন্দ্র, অর্য্যমা, বিবস্বান্ ভগ, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, মিত্র ও বিষ্ণু সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া আধিপত্য করে। ইহারাই ১২ আদিত্য।

৪। দশ অগ্নি।

জৃম্ভকো দীপকশ্চৈব বিভ্রম-ভ্রম-শোভনাঃ।
অবসথ্যা-হবনীয়ৌ দক্ষিণাগ্নি স্তথৈব চ।
অন্বাহার্য্যো গার্হপত্য ইত্যেতে দশ বহ্নয়ঃ॥

—জৃম্ভক, দীপক, বিভ্রম, ভ্রম, শোভন, অবসথ্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, অন্বাহার্য্য, ও গার্হপত্য = ১০ অগ্নি।

অথবা।

ভ্রাজকো রঞ্জকশ্চৈব ক্লেদক স্নেহক স্তথা।
ধারকো বন্ধকশ্চৈব দ্রাবকা-খ্যশ্চ সপ্তধা।
ব্যাপকঃ পাবকশ্চৈব শ্লেষ্মকো দশমঃ স্মৃতঃ॥

—ভ্রাজক, রঞ্জক, ক্লেদক, স্নেহক, ধারক, বন্ধক, দ্রাবক, ব্যাপক, পাবক ও শ্লেষ্মক = ১০ অগ্নি।

৫। দশ দিক্‌পাল।

ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতি র্নিঋতি র্বরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ।
ঊর্দ্ধদিশি ভবেদ্ ব্রহ্মা অনন্ত শ্চাধোদেশকে॥

—পূর্ব্বদিক্, অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্ প্রভৃতি ক্রমে আট দিকের ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই আটজন যথাক্রমে অধিপতি। ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মা এবং অধোদিকে বিষ্ণু অধিপতি।

৬। শিবাদি পঞ্চ দেবতা।

শিব, শিবা, বিষ্ণু, সূর্য্য ও অগ্নি।

—*—

৭। সপ্তশ্লোকী গীতা।

[শ্রীমদ্ভগদ্গীতার নিম্নোক্ত সাতটী শ্রেষ্ঠ শ্লোককে 'সপ্তশ্লোকী গীতা' বলে।

(১) কবিং পুরাণ-মনুশাসিতার-
মণো-রণীয়াংস-মনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতার-মচিন্ত্য-রূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ [৮।৯]।

(২) ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম-নুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ [৮।১৩]

(৩) মন্মনা ভব মদ্-ভক্তো মদ্-যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব-মাত্মানং মৎ-পরায়ণঃ ॥ [৯।৩৪]

(৪) স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্য-নুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ [১১।৩৬]

(৫) সর্ব্বতঃ পাণি-পাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরো-মুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিম-ল্লোকে সর্ব্ব-মাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ [১৩।১৩]

(৬) ঊর্দ্ধমূল-মধঃশাখ-মশ্বত্থং প্রাহু-রব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি য স্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ [১৫।১]

(৭) সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞান-মপোহনং চ।
বেদৈ শ্চ সর্ব্বৈ-রহ-মেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ [১৫।১৫]



৮। সপ্তশ্লোকী চণ্ডী।

[শ্রীচণ্ডীর নিম্নোক্ত সাতটী শ্রেষ্ঠ শ্লোককে 'সপ্ত শ্লোকী চণ্ডী' বলে।]

(১) জ্ঞানিনা-মপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলা-দাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥-[১।১।৫৫]

(২) দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতি-মশেষ-জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি-মতীব শুভাং দদাসি।

দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকার-করণায় সদার্দ্র-চিত্তা ॥-[২।৪।১৭]

(৩) সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥-[৩।১১।১০]

(৪) শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যা-র্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥-[৩।১১।১২]

(৫) সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥-[৩।১১।২৪]

(৬) রোগা-নশেষা-নপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলা-নভীষ্টান্।
ত্বামা-শ্রিতানাং ন বিপন্ নরাণাং
ত্বামা-শ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥-[৩।১১।২৯]

(৭) সর্ব্ববাধা-প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যা-খিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্য-মস্মদ্-বৈরি-বিনাশনম্ ॥-[৩।১১।৩৯]

—০—

৮ শাখা

গুরু সঙ্গীত।

১। [বাউল সুর—লোভা]

গুরু যে ধন চিন্‌লি না মন, ভবে এমন ধন আর পাবিনা।
দয়াল গুরু বিনে ত্রিভুবনে কেউ নয় রে তোর আপনা ।১

গুরু যে অমূল্য রতন, ভূমণ্ডলে নাই এমন ধন।
ধ্যান করিলে গুরুর চরণ শমন ভয় আর থাকে না ॥২

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবা-কারে গুরু আছেন সহস্রারে।
পরম ব্রহ্ম ব'লে তাঁরে জেনে রেখো ভুল না ॥৩

গু-শব্দে অজ্ঞানা-ন্ধকার, জ্ঞানালোক অর্থে হয় রু-কার।
(যে জন) জ্ঞানদানে অজ্ঞান নাশে গুরু হয় মন সে জনা ॥৪

মায়া-বিজৃম্ভিত বিশ্ব, গু-শব্দ-প্রতিপাদিত।
রু-কার হয় ব্রহ্ম-পদার্থ, (যাঁরে) জান্‌লে মায়া থাকে না ॥৫

মন্ত্রদাতা হ'ন যে "গুরু", মন্ত্র হ'ন "পরম গুরু"।
জীবাত্মা হ'ন "পরাপর গুরু" তাকি জাননা ॥৬

ব্রহ্ম "পরমেষ্ঠী গুরু" বলে যাঁরে জগদ্‌গুরু।
সেই গুরুজনে এ ভাবে মন, কর তুমি সাধনা ॥৭

শোন বলি রে অবোধ মন, সার কর সেই গুরুর চরণ।
(তবে) এড়াইবে ভব বন্ধন, জন্ম মৃত্যু হবে না ॥৮

—০—

২। গুরুর স্পর্শে ঈশ্বরের নাম স্বতঃ মুখে ফোটে, এবং শুদ্ধভাব জন্মে।

[কীর্ত্তন]

যাঁরে দেখ্‌লে প্রাণ কেঁদে ওঠে,
যাঁরে দেখ্‌লে প্রেম জেগে ওঠে,

যাঁরে দেখ্‌লে নয়নে ধারা ছোটে,
হরিনাম আপনে ফোটে,
এমন প্রাণের মানুষ মেলে কই ॥
সদাই অঙ্গে পীরিতি পুলক,
নয়নে পীরিতি ধারা,
সদাই রসে রসিক পাগল,
নামে মাতোয়ারা।—
আমি পাই যদি সেই রসিক পাগল,
কোল দিয়ে তাঁরে কোলে লই,
ও তাঁর শীতল অঙ্গের ছায়া লই,
ও তাঁর চরণ-তলে পড়ে রই,
ও তাঁর পদধূলি মাথে লই।
আমি পাই যদি সেই পরশ রতন,
তাঁয় পরশিয়ে রতন হই,
ও তাঁর পরশ লেগে সরস হই,
আমি লোহা থেকে সোণা হই ॥
মলয় বাতাসে ছুঁইলে যেমন
মালতী ফোটেরে বনে,
তেমন সাধুর গায়ের বাতাস লেগে
নাম ফোটেরে মনে।
আমি পাই যদি সেই সরস বাতাস,
ফুলের মত ফুটে রই,
আমি সদা হাসিমুখে রই,

আমি সদা হরিগুণ গাই,
আমি নামের গুণে তরে যাই ॥

—০—

৩। [বাৰ্ত্তল সুর]

কর মন শ্রীগুরু-চরণ ভরসা।
জীবনের নাইরে আশা ॥১

দেহের গুমান কর মিছে, নিঃশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে।
কাল শমনে জাল পেতেছে ভাঙ্‌বে রে তোর্ সুখের বাসা ॥২

ভাই বন্ধু দারা সুত, সকল পথের পরিচিত।
যখন প্রাণ তোর হবে হত, কেউ নারে কর্‌বে জিজ্ঞাসা ॥৩

আপন আপন কর যারে, সে ত সঙ্গে যাবে নারে।
ওরে গুরু ভজন হইল নারে, কেবল ভবে যাওয়া আসা ॥৪

কুমারের হাঁড়ি দড়ি, আর অষ্ট কড়া কড়ি।
(ওরে) চার জনাতে কাঁধে করি গাঙ্গের কূলে দিবে বাসা ॥৫

—০—

৪। [বাউল সুর]

ও মন পাগলা রে,
আনন্দে গুরু-গুণ গাও,
(আনন্দে হরি-গুণ গাও) ॥১

নয়ন দুটী রঙ্গে ভরা,
চরণ দুটী রথের ঘোড়া।
(তোমার) হাত দুখানি শ্রীগুরুর
চরণ সেবায় দাও ॥
[মন পাগলারে গুরুচরণ সেবায় দাও]॥২

মাতৃ-রজে পিতৃ-বীজে
গুরু দিয়েছেন তরী সেজে।
(তুমি) অনুরাগের বাদাম দিয়ে
ধীরে ধীরে বাও ॥
[মন পাগলারে ধীরে ধীরে বাও] ॥৩

চৌদ্দ পোয়া নৌকা দাড়া,
বিনা লোহায় তক্তা গড়া।
এমন তরী কেন না বুঝিয়ে
কুজলে ডুবাও ॥
[মন পাগলারে কেন কুজলে ডুবাও] ॥৪

ধনরত্ন যত ছিল,
কাম কাঞ্চনে হ'রে নিল।
এখন (তুমি) এই খালী ডিঙ্গা
ঘাটে ঘাটে বাও ॥
[মন পাগলারে ঘাটে ঘাটে বাও] ॥৫

—o—

৫। "গুরুনারায়ণ" নাম কীর্ত্তন এবং নারায়ণ তত্ত্ব।

আয় ভাই সকলে, "গুরুনারায়ণ" ব'লে,
আনন্দে মাতিব সবাই।
নারায়ণ পূর্ণ ব্রহ্ম, বিতরিতে "সহজ" কর্ম্ম
অবতীর্ণ হ'লেন ধরায় ॥১

জীবের সহজ কর্ম্ম, স্বভাবেরি তাহা ধর্ম্ম,
শক্তি সঞ্চারিয়ে তা জাগায় ।
"যজ্ঞানাং জপ-যজ্ঞোঽস্মি," এই হ'লো সাধন-ভূমি,
কলির জীবতরে তা বিলায় ॥২

"কলৌ জপাৎ সিদ্ধি," এই হ'লো শিব-উক্তি,
প্রমাণিতে ধরিলেন কায় ।
জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে শক্তি দেন সবাকারে,
আনন্দে মগন সবাই ॥৩

যে শক্তি গোপনে ছিল, নারায়ণ প্রকাশিল,
বেদাগমে তার প্রমাণ পাই ।
শিব গুরু অভেদ, বিন্দুমাত্র নাহি ভেদ,
হয় ভেদ কেবল মায়ায় ॥৪

"নারায়ণ" নাম নিলে, মায়া যাবে অবহেলে,
তাঁর চরণে শরণ লওরে ভাই ।
(তিনি) জীবনেরি ধ্রুব-তারা, (কভু) হবে নাকো পথহারা
তাঁর দৃষ্টি রাখিলে সদাই ॥৫

নারায়ণ চিদাকার, প্রণব বাচক তাঁর,
হংসপদে চলেন সদায় ।
জপিতে জপিতে নাম, অন্তে পাবে মোক্ষধাম,
নাম-ভেলা ছেড়োনা রে ভাই ॥৬

—০—

৬। গুরুস্বরূপ বর্ণন।

(১) [মিশ্র খাম্বাজ—একতালা]

(আমি) তোমারে জানিব কেমনে—
(তোমায়) চিনিব হে নাথ কেমনে ?
(গুরু) তুমি বিশ্বরূপ, তোমার স্বরূপ
তুমি জানাও যারে সে জানে ॥১

(গুরু) তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ;
(আবার) লীলার কারণ রচি ত্রিভুবন,
তাহাতে হইলে জীব।
(গুরু) তুমি পিতা মাতা জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতা,
আত্মীয় স্বজন দারা সুত সুতা,
(ও নাথ) তুমি স্থূল সূক্ষ্ম সাক্ষী ভোক্তা ভোগ্য-
রূপে আছ সঙ্গোপনে ॥২

(আমি) কেমনে ধরিব তোমারে ?
(নিজে) নাহি দিলে ধরা কভু না যায় ধরা
শত শত শাস্ত্রবিচারে।
(তুমি) কায়মনোবাক্যের হও অগোচর,
কেমনে তোমারে করিব গোচর,
(যদি) কৃপা বিতরণে দেখা নিজ গুণে
নাহি দিবে তব সন্তানে ॥৩

(তব) পদে বাঁধা মোক্ষ-লক্ষ্মী,
(গুরু) তোমারি কৃপায় লভিলে তাহায়,
ছেড়ে যায় যত অলক্ষ্মী।

(ওতার) বিষয়বাসনা না রহে তখন,
জন্মমৃত্যুদুঃখ হয়ে যায় খণ্ডন,
(হয়ে) আনন্দে মগন সে যে অনুক্ষণ
মিশে থাকে তব চরণে ॥৪

(তুমি) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ;
(গুরু) তব ভাবনায় দূরে চ'লে যায়
পাপ তাপ আদি গ্রহ।
(ওনাথ) তুমি হে অরূপ, তোমারি স্বরূপ
না চিনা'লে তুমি, চিনিব কিরূপ ॥
(আমায়) দেখায়ে স্বরূপ ক'রে দাও চুপ,
এই ভিক্ষা মাগি চরণে ॥৫

---

(২) [ভৈরোঁ=একতালা।]

(আজি) হেরি তব মুখ উপজিল সুখ
নবীন উষার আলোকে।
আজি প্রাণ মন আনন্দে মগন
কি আর বলিব কাহাকে ॥১

(তুমি) মাতা পিতা গুরু, বাঞ্ছা-কল্পতরু,
প্রসন্ন প্রশান্ত চারু ;
(তুমি) চতুর্ব্বর্গদাতা মঙ্গলবিধাতা
(তব) প্রসাদে তরিনু শোকে ॥২

ওহে নিরাধার জগত-আধার
প্রকাশে তোমার নূতন উষার
অপূর্ব্ব আলোকে হৃদয়-আঁধার
দূরে গেল মোর আজিকে ;
বৃক্ষ লতা বনে, পশু-পক্ষিগণে,
নর নারী-সম্মিলনে
(ওনাথ) হেরিয়ে তোমারে সকল সংসারে
(মম) অন্তর পূরিল পুলকে ॥৩

এই স্বচ্ছ পুণ্য, পরিচ্ছেদ শূন্য,
বিশাল সুন্দর অসীম গগন,
বিশ্ব-বিধারণ দৃশ্যবিমোহন
(গুরু) প্রকাশ করিছে তোমাকে ;
তারা, শশধর, আর দিবাকর,
সৌদামিনী, বৈশ্বানর,
(সবে) লভিয়া তোমার জ্যোতির ভাণ্ডার
ভাতিছে দ্যুলোকে ভূলোকে ॥৪

আকাশে, বাতাসে, তেজে, জলে, দেশে,
তোমার মূরতি সর্ব্বদিকে ভাসে,
ভাবের বিকাশে মাতিয়ে হরষে
(আমি) হারাইনু আপনাকে ;
(তুমি) পরমাত্ম-রূপে মম হৃদি কূপে
আছ হে কতই চুপে ;

(ধরা) পড়েছ এবার, ও হে প্রাণাধার,
(আর) ছাড়িব না কভু তোমাকে ॥৫

৭। গুরু-রূপে ব্রহ্ম ভাবনা।

[আলেয়া—একতালা]

(ও মন) তাঁরে ভাব অনুক্ষণ,
যিনি সকলের জীবন।
স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন বিনে
কভু মিলেনা সে ধন ॥১

রূপহীন তিনি রূপের আধার,
গুণহীন হন গুণের আগার,
ইন্দ্রিয়হীন করেন ইন্দ্রিয় ব্যাপার,
(তিনি) সচ্চিদানন্দ লক্ষণ ॥২

খেতে শুতে যেতে উঠিতে বসিতে,
দিতে নিতে পেতে দেখিতে শুনিতে,
দিবাতে নিশাতে সকল কাজেতে
(সদা) কররে তাঁরে স্মরণ ॥৩

তাঁরি ভাবনাতে দূর হয় সকল দুখ,
না ভাবিলে তাহা বুঝিবে কিরূপ ?
ভাবিতে পারিলে পাবে মুক্তি-সুখ,
(তোমার) ঘুচিবে ভববন্ধন ॥৪

নাহি যাঁর রূপ, সে যে অপরূপ ;
বল, 'তাঁর ধারণা করিব কিরূপ ?'
অরূপই তাঁর রূপ, একমাত্র চুপ,
(চুপ) হ'লে পাবে দরশন ॥৫

ইচ্ছা কর যদি সাকারে দেখিতে,
গুরুরূপে তাঁরে দেখ হে জগতে ;
গুরু ব্রহ্মে ভেদ নাহি কোন মতে,
(জেনো) এই বেদানুশাসন ॥৬

গুরুরূপে তাঁরে যে ভাবে সে পাবে,
এ ভাবের অভাবে কভু না মিলিবে,
(সে যে) ভবারাধ্য ধন ভবে সদা ভাবে,
(তাঁরে) ভিন্নভাবে ভাবে মূর্খগণ ॥৭

৮। উদ্বোধন।

(১) [ভৈরবী—একতালা]

ভকত-ভাগ্য গগনে উদিল
নারায়ণ-রবি হাসিয়া।
হৃদি সরোবরে নিবৃত্তি-নলিনী
অমনি উঠিছে ফুটিয়া ॥১

হ'তেছে শকতি-কিরণ পাতন,
কিরণ নহে—হৃদয়-বিজয়-কেতন,

মন্ত্রে হ'তেছে মধুর ভাষণ,
পরাণ ল'তেছে কাড়িয়া ॥২

(হ'য়ে) অন্তরসম অন্তরতম
নাশিছে সবার অন্তরতমঃ,
ভ্রান্ত পথিকের ভাঙ্গিছে বিভ্রম
পথের পতাকা ধরিয়া ॥৩

ভাতিল ভাস্বর তাপস-তপন,
কেন আর কর আপন গোপন,
খু'লে আবরণ, হও রে চেতন,
মায়ার স্বপন ভাঙ্গিয়া ॥৪

হৃদয়-দুয়ার দেওরে খুলিয়া,
মুকত-কিরণ পড়ুক আসিয়া,
ফুটিতে চাহে যা জীবন ব্যাপিয়া
আজ যাক্ তাহা ফুটিয়া ॥৫

জয় নারায়ণ! তব নাম-গানে,
মতি যেন মোর থাকে অনুক্ষণে,
জীবনের সাধ, পাতকী-পরাণে
আশীষ পড়ুক ঝরিয়া ॥৬

—০—

(২) [ঝিঁঝিঁট]

(নমস্তে) পরব্রহ্মরূপ গুরু করুণা-নিদান।
চির পূজ্য হে, উজ্জ্বল, মুক্ত, মহান্ ॥১

দুর্গম পথ অতি ঘন তমসায়,
চলিব সংসার মাঝে কোন্ ভরসায়।
কেমনে ঘুচিবে আঁধি,
তুমি না দেখাবে যদি
চির উদার উন্নত চরণ-নিশান ॥২

কুটিল কুয়াসা ঘেরা পথ-সীমানা,
আঁধারে চলিব কোথা নাহি ঠিকানা।
নিয়ে চল সাথে সাথে
তব পরিচিত পথে
কলুষ বিনাশি প্রভু দাও হে কল্যাণ ॥৩

ভব-সাগর মাঝে তুমি আলোক-রেখা,
পথহারা তরণীরে দিবে কি দেখা।
দাও পথ-পরিচয়
হে চির মঙ্গলময়,
রাখ হে গৌরব তব ওহে গরীয়ান্ ॥৪

—০—

৯। গুরু মহিমা বর্ণন।

[টোড়ি ভৈরবী]

নমো নারায়ণ, গুরু জ্ঞানঘন,
পতিত-পাবন, নবঘন-শ্যাম।
ত্রিগুণ-বারণ, ত্রিতাপ-হরণ,
রাম নারায়ণ, বৃন্দাবন-ধাম ॥১

তব গুণ গানে হইয়ে মগন
বাসনা তোমারে হেরি অনুক্ষণ।
(নাথ) তুমি সকলেতে, সকলি তোমাতে,
হরে কৃষ্ণ হরে জয় শিব রাম ॥২

ভব-রোগ-শোক বিনাশ করিতে
গুরু দেববৈদ্য আসিলে ধরাতে।
তোমারে হেরিলে নিজ নিজ দেহে,
শিব শক্তি রূপে কর প্রাণারাম ॥৩

তব দাস ভণে সদানন্দ মনে,
গুরু-কৃপা বিনে সকলি বিফল।
(মন) তাঁহারি চরণে অর্পিয়া সকলি
নিজ কাজ করি চল নিত্যধাম ॥৪

১০। গুরুই সাধন ভজনের মূল।

[বাউল সুর]

গুরু বস্তু ধন বিনে কি ধন আছে,
সাধন ভজন আগে পাছে।
সাক্ষাতে থাকিতে বস্তু, ধ্যান করা মিছে,
অনুমান ভজনা নাস্তি, তারে বর্ত্তমান কর কাছে ॥১

স্থূল, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধি, বিচার পাছে পাছে।
স্থূলে মূল যার ঠিক্ হয়েছে, তার সাধন ভজন কাছে ॥২

অনপিত ধন গুরু অর্পণ করেছে।
ভাগ্যবান্ জীব যে হয়েছে, তার ভাগ্যেতে ঘইটেছে ॥৩

গোসাই রামানন্দে বলে, আত্মারাম জ্ঞান যার হয়েছে।
"জয় কৃষ্ণ ওঁ" ভজন বিনে, তার অন্য সাধন মিছে ॥৪

৮১। কীর্ত্তন।

(আজি) জয় গুরু বলি এস সবে মিলি
ডাকি হে গভীর হুঙ্কারে।
(আর) থেকনা অলসে, মনের হরষে
মহিমা তাঁহার গাও রে ॥১

এস ভাই একসঙ্গে মাতিয়ে উৎসব-রঙ্গে
মোরা গুরুনাম গাই অবিরাম
ভাসিয়ে প্রেম-তরঙ্গে
[মোরা গুরুনাম গাইরে,—মাতিয়ে উৎসব রঙ্গে—
ভাসিয়ে প্রেম তরঙ্গে];
গভীর নিনাদ তুলি গগন আকুলি হে,—
(ধ্বনি) ত্রিলোক ভেদিয়ে গুরু-লোকে গিয়ে
পশিবে তাঁর দুয়ারে ॥২

(মোরা) সেই ধ্বনি-গুণ ধরি বেয়ে যাব দেহ-তরি,
অচিরে বসিব ঘিরি সে অভয় চরণে

[বেয়ে যে যাবহে—সেই ধ্বনি-গুণ ধরি,—তরি উজান বেয়ে যাবহে - উল্টো বাতাস বহিলেও (সংসারের কামকাঞ্চনের)];

(সেথা) মিলিয়ে তাঁহার সনে সদা প্রেম-আলাপনে,
(পিয়ে) চরণ-অমৃত হইব অমৃত
দিত্য রস আস্বাদনে
[অমৃত হব হে—গুরুচরণ-অমৃত পানে,—নিত্য রস আস্বাদনে,
তত্ত্ব-সুধা পানে মোরা অমৃত হব হে—আনন্দে মজিব হে] ;
(তখন) পাইব অক্ষয় ধাম হব পূর্ণকাম হে—
(মোরা) হইব হে ধন্য সর্ব্বশোকশূন্য
যাইয়ে ভবের পারে ॥৩

—*—

৯২। মাল্যদান।

(১) [আলাইয়া—একতালা]

(গুরু) তোমায় দিব কিবা ফুল।
(মোদের) কিবা ফুল আছে, কি দিয়ে সাজাব
(গুরু) তব চরণ রাতুল ॥১

তুমি হে মোদের হৃদয়েরি রাজা,
(মোদের) কারো ফুল বাসি, কারো ফুল তাজা,
তাই দিয়ে প্রভু, এই মালা সাজা,
(গুরু) তুমিই সবার মূল ॥২

(হেথা) কেহ বিকশিত, কেহ আধ ফোটা,
কলিকাও হেথা আছে দুচার গোটা,
এ বিচিত্র মালা তব কারুকলা,
(তোমার) কৌশল কিবা অতুল ॥৩

(জানি) ও পদ পরশি তাজা হয় বাসি,
তাইত ও পদ এত ভালবাসি,
(ঐ) চরণ-বাতাসে কলি ফোটে হাসে,
(কিবা) মহিমা তব বিপুল ॥৪

ধর হে নিপুণ, ওহে মোর মালী,
তোমারি মালায় সাজাইয়ে ডালি,
প্রেম-গন্ধ মাখি শ্রীচরণে ঢালি
(মোদের) এই যে কুসুমকুল ॥৫

ধর হে ধর হে কর হে গ্রহণ,
মোরা অকিঞ্চন করি আকিঞ্চন,
(মোরা) না জানি ভজন, না জানি পূজন,
(কেবল) ভরসা চরণ-ধূল ॥৬

(২)

হৃদয় তন্ত্রে বাজিল আজিকে
কেন গো নবীন ছন্দ,
বহিল ভূতলে বিপুল পুলকে
মধুর মারুত মন্দ ॥

সত্য শুভ্র নব যুগে আজ
ঝরিতেছে মকরন্দ,
প্রীতি পরিমলে পুলকে মাতিল
মুগ্ধ মানব-বৃন্দ ।

আজি বুঝি মোর প্রাণের দেবতা
পেয়েছিল চিদানন্দ,
এসেছিল হেসে বিশ্বের পাশে
ফুটাইতে আঁখি অন্ধ ॥১

সত্য চিতি প্রেম প্রকাশনে
তোমার হৃদয়-গ্রন্থ,
খুলেছে এদিনে পরাণে পরাণে
বিতরিতে জ্ঞানানন্দ ।

তাই আজি দেব এসেছি আমরা
তোমার চরণ প্রান্ত,
ধন্য হইব পূজিয়া হে প্রভো
কোমল চরণ দ্বন্দ্ব ॥২

ধর ধর দেব ! পর গলে আজ
মাল্য লিপ্ত-গন্ধ,
গাথিয়াছি ফুলে প্রেম বিল্বদলে
কৃপাকর দীনবন্ধো ।

ভকতি মুকতি পরম পীরিতি
শরণ পদারবিন্দ,
দেহ, শিরে ধরি পিয়াসা নিবারি
পানে ও মধুর-স্যন্দ ॥৩

—*—

১৩। শান্তি প্রার্থনা।

(১) [বিভাস—পোস্ত]

যাচি হে আশীষ গুরু, আমরা ব্যাকুল প্রাণে।
আসিয়াছি তাই আজি তোমার শুভ সদনে ॥
(মোরা) ভিখারী তোমার দ্বারে চরণ ধূলির তরে,
দিয়ে ধূলি লও হে তুলি অধম পতিত জনে ॥১

সহস্রারে ঊর্দ্ধমূল তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
অধোদেশে শাখাকুল সাজায়ে রেখেছ গুরু,
মূলেতে অমৃত ফল অতি সুচারু ;—
নিবৃত্তি মূলের নাম, শাখা সে প্রবৃত্তি কাম,
(কত) রসাল ফলের ধাম, খেয়ে মত্ত জীবগণে ॥২

হেন কল্পতরু পাশে যে জন যে ফল চায়,
যে যায় যাহার আশে সেই ত তাহাই পায়,
মূলেতে যে মোক্ষ ফল নাহি জানে হায় !—
মূলেতে যে ফল আছে, ওহে গুরু তব কাছে
তব পুত্রগণ যাচে, দাও তব স্নেহগুণে ॥৩

আমরা তোমারে পূজি হেন কি শকতি ধরি,
হৃদয়াকিঞ্চন বুঝি পূজা তুমি লহ হরি,
দোষ ত্রুটী যত কিছু ক্ষমা করি হে ;—
(মোদের) কিছু যে নাহিক বিনা তোমার করুণা কণা,
তোমার যোগ্য দক্ষিণা বল কোথা পাবে দীনে ॥৪

কৃপা বলে প্রভো তব যাহা কিছু উপার্জ্জন
করিয়াছি, করি সব ওই শ্রীপদে অর্পণ,
স্নেহ গুণে কর পিতঃ তাহাই গ্রহণ ;—
আশীর্ব্বাদ কর হেন, বর্ষ-অবসানে যেন
(মোরা) মিলি ভ্রাতাভগ্নীগণ তব শুভ শ্রীচরণে ॥৫

(২)

গুরুনারায়ণ, আশীষ বর্ষণ
কর তব দীন দুর্ব্বল সন্তানে।
মোদের তুমি বিনে কে আছে ভুবনে
নাশিতে অজ্ঞানে যোগজ্ঞান দানে ॥১

পাপের কুমন্ত্রণা যেন নাহি জাগে,
এই ভিক্ষা প্রভু মাগিছে শ্রীপদে।
থেকে মোদের হৃদে রেখ নিরাপদে
বিপদে সম্পদে জীবনে মরণে ॥২

(হ'য়ে) নিত্য, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, অক্ষয়,
অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অব্যয়।
ক'রে দেহাশ্রয় জন্মমৃত্যু ক্ষয়
করিতেছ নাথ, তত্ত্বজ্ঞান দানে ॥৩

ভবারাধ্য ধন ও রাঙ্গাচরণ
মোহমগ্ন হ'য়ে চিনি নাই কখন।

করি নিবেদন, যেন মোদের মন
সদা সর্ব্বক্ষণ থাকে ঐ চরণে ॥৪

তোমারি আদেশ সদা শিরে ধরি
সাধন পথেতে বিচরণ করি।
দিতে যেন পারি ভব-বারি পারি,
ডুবি নাহি যেন এ মোহ-জীবনে ॥৫

বরষ ব্যাপিয়ে চরণ স্মরিয়ে
সকলে মিলিয়ে এ দিনে আসিয়ে।
তোমারে হেরিয়ে জুড়াইব হিয়ে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব চরণে ॥৬॥

(৭) [কাফি—পোস্ত]

মিলিয়াছি মোরা আজি ভ্রমি দেশদেশান্তরে
প্রভু তব পদ ছায়ে শান্তি লভিবার তরে ॥১

এ সংসার মরু-ক্ষেত্র, তব ধাম 'দ্বীপ' মাত্র,
ছায়া বারি আছে যত্র শান্তি দিতে পথিকেরে ॥২

এই সে মরুর পথে ত্রিতাপ-রবির তাতে
আকুল হ'য়ে পিপাসাতে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে ॥২

বিষয়-রস-মরীচিকা বিষম ভ্রম-সাধিকা।
(তার) পিছে পিছে ছুটি একা বারিপান করিবারে ॥৩

কোথা জল নাহি পাই, শুষ্ক কণ্ঠে কাঁদি সদাই।
ছায়া জল আশে গো তাই ছুটেছি তব দুয়ারে ॥৪

পিপাসার শান্তি-জল, আর ছায়া সুশীতল,
তব পদ-তরুতল কিবা সুশোভিত করে ॥৫

(তাহে) লভিয়ে বিমল শান্তি শান্ত হ'ল সব ক্লান্তি,
ঘুচিল মনের ভ্রান্তি, পাপ তাপ গেল দূরে ॥৬

কর দেব আশীঃ হেন, এই শান্তি ল'য়ে যেন,
ক'রে মরু-উত্তরণ শান্ত হই চিরতরে ॥৭

—*—

(৪) [টোরি ভৈরবী]

গুরু নারায়ণ অনাথ-শরণ,
করি নিবেদন আকুল পরাণে।
ভ্রমি দেশে দেশে কত শত বেশে
আসিয়াছি শেষে তব নিকেতনে ॥১

আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি,
নাহিক শকতি কুসুম-চয়নে।
নাহি বিল্বদল, পূত গঙ্গাজল,
কিম্বা শতদল, পূজিব কেমনে ॥২

(তব) করুণা কেবল এ দীন-সম্বল,
আর কোন বল পাই না সন্ধানে।

(তাই) তব নিজগুণে প্রেমা-মিয় দানে
সাজিয়ে সন্তানে রাখহে চরণে ॥৩

—০—

১৪। শ্রীগুরুস্তুতি।

[গৌর সারঙ্গ — ঠুংরি]

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে।
শরণাগত-কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥১

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥২

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নর ত্রাণ তরে হরি চাক্ষুস হে।
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৩

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৪

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখশান্তি বরাভয়-দায়ক হে।
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৫

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে
গতিহীনজনে তুমি রক্ষক হে।
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৬

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতা-ধম-মানব-পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৭

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৮

—০—

১৫। গুরুস্তোত্রম্ ।

নম স্তুভ্যং মহামন্ত্র-দায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশায় সংসার-দুঃখ-তারিণে ॥১

অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়া-জ্ঞান-হারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্য-দায়িনে ॥২

শিবতত্ত্ব-প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশনে।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকা-ভয়-দায়িনে ॥৩

অনাচারা-চার-ভাব-বোধায় কাম-হেতবে।
ভাবা-ভাব-বিনির্ম্মুক্ত-মূর্ত্তয়ে গুরবে নমঃ ॥৪

নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং দিব্যভাব-প্রকাশিনে।
জ্ঞানা-নন্দ-স্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥৫

শিবায় শক্তিনাথায় বিদ্যানাথায় সচ্চিতে।
কামরূপায় কামায় কামকেলি-কলাত্মনে ॥৬

কুলপূজো-পদেশায় কুলাচার-স্বরূপিণে।
আরক্ত-নিজ-তচ্ছক্তি-সমাগম-বিভূতয়ে ॥৭

নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ ॥৮

ইদং স্তোত্রং পঠেন্ নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি ॥৯

কুলসম্ভব-পূজায়া-মাদৌ যো ন পঠে-দিদম্।
বিফলা তস্য পূজা স্যাদ্ অভিচারায় কল্পতে ॥১০

—ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং গুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

—০—

১৬। শ্রীগুরু-ভজনাষ্টকম্।

সম্প্রবোধ্য প্রসুপ্তাং সঃ শক্তিং সুখপ্রদায়িনীম্।
দদাতি নির্ম্মলং সৌখ্যং সুখদং তং গুরুং ভজে ॥১

যস্য মন্ত্র-প্রভাবেণ শিষ্যাণাং দেহযন্ত্রকে।
স্ফুরতি মহতী শক্তিঃ শক্তিদং তং গুরুং ভজে ॥২

সমতিক্রম্য কান্তারং সুদীর্ঘং সাধনাত্মকম্।
জীবন্মুক্তি-পদং প্রাপ্তং পান্থং পুরাতনং ভজে ॥৩

অনর্থ-মিতি কৃত্বার্থং পরমার্থ-নিষেবিণম্।
পাতকগণ-নাশায় স্বশক্তি-পাতকং ভজে ॥৪

তনোতি যঃ পরং জ্ঞানং মহামোহ-তমোনুদম্।
মন্ত্রতন্ত্রবিদং শান্তং সদ্‌গুরুং তং সদা ভজে ॥৫

ঐক্যমাপদ্যতে যেন জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
লীলয়া সিদ্ধযোগেন যোগীন্দ্রং তং সদা ভজে ॥৬

কুলমার্গেণ যো ভক্তং প্রাপয়ত্যকুলং পদম্।
কলুষকুল-নাশনং কৌলং তং সততং ভজে ॥৭

অসতো গময়েৎ সদ্ যো জ্যোতিশ্চ তমসো জনম্।
গময়েচ্চামৃতং মৃত্যো স্তং গুরুং সততং ভজে ॥৮

—০—

১৭। গুরুপাভি-স্তুতিঃ।

যস্ত্ব-প্য-খিলেষ্ব-সি বিশ্বমূর্তি-
রচিন্ত্যরূপশ্চ শ্রুতৌ গীয়সে।
মনুষ্যবপুস্ত্ব মদ-নুগ্রহায়
গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেব দেব ॥১

যথৈব স্ফূর্ত্তিঃ প্রতিমাসু দেব্যা
স্তথৈব দেহেঽস্মিন্ বিভো স্তবৈব।
নো চেৎ কো বিত্যাদ্ধি তব স্বরূপং
গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেব দেব ॥২

জগন্নাথোঽপি ত্বং মমৈব নাথো
জগদ্গুরু-রপি মমৈব নেতা।
উদ্ধর্ত্তু-মস্মাংশ্চ লীলা-বিগ্রহো
গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেব দেব ॥৩

ভবা-ব্ধা-ব-পারে নিমজ্জমানং
কৃপানিধি বীক্ষ্য সহায়হীনম্।
স্বয়ম-পারে মাং নয়সী-ষ্টরূপো
গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেব দেব ॥৪

তাপান-শেষান্ প্রণিহত্য শান্ত্যা
নিযুঙ্ক্ষে সুমার্গে বিমার্গ-লগ্নম্।
অতোঽসি শ্রেষ্ঠশ্চ গুরু র্গরীয়ান্
গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেব দেব ॥৫

বশংগতস্য মে গুণৈঃ প্রকৃত্যা
রুচি র্ন ভবেন্ন ত্ব-দুক্ত-কৃত্যাম্।
সাপি চ যথা স্যাৎ তথা দয়স্ব
গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেব দেব ॥৬

—*—

১৮। অষ্টাঙ্গ গুরু প্রণাম-মন্ত্রং।

শরণাগতপালক ভববন্ধবিমোচক।
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক তুভ্যং মদ্গুরবে নমঃ ॥১

সত্ত্বঃ-প্রত্যয়-কারক কুণ্ডলিনী-প্রবোধক।
পরমানন্দ-ভাসক তুভ্যং মদ্গুরবে নমঃ ॥২

কুলমার্গপ্রদর্শক সাক্ষা-ন্নির্ব্বাণ-দায়ক।
তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক তুভ্যং মদ্গুরবে নমঃ ॥৩

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক সর্ব্বমঙ্গলকারক।
সংশয়-ভ্রম-বারক তুভ্যং মদ্গুরবে নমঃ ॥৪

যৎকৃপালাভমাত্রেণ নরো বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।
তৎপাদ-যুগলং পুণ্যং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৫

যো দত্বা সহজানন্দং হরতী-ন্দ্রিয়জং সুখম্।
তৎপাদ-যুগলং পুণ্যং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৬

যঃ ক্ষণেনা-ত্ম-সামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি।
তৎপাদ-যুগলং পুণ্যং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৭

যৎ প্রসাদাল্ লভেৎ সর্ব্বদীক্ষা-যোগফলং নরঃ
তৎপাদ-যুগলং পুণ্যং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৮



১৯। গুরু সম্বন্ধে অন্য গীতাদি ৫২—৬২ পৃষ্ঠায় দেখ।

৯ শাখা

তত্ত্ব সঙ্গীত।

১। দেবতাবিশেষে আপনপরভাব অনুচিত।

(১) [খাম্বাজ—পোস্ত]

বৃথা তুমি দ্বেষাদ্বেষি ক'রো নারে অবোধ মন।
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ভাব সদা সর্ব্বক্ষণ ॥১

কালী কালা শিব রাম, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র কাম।
সকলি তাঁহারি নাম, সকলি হয় সেই একজন ॥২

তিনি যক্ষ রক্ষঃ ধনেশ, তিনি কার্ত্তিক, তিনি গণেশ।
তিনি সর্ব্ব দেব দেবেশ, তিনি সর্ব্ব দেবীগণ ॥৩

(তিনি) গড্ আল্লা ফরাতারা, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তারা।
ত্রিজগতে তাঁহা ছাড়া, কোথা কিছু নাই কখন ॥৪

সচ্চিদানন্দ রূপেতে, তিনি বিরাজ করেন সর্ব্বভূতে।
এই অনন্ত কোটি জগতে, তিনিই সকলের জীবন ॥৫

সাধকানাং হিততরে (সে) নানাবিধ রূপ ধরে।
যে যে রূপে ডাকে তাঁরে সে রূপে দেয় তায় দরশন ॥৬

শুন রে মন সার মর্ম্ম, এই জীব জগৎ সকলি ব্রহ্ম।
ত্যজিয়ে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁর চরণে লওরে শরণ ॥৭

(২) অন্যান্য গান ১২০—১২৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

—*—

২। ভগবানের স্বরূপ জানার প্রার্থনা।

[টোড়ি ভৈরবী]

ওহে বিশ্বপতি, করি এ মিনতি,
দাও হে শকতি তোমারে বুঝিতে।
তুমি বিনে আর কে আছে আমার
তোমারি স্বরূপ পারে বুঝাইতে ॥১

যে নয়নে সব করে দরশন,
সে নয়ন তোমায় হেরেনি কখন।
নয়নেতে তুমি থেকে সর্ব্বক্ষণ
দিতেছ শকতি জগত হেরিতে ॥২

শ্রবণ তোমারে শুনেনি কখন,
শ্রবণেতে তুমি আছ অনুক্ষণ।
বাগেন্দ্রিয়ে তুমি করিয়ে গমন,
ভাল মন্দ কথা থাকহে কহিতে ॥৩

ত্বগিন্দ্রিয় তোমায় পায় না ছুঁইতে,
করে কভু তোমায় পারে না ধরিতে।
পাদেন্দ্রিয়ে নারে তব পাশে যেতে
তুমি কিন্তু নাথ আছ সকলেতে ॥৪

যখন আমি তোমায় করিতে মনন,
তোমারে না পেয়ে ফিরে আসে মন।
কত দুঃখ চিতে হয় যে তখন,
বলিতে অক্ষম তোমার সাক্ষাতে ॥৫

প্রাণের প্রাণ তুমি, এই মাত্র শুনি,
প্রাণ কিন্তু তোমায় জানেনি কখনি।
ওহে হৃদয়স্বামী, তব তত্ত্ব তুমি
বুঝাইলে আমি পারিব বুঝিতে ॥৬

—*—

৩। ভগবৎ স্বরূপ দর্শনের ও শান্তির প্রার্থনা।

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি,
পাই না কেন গো খুজিয়া।
অন্ধ নয়ন হেরে না তোমারে,
কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া ॥১

সংসারের তাপে তাপিত পরাণ,
তাই নাহি পাই তোমারি সন্ধান।
স্নিগ্ধ করহে এ দগ্ধ হৃদয়
দিয়ে প্রেম-রস ঢালিয়া ॥২

ডুবে যায় রবি নাহি আর বেলা,
মিছে কেন আর এই ধুলা খেলা।
লভিতে চরণ আকুল পরাণ,
দেখা দেও হৃদে আসিয়া ॥৩

খুলে দেও আঁখি মায়ারি বন্ধন
ঢালিতে ভকতি-কুসুম চন্দন।
শান্তি সুখ লভুক জীবন
তোমারি চরণ পূজিয়া ॥৪

———

৪। ভগবৎ-প্রেমফলে সাধকের অবস্থা।

(১) [সুরট মল্লার—একতালা]

নাথ, যে তোমারে ভালবাসে,
সে যে আনন্দ-সাগরে সদাই সাঁতারে,
কখন ডোবে, কখন ভাসে ॥

কামিনী কাঞ্চনে যে জগত বশ,
তার মন তাতে সতত নীরস।
সে তোমা সনে নাথ, হ'য়ে এক রস
বেড়ায় সদা চিদা-কাশে ॥১

লোকে দেখে তার বড়ই অভাব,
তার মনে কিছু থাকে না অভাব।
মুক্ত হ'য়ে সে যে সব ভাবা-ভাব
সদা থাকে ঐ চরণে মিশে ॥

ক্রমে ছাড়ে তারে দারা-সুতগণ,
তার না লয় সন্ধান আত্মীয় স্বজন।
তখন বিশ্বজনগণ হয় যে তার আপন,
সে যে বিশ্ব প্রেম-সিন্ধু নীরে ভাসে ॥২

বাসস্থান তার থাকে না নিশ্চয়,
যেখানে সেখানে সদা সুখে রয়।
তার শয্যা হয় ভূতল, চর্ম্মাম্বর সম্বল,
সে যে থাকে সদা তব ধ্যানা-বেশে ॥

সর্ব্ব পরিগ্রহ করি পরিহার
জাতি কুল মানাদির না করে বিচার।
এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হেরি ব্রহ্মাকার
সদা মজে থাকে ব্রহ্মানন্দ-রসে ।৩

(তার) মানে অপমানে না রয় রাগদ্বেষ,
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বে নাহি রহে ক্লেশ।
পরিহরি সর্ব্ব বিষয়েরি লেশ,
এড়ায় জন্ম মৃত্যু-ক্লেশ অনায়াসে ॥

আত্ম-পর-ভাব হ'য়ে বিস্মরণ
সর্ব্বভূতে তোমায় করে দরশন।
তখন প্রেম-সিন্ধু নীরে হইয়ে মগন,
সদা জ্ঞানা-নন্দে ভাসে ॥৪

এই সংসারেরি মূল অবিদ্যা-হঙ্কার,
তাতে কভু মন থাকে না তাহার।
দেখে "আমার আমার" এ সব লোক-ব্যবহার
সে যে সদা মনে মনে হাসে ॥

(নাথ) প্রাণে প্রাণে তোমায় যে জন ভালবাসে,
মায়া-বন্ধন-মুক্ত হয় সে অনায়াসে।
সে যে তব কৃপাবশে তোমাতেই মিশে
ফিরে আসে না আর ভব-বাসে ॥৫

—*—

(২) অন্যান্য গান ৩০, ৩১, ১৪৩—১৪৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

৫। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে সাধকের অবস্থা

[বাউল সুর]

আঁধার ঘরে বিরাজ করে রসের বাতি।
আলোর বিরাম নাই রে,
সে যে সমান ভাবে জ্বলে দিবারাতি ॥১

যে বুঝেছে বাতির মর্ম্ম, হয়েছে তার সফল জন্ম,
সংসারে ঘটে না দুর্গতি।
সে আর লুকিয়ে করেনা কর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
নাইকো আত্ম-অভিমান, ব্রহ্মগত প্রাণ,
নিত্যানন্দ-পুরে সদা বসতি ॥২

আকাশ পাতাল ভূতল জু'ড়ে বাতির আলো বেরোয় ফুরে,
চোরে নারে করতে ডাকাতি।
শুনলে লোক বলবে ক্ষেপা, আলো থাকে আঁধার চাপা,
যাদের নাই নয়ন-তারা, দেখ্‌তে তাঁরে পায়না তারা,
উলটে মরে কেবল পাঁজি পুথি ॥৩

৬। সুখধাম কিরূপ।

[বেহাগ]

সে কোন্ জ্যোছনা দেশ সই রে ॥
অগণন চকোর মধুপানে বিভোর
নাহি জানে নিত্যসুখ বৈ রে ॥১

পাষাণ ভেদিয়ে ফুটে জীবনেরি ফুল রে ;
সাগর অমৃতময় নাহি তার কূল রে ;
প্রেম নির্ঝরিণী যত উরধ-গামিনী,
কৈ সে দেশ সই, কৈ রে ॥২

বদন সোহাগে চুমে চরণেরি মূল রে,
প্রাণময়ী ভাষা যথা, নাহি তার ভুল রে ;
যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখ রে,
তুমি মানে আমি বৈ আর কিছু নয় রে ॥৩

সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকারে চুপে ;
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে ;
নিরাধার মহাপ্রাণ দিবানিশি জাগে,
কৈ সে দেশ সই, কৈ রে ॥৪

—*—

৭। স্বভবনে গমনোপায়।

[পরজ বা সুরট মল্লার]

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ॥১

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোমার পর, কেহ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন
ভুলেছ আপন জনে ॥২

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ।
পরম যতনে রাখরে প্রহরী
শম দম দুই জনে ॥৩

সত্য-রথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ।
সঙ্গেরি সম্বল রাখ পুণ্য-ধন
যতনে অতি গোপনে ॥৪

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম,
শ্রান্ত হইলে তথায় করিও বিশ্রাম।
ভ্রান্ত হইলে তখন সুধাইও পথ
সে পান্থ-নিবাসী জনে ॥৫

যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দোহাই দিও সে রাজার।
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥৬

—*—

৮। আয়ুঃসূর্য্য অস্ত না যাইতে ভগবৎ শরণ নিতে হয়

[পূরবী — আড়া]

দিবা অবসান হ'ল, কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভব-নদী করেছ কি আয়োজন ॥১

আয়ুঃ-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেখ তায়,
ভুলিয়েছ মহামায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান ॥ ২

নিজ হিত যদি চাও, তাঁহারি শরণ লও।
ভব-কর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ-হরণ ॥৩

—*—

৯। সময় থাকতে ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়

[পিলু—যৎ]

একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধর্‌বে না, এ চরণে আর চল্‌বে না ॥১

নাম ধরে ডাক্‌বে সবে, শ্রবণেতে তা শুন্‌বে না।
পুত্র মিত্রে জগৎ চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না ॥২

অসার হবে এ রসনা, আস্বাদন আর কর্‌বে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না ॥৩

রাজ সিংহাসন ছাই মাটীবন, এ বিচার আর থাকবে না।
বন্ধনে দহনে দেহে যাতনা জানাবেনা ॥৪

হবে সাঙ্গ অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না।
(তাঁরে) এই বেলা ডেকে নেরে, ডাক্‌তে সময় মিল্‌বে না ॥৫

—*—

১০। বাধা পেলেও সাধনে অগ্রসর হইতে হয়।

(১) [বাউল সুর]

তরী চল্‌ছে উজান ঠেলে।
তুই দম্ খিঁচিয়ে কসে দে চাপ,
গুরু আছেন হা'লে ॥১

মিট্ মিট্ মিট্ জ্বল্‌ছে বাতি,
নাইকো দিবা, নাইকো রাতি,
ভব পারে বাজে আরতি।
(তুই) লক্ষ্য ধ'রে ঢেউ দলিয়ে
পারবি যেতে চ'লে ॥২

চড়া খাড়া উজান ভাটি,
(ও সে ছাই) ভেবে কেন হ'স্‌রে মাটি,
দেখার জন আছে রে খাটী।
(তোর) শক্ত তরী, পোক্ত মাঝি,
হাওয়া দিচ্ছে পালে ॥৩

—*—

(৩) [ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ তেতালা]

শ্যামা মায়ের ভব-তরঙ্গ কেমন কে জানে।
আমি উজানে উঠ্‌বো মনে করি, কে পাছু পানে টানে ॥১

কৌতুক দেখিব ব'লে মা মোরে দিয়েছে ফেলে।
একবার ডুবি, আরবার ভাসি, হাসি মনে মনে ॥২

দূর নয়, নিকটে তরি, অনায়াসে ধর্‌তে পারি।
এ বড় দায়, ধর্‌বো কি তায়, মন নাহি মানে ॥৩

কমলাকান্তের মন, ইচ্ছা অতি অকারণ।
তবে তরি, যদি তারা, তার নিজগুণে ॥৪

—*—

(৩) প্রথমকাণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠায় "চিরশান্তি পাবি যদি" ইত্যাদি গান দেখ।

১১। সাধকের অন্তরে ভগবান্‌কে অনুভব।

(১) [বাউল সুর]

দেখ্‌বি যদি চিকণ কালা, শ্বাসের মালা জপ না।
আমার মন রে ভোলা, কাঠের মালা জপ্‌লে জ্বালা যাবে না ॥১

মালা ঘোরে আঙ্গুল ঘোরে, ঘোরে সাধের বাসনা।
মন আমার রঙ্গ পেয়ে বেড়ায় ধেয়ে, বশীভূত থাকে না ॥২

করে করে সংখ্যা ক'রে করতে গেলে সাধনা।
মন আমার কর ছেড়ে যায় কোথায় উড়ে, পাইনা ঠিক্ ঠিকানা ॥৩

প্রাণের সঙ্গে পরম রঙ্গে পদ্মবনে ভ্রম না।
তখন মধু খাবে, নেশা হবে, ছট্‌ফটানি থাক্‌বে না ॥৪

একুশ হাজার দুই লক্ষ বার জপ করেও কিছু বুঝ্‌লে না।
যবে জপের শেষে নাভির শেষে প্রাণ যাবে তা জান না ॥৫

জীয়ন্তে মরবি যদি, শ্বাসের সঙ্গ কর্ না।
অতি যত্ন করি বিধি বিধি চক্র ধরি চল না ॥৬

পঞ্চ চক্র ভেদি যবে যাবে আপন ঠিকানা।
দেখ্‌বে আলোর ভিতর কালো মাণিক, ঘুচ্‌বে ভব-যাতনা ॥৭

তার মধ্যে চন্দ্রবিন্দু, কি আশ্চর্য্য কারখানা।
সে রূপ দেখ্‌লে পরে, এ সংসারে যাতায়াত আর থাক্‌বেনা ॥৮

(২) [বাউল সুর]

জ্বল্‌চে আলো দিবানিশি।
গ্যাসের বাতি দিবারাতি দেখ নারে মন ঘরে বসি ॥

ললাটের অভ্যন্তরে দেখনা নেহার ক'রে,
চৈতন্য বাতি ধরে চৈতন্যরূপিণী।
ও তার ঊর্দ্ধে কুল কুণ্ডলিনী, রাসেশ্বরী আহ্লাদিনী;
দেখ্‌তে যদি পাও সে আলো,
ও তোর ঘুচ্‌বে সব জঞ্জাল,
মিল্‌বে সুখে চিকণ কাল, বামেতে সেই রাই রূপসী ॥

গৌরদাস বাউলে বলে,
ও তোর ঘরের ভিতর বাতি জ্বলে,
দেখ্‌না তুই নয়ন মেলে, দেখ্‌লে পরে হবি খুসী ॥

—*—

১২। ভগবানের অদর্শনেও তৎপ্রেমের অনুভব হয়।

[ভৈরবী—পোস্ত]

আমার মন ভুলালে যে, কোথা আছে সে।
সে দেখে, আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে ॥১
পেলাম পেলাম, দেখ্‌লাম তাঁরে, "এই সে" ব'ল ধরি যারে।
বুঝি সে নয়, সে হ'লে পরে, আর কি মন ফিরে আসে ॥২
বল দেখি রে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা।
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে ॥৩
বল্‌রে বল্ বিহঙ্গ কুল, তোরা কার প্রেমে হ'য়ে আকুল।
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে ॥৪
বল্ দেখি রে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল।
(তোর) ঝরিতেছে অশ্রু জল, কার অনুরাগে মিশে ॥৫
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর।
তাই উত্তাল তরঙ্গ তু'লে নৃত্য করিস্ উল্লাসে ॥৬
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম ত দেখি নাইরে।
দেখা পেলে সুধাই তাঁরে, কেন সে ভালবাসে ॥৭

—*—

১৩। সর্ব্বত্র ভগবদ্‌দর্শন।

আছ তোমার মাঝেতে তুমি ঢাকা।
ত্বং হি নিরাকার, ত্বং হি নির্ব্বিকার,
ভকত জনগণ সখা ॥১

শান্ত মূরতি ধরি নীলাকাশে রয়েছ,
চপলা বালিকা সেজে তারামালা গেঁথেছ।
প্রশান্ত সাগর বীচিমালা সুন্দর
নীল কলেবর আঁকা ॥২

নবীন তাপস সেজে ভাস্করে রয়েছ,
প্রেমিক পাগল নাম সুধাকরে লিখেছ।
সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন পুরাণ
নাহি পায় তব দেখা ॥৩

বিরলে বসিয়া আমি ভাবি যখন তোমাকে,
তোমার মাঝেতে আমি পাই দেখা তোমাকে।
কিবা জলে, কিবা স্থলে, কিবা সূক্ষ্মে, কিবা স্থূলে,
সকলেতে আছ মাখা জোখা ॥৪

অরূপ হইয়ে তুমি বিশ্বরূপে সেজেছ,
লীলা প্রকাশিতে প্রভু কত যে রূপ ধরেছ।
তুমি সগুণ নির্গুণ সত্য সনাতন,
পরমাত্মা প্রেমময় সখা ॥৫

যখন যে দিকে চাই, তোমাকে দেখিতে পাই,
তুমি বিনে ত্রিভুবনে কোথাও যে কিছু নাই।
তুমি আছ সকলেতে সকলি আছে তোমাতে,
বহুরূপে আছ তুমি একা ॥৬

১৪। মাঝে মাঝে ভগবদ্‌দর্শন।

[কাফি—একতালা]

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না॥

ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে ,

কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ;

আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ।
তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন॥

—*—

১৫। স্বরত্নের খোঁজ কর।

[ভাটিয়াল সুর]

নাই এমন সহজ সাধন।
বাইরের বস্তু নহে মুক্তিধন॥
(ও তোর) আপন ঘরে বিরাজ করে, ধামা-চাপা সে রতন॥১

বাইরের বস্তু পরের ধন, (তারে) আন্‌তে হয় গো করি উপার্জ্জন।
(এ যে) খুটীর পিছে ধামার নীচে, খু'জে তুই দেখ্‌না এখন॥২

(তোর) ঘরের মাণিক গেছিস্‌ ভু'লে, দেখনা একবার ধামাটী তু'লে।
(ও সে) আঁধার ঘরে আলো ক'রে, বিরাজে দেখ্‌বি তখন॥৩

দেখে শুনে জ্ঞানা বাউল, বলে শুন্‌রে ও মনা আউল।
তুই আপন স্বরূপ বুঝে নেনা, কেন এত পর্য্যটন ॥৪

—*—

১৬। ভগবদ্‌ আবাহন।

[মূলতান—আড়াঠেকা]

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ নিশিদিন আশাপথ নিরখিয়ে ॥১

তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ।
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥২

হৃদয় কুটীর দ্বার খু'লে রাখি অনিবার।
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥৩

—*—

১৭। ৬ শিবরাত্রি উপলক্ষে—

ভগবৎ সঙ্গে সাধকের মিলনা-কাঙ্ক্ষা।

(কিবা) মঞ্জুল যামিনী আজি!
(কিবা মঙ্গল রজনী আজি)!
(মম) হৃদয়-নিকুঞ্জে হাসিছে খেলিছে
প্রেম-কুসুম-রাজি ॥১

এ ফুল ফুটাতে মহিমা যাঁহারি,
তাঁহারি মিলন খুজি।
তাঁরি সাথে সাথে পরম পীরিতে
রহিব আনন্দে মজি ॥২

বরণেরি ডালা, প্রীতি-বর-মালা
দিব সে কুসুমে সাজি ॥
গাহিব বাসরে সে মধুর সুরে
উঠিবে সে কুঞ্জ বাজি ॥৩

—*—

১৮। **ভগবানের নিকট** মায়াচ্ছেদ ও প্রেম প্রার্থনা।

[বেহাগ—একতালা।]

(আছি) বন্দী ধীবর-জালে।
এই মায়াজাল ছিঁড়িতে নারে মীন
কোন কৌশল বলে ॥১

পুলকে খেলিয়ে বিষয়-সলিলে,
বন্ধুগণে মিলে স্বকুমতি-বলে।
আত্মহারা হ'য়ে র'য়ে সর্ব্বকালে
ছিনু তোমারে ভু'লে ॥

(এখন) কাল-জালে এটে ফেটে যায় বুক,
হিতবন্ধু যারা,, তারা ত বৈমুখ।
সুখে কেবা ডাকে তোমায় না পাইলে দুখ,
রক্ষ এ কাল-কবলে ॥২

ধীরে ধীরে ধীবর অই টেনে লয় পারে,
বারি বিনে মীন বাঁচে কি ক'রে।
(তাই) ডাকিতেছি হরি, তোমায় উচ্চস্বরে,
বাঁচাও মীনে কৃপা-বলে ॥

দয়া-বাণে মায়াজাল কেটে দেও হরি,
তব প্রেম-সিন্ধুনীরে খেলি প্রাণভরি।
দ্বিজ জগবন্ধু ঐ প্রেমেরি ভিখারী,
ডুবাও প্রেম-সিন্ধুজলে ॥৩

—*—

১৯। সংসারে ধনই সম্পর্কের হেতু।

[প্রসাদী সুর]

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে ॥১
যখন আমি ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে ॥২
এখন আমার ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥৩
যম আসি শিয়রে বসি ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাঁচা বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে ॥৪
"হরি হরি" বলি শ্মশানে ফেলি যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ ম'লো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥৫

—*—

২০। কেহ কার আপন নয়।

দাদা কেবা কার পর, কে কার আপন।
কাল-শয্যা পরে মোহ-তন্দ্রা ঘোরে
হেরি পরস্পরে অসার আশার স্বপন ॥

আসা যাওয়া জীবের স্বকর্ম্ম গতিকে
কে রোধিবে সেই আবর্ত্ত-গতিকে।
যাতায়াতের পথে কার বা স্বামী কে,
যেন পথিকে পথিকে পথে আলাপন ॥

স্রোতের তৃণ সম ভাসিতে ভাসিতে
তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে।
আবার কাল-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
কোথা চলে যে যাব।—

(কাল স্রোতের টানে ভেসে ভেসে কোথা চলে যে যাব,
আবার এক তৃণ ছেড়ে অন্য তৃণ ধ'রে অনন্ত সাগরে মিশিব)।
এবার হয়েছি ভাই তব, আবার কার ভাই হব,
কোথা চলে যাব, কি আছে নিরূপণ ॥

—*—

২১। ভগবান ভিন্ন কেহ আপন নয়।

(১)। [দেশ—একতালা]

যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চ'লে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে ॥১

দু দিনের হাসি দু দিনে ফুরায়, দীপ নিবে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে ॥২

যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে।
শেষে দেখি হায়, ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে ॥৩

সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখ পাথারে।
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥৪

—*—

২২। **মায়াত্যাগ করিয়া** শেষকালের উপায় ধরিবে।

[বাউল সুর]

করিছে সবাই রোদন পরের কারণ,
আপন কাঁদন কেউ কাঁদেনা ॥

টোকা হীন হ'লে নাড়ী তাড়াতাড়ি
খুজ্‌বে দড়ি খাট বিছানা।
থাম্‌লে তোর ঘড়্‌ঘড়ি বোল, বল্‌বে সকল
শীগ্‌গীর ধ'রে বাইরে নেনা ॥১

খানিকটা কান্না কেঁদে গামছা কাঁধে
খুজ্‌বে যত জ্ঞাতি জনা।
সেই জাত বেহারায় এসে ত্বরায়
দু দণ্ড তোমায় রাখ্‌বেনা ॥২

শ্মশানের কাজ মিটায়ে নেয়ে ধু'য়ে
আস্‌বে যত বন্ধু জনা।
সিন্ধুকের তালা খু'লে, ডালা তুলে
দেখ্‌বে নগদ আছে কিনা ॥৩

খেদে দীন ফক্‌রে বলে, মন বিফলে
মায়ায় ভু'লে আর থেকো না।

পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
শেষের উপায় তাই দেখ না ॥৪

—*—

২৩। বৃথা ভাবনা করিও না।

[ভক্ত বৎসল ভগবান্ স্বয়ংই ভক্তের অভাব ও দুঃখ দূর করেন]।

[বাউল সুর]

কেন ভাবনা আসে মনে।
তাঁরই কাজ করবে রে সে আপনি দেখে শুনে ॥

রচিল যে এ ব্রহ্মাণ্ড নিজের প্রয়োজনে,
সে কি তোর ভরসায় ব'সে আছে
অলস হ'য়ে ঘরের কোণে ॥১

সবই তাঁর নিয়ম বাঁধা, নাইকো ভুল, নাইকো ধাঁধা,
সকলি সাদাসিদা, সমান সবার তরে।
লিখেনা জমা খরচ নিত্য নূতন ক'রে
নাইকো নায়েব গোমস্তা,
পরামর্শ দশের সনে ॥২

ব'সে তাঁর রাজাসনে সে দৃষ্টি রাখে ত্রিভুবনে,
ক্ষুধায় অন্ন, দুঃখে শান্তি বিলায় সর্ব্বজনে।
বুকভরা তাঁর প্রেমের খনি, শান্তি ঢালা প্রাণে,
দেখ্‌লে কারো বিরস বদন
বুকের পরে টেনে আনে ॥৩

—*—

২৪। আনন্দময় ভগবানের স্বরূপ জানিলে আনন্দে মরণ হয়।

আমি চল্‌লেম্ রে ভাই, সে আনন্দ-কাননে।
সংসারেরি লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে ॥১

ভূতের বোঝা আজকে ভূতে মিশাইবার শুভ দিন;
ঘটাকাশ আজকে আমার মহাকাশে হবে লীন,
জল যাবে সেই জলাধারে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে,
রন্ধ্রগত বায়ু আমার মিশবে মহা সমীরণে ॥২

শয্যা কণ্টক ছলে রে ভাই, করছি আমি এ পাশ ও পাশ,
পাশ ফিরে দেখ্‌ছি রে ভাই, ছিঁড়্‌লো কিনা সে মায়া-পাশ :
ভাই বন্ধু দারা সুত, তারা এই কারাগারে
দারুণ মায়াপাশে রে ভাই, বেন্ধে রেখেছিল মোরে।
তাইতে তারা এলে কাছে, ভয় পাই আবার বাঁধে পাছে,
তাইতে কর্‌ছি এ পাশ ও পাশ বিকট আকৃতি বদনে ॥৩

তোরা বল্‌ছিস্, "মৃত্যুকাল এই, মুখে একবার হরিবোল,"
আমি তো ভাই স্থিরনেত্রে দেখ্‌ছি শ্যামা মায়ের কোল ;—
তোরা দেখ্‌ছিস্ মৃত্যুকাল, তায় মৃত্তিকায় শুয়েছি আমি,
আমি তো ভাই চারিদিকে দেখিতেছি স্বর্ণভূমি।
বৈতরণী নয়, গঙ্গাজল, আনন্দে উথলে কেবল,
আনন্দময় *হংস সবে পার হচ্ছে সুখ-সন্তরণে ॥৪

---

* জীবাত্মা।

তোরা ভাব্‌ছিস্‌ বিকারের দরুণ নানা বিভীষিকা ভয়ে
কর্‌ছি আমি নানাবিধ বিকট ভঙ্গী ভীত হ'য়ে ;—
ভয়ের বিকার নয় ত, সে যে আনন্দেরি খেলা ভাই,
মা আনন্দময়ীর কোলে যাব ব'লে খেলি তাই।
মা আমার সদয়া হ'য়ে দুটী বাহু প্রসারিয়ে—
বল্‌ছে, "রে বাপ, আয়রে কোলে, ভয় কি দুরন্ত শমনে" ॥৫

আনন্দ-তরুতে পাখী আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
আনন্দময় ফল ফুলে দোল্‌ছে রে আনন্দ-বায় ;—
নিত্যানন্দ-ধাম সেখানে কিছু নয় আনন্দ বই,
পিতা আমার সদানন্দ, মাতা আমার আনন্দময়ী।
যদি কারো লাগে ক্ষুধা, খেতে দেয় আনন্দ-সুধা,
তাই ত দ্বিজ গোবিন্দের আজ এত আনন্দ মরণে ॥৬

—০—

২৫। অব্যবস্থিত সাধকের অবস্থা।

"হরি", কি "কালী" বলা ভুল।
ভাবতে ভাবতে জীবন গেল, পেলাম না তার মূলামূল ॥১
"কালী কালী কালী" ব'লে মদ খেয়েছি কত কাল,
লাভের মধ্যে পয়সা গেল, আরো লোকে কয় মাতাল।
মন মজ্‌লো না রসে, আমায় ধরিল রসে,
শরীর কাঁপে বাতের দোষে, হাত পায় বাঁধতে হ'লো গোল ॥২
"হরি হরি হরি" ব'লে বাজায়ে করতালী খোল,
হরিনামে লম্ফে ঝম্ফে দশে মিলে গণ্ডগোল।

তাতে থাক্‌তো যদি সার, হইত সুসার,
ঘুচে যেত মনের আঁধার, ফুলবাগানে ফুট্‌তো ফুল ॥৩

ফোটা দিয়ে ঘটা ক'রে কত কাণ্ড করেছি,
তিন বেলা গঙ্গা স্নান ক'রে কতই মন্ত্র পড়েছি।
কর্‌তে কর্‌তে প্রাণায়াম, হ'লো হাঁপানীর ব্যারাম,
কয় বচ্ছর নিরামিষ খেয়ে, ফল পেলেম তার পিত্ত-শূল ॥৪

সকল ফিকির ছেড়ে নিলাম ফকিরেরি উপদেশ,
অল্প কয় দিন লাগ্‌লো ভাল, ঘুচ্‌লো মনের হিংসাদ্বেষ
অবশেষে নেহারি, হ'লো মালখানা চুরি,
কইতে নারি, সইতে নারি, পাছে বাজে গণ্ডগোল ॥৫

কাঁদতে কাঁদতে চক্ষু গেল, কাণ গেল কোন কারণে,
পথের সম্বল কম্বল গেল চোরামালের সন্ধানে।
আমি হয়েছি বোকা, আমার সব দিকে ঠেকা,
দ্বিজদাস কয়, লাগ্‌লো ধোঁকা, যে যা বলে, সব কবুল ॥ ৬

২৬। জ্ঞানযোগে ভ্রম নাশ হয়।

[সুরট মল্লার—একতালা]

(মন) নিত্যভ্রমে ভ্রমিছ কেনে।
তুমি ত্যজিয়ে স্বরূপ সেজে বহুরূপ,
কত শত দুখ পাও অকারণে ॥১

শুদ্ধ সত্ত্ব তুমি নিত্য নির্ব্বিকার,
আপনি আপন ভ্রমে কর্‌ছ হাহাকার।
হায় কি করিলে, কিসে হবে পার,
হ'লে হত আপন না চিনে ॥২

সত্য সঙ্গে একদিন ছিলে গো স্বাধীন,
অহংতত্ত্বে মিশে ক্রমে হ'লে দীন।
রাজা হ'য়ে হলে ভৃত্যেরি অধীন,
হলে হত হতজ্ঞানে ॥৩

পঞ্চভূতে মিশে কর্‌ছ কতই কৌতুক,
ভূতের বেগার খেটে হয়েছ অদ্ভুত।
এখন আপন জেনে চল কেটে মায়া-সূত্
স্ববলে নিজ ভবনে ॥৪

জাগ জাগ এবার স্বরাজ সাধিতে,
চল চল সত্বর নিত্য সত্য পথে।
ভয় নাহি আর সে পথে যাইতে
শুদ্ধ "জ্ঞানযোগ" সনে ॥৫

স্মৃতি হেরে স'রে গিয়েছিলে দূরে,
সে আনন্দ-ধাম এবে আছেরে অদূরে।
দ্বিজ জগবন্ধু বলে, গিয়ে সেই পুরে
হইবে অমর অমৃত পানে ॥৬

—*—

২৭। সাধনজনিত জ্ঞানে মুক্তি হয়; শাস্ত্রজ্ঞানে নহে

[সুরট মল্লার—একতালা]

(যদি) মুক্তিলাভে হয় বাসনা।
ত্যজি বিষয়ানুরক্তি, লভি অনাসক্তি,
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি কর সাধনা ॥১

জ্ঞান হয় যে দ্বিবিধ, (তার) প্রথমটীর নাম 'শব্দ',
বেদান্তাদি শাস্ত্র হ'তে সে উদ্ভূত।
সে যে করায় ভেদাভেদ বাঁধায় বিবাদ,
এই তার শেষ সীমা ॥
দ্বিতীয় যে জ্ঞান, তার নাম অনুভব,
কোটি শাস্ত্রাভ্যাসে যার না হয় অনুভব।
কেবল অপরোক্ষ জ্ঞানী গুরুতে সম্ভব,
নৈলে অন্য কোথাও মিলে না ॥২

অনুভব নামে অপরোক্ষ জ্ঞান,
সাধন করিলে থাকে না অজ্ঞান।
সর্ব্বভূতে তাতে হয় সমজ্ঞান,
ভেদাভেদ জ্ঞান আর থাকে না ॥
সে জ্ঞান হ'লে মুক্তি হইবে নিশ্চয়,
কর্ম্ম ভক্তি বিনে সে জ্ঞান নাহি হয়।
সে যে সাধনের ধন, না করলে সাধন,
অসাধনে কভু লব্ধ হয় না ॥৩

ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু না করলে গমন,
প্রাণকর্ম্মে বিন্দু না হ'লে স্তম্ভন।
চিত্তের ধ্যেয়াকার বৃত্তি অনুক্ষণ
না বহিলে, কভু সে জ্ঞান হয় না ॥
শব্দ-জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়ে যে জন
অপরোক্ষ জ্ঞান না করে সাধন।
(তুমি) তারে যদি কর আত্ম-সমর্পণ,
(তবে) হবে পণ্ডশ্রম, জ্ঞান পাবে না ॥৪
প্রাণ মরিয়ে যদি মন জীবিত রয়,
তাহাতেও কভু জ্ঞান নাহি হয়।
হ'লে মন প্রাণ উভয়েরি লয়,
তখনি শেষ হয় তার বাসনা ॥
যতক্ষণ বাসনার নাহি হয় ক্ষয়,
ততক্ষণ যে জ্ঞান, সে জ্ঞান কিছু নয়।
হইলে সম্যক্ বাসনা-বিলয়,
তখনি হয় তার 'জ্ঞান'-সাধনা ॥৫
ভাগ্যবশে যদি সদ্‌গুরু হয় লাভ,
তাঁর কৃপায় তব হবে ইষ্টলাভ।
তখন জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনে করি লাভ
তোমার পূরিবে সব বাসনা ॥
(তোমার) তখনি হইবে বিষয়-বিরক্তি,
(তোমার) তখনি হইবে বাসনা-বিমুক্তি।
(তুমি) তখনি লভিবে অনায়াসে মুক্তি,
তব জন্মমৃত্যুভীতি আর রবে না ॥৬

২৮। আত্মদর্শনের উপায়।

[সুরাট মল্লার—একতালা]

(আগে) কর আত্ম-তত্ত্বা-ন্বেষণ।
হ'য়ে বিষয় মদে মত্ত, ভু'লে আত্মতত্ত্ব,
উন্মত্তেরি প্রায় র'লে কি কারণ ॥১

যা দিগকে সদা ভাবছে আমার,
(তারা) কেহ নয় তোমার, তুমি নও কাহার
জেনো এ সকলি কেবল মায়ারি বিকার
হয় জীবের বন্ধনের কারণ ॥
যাবার বেলা কেহ ফিরে নাহি চাবে,
যার সময় হবে, সেই চলে যাবে।
(তারে) শত চেষ্টা করে রাখিতে নারিবে,
তবে কেন মোহে হওরে মগন ॥২

নিত্য মুক্ত ব্রহ্ম হন সর্ব্ব আদি,
মায়া নামে তার এক স্বাভাবিকী শক্তি।
তা হ'তে উৎপত্তি, তাতে কর স্থিতি,
রাখে তায় ক'রে আবরণ ॥
এজন্য অবিদ্যা মায়া নামে খ্যাত,
কেউ বলে প্রকৃতি, কেউ বলে অব্যক্ত।
কেহ বলে তমঃ কেহ বলে তপঃ
কেহ জড় ব'লে করে নিরূপণ ॥৩

ব্রহ্মই চৈতন্য, মায়া জড় হয়,
দৃশ্য মাত্রে মায়া জানিও নিশ্চয়।
চৈতন্য কখনো দৃশ্য নাহি হয়,
(হয়) অপরোক্ষ জ্ঞানে নিরূপণ॥
জড় হয় অনিত্য, চৈতন্যই নিত্য,
অনিত্য পদার্থে কেন হও আসক্ত।
করিয়ে নিশ্চয় নিত্যানিত্য তত্ত্ব,
(এ সব) অনিত্য ভাবনা কর বিসর্জ্জন॥৪

ব্রহ্ম পরমাত্মা, ব্রহ্মই জীবাত্মা,
তদ্ব্যতীত কিছু নাহি অন্য সত্তা।
তাঁর সত্তায় মায়া পেয়ে পূর্ণ সত্তা,
করে সৃষ্টি প্রকটন॥
ব্রহ্মই সন্ময় ব্রহ্মই চিন্ময়,
তিনিই হন আবার পূর্ণানন্দময়।
ব্রহ্ম জ্ঞানে হয় মায়ারি বিলয়,
সযতনে কর তাহারি সাধন॥৫

(আছে) তব পরম শত্রু নামে অহঙ্কার,
যোগ বলে তায় কররে সংহার।
জ্ঞান-মিত্র সনে করিয়ে বিচার,
মায়া পাশ কররে ছেদন॥
তা হ'লে জানিবে, তুমি কোন জন,
তুমি বা কার, কেবা হয় তোমার আপন।

(তোমার) তখনি শোক মোহ হবে নিবারণ,
তখনি হইবে আত্ম-দরশন ॥৬

—*—

২৯। আমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই স্বরূপ দর্শন।

[মিশ্র—ঠুংরী]

আমি আমার স্ব স্বরূপে হইলাম মগন।
মায়া বলবতী হ'য়ে রাখে জীবে ভুলাইয়ে
অজ্ঞানেতে ক'রে আবরণ ॥
মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত, অন্তঃকরণ ত্বক্ নেত্র,
জিহ্বা নাসা আর শ্রোত্র, সকলি হয় মায়া-ভূত ;
আমি মায়া-মুক্ত **অব্যক্ত** এখন ॥১
প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, ক্ষিত্য-প্ তোজো ব্যোম বায়ু,
পঞ্চ কোষ, সপ্ত ধাতু, বাক্‌পাণি পাদ পায়ু ;
উপস্থ কাম মোহ ক্রোধ; মদ মাৎসর্য্য লোভ,
আর যত মায়ার বিভব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, বেদ যজ্ঞ মন্ত্র তীর্থ
ভোক্তা ভোগ্য আদি আমি নহি কদাচন ॥২
(আমার) শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ, ঘৃণা লজ্জা ভয় শোক,
ক্ষুধা তৃষ্ণা মানা-পমান, জন্ম মৃত্যু বন্ধ মোক্ষ ;
পাপ পুণ্য নিন্দা স্তুতি, পিতা মাতা বন্ধু জ্ঞাতি,
ভ্রাতা ভগ্নী গুরু শিষ্য নাস্তি।

বিত্ত ক্ষেত্র দারা পুত্র, জাতি কুল গোষ্ঠী গোত্র,
বাড়ী ঘর শত্রু মিত্র, কিছু নাই কখন ॥৩

(আবার) আব্রহ্ম-স্তম্ব-জগত, যা কিছু মায়া-সম্ভূত
তাতে হ'য়ে অনুস্যূত আছি আমি অবস্থিত ;
আমা বিনে ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কিছু দেখিনে,
ব্যক্তরূপে এই আমি হই প্রতিভাত।
সর্ব্বভূতে সাক্ষি-রূপে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে
পুনঃ আমি করিতেছি আমায় দরশন ॥৪

অহং অব্যয় অমৃত, অনন্ত শাশ্বত,
অব্যক্ত অচ্যুত, অদ্বৈত মায়া-মুক্ত ;
অহং নির্গুণ বিজ্ঞান, সত্য সনাতন
পরমাত্মা পুরুষ পুরাণ।
অহং নির্ব্বিকল্প নিরাকার, নিত্যমুক্ত নির্ব্বিকার,
সচ্চিদানন্দ নিরঞ্জন ॥৫

৩০। অন্যান্য তত্ত্ব সঙ্গীত প্রথম কাণ্ডে ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখ।

—*—

১০ শাখা

হিন্দী সঙ্গীত।

১। অন্তর্যামীর নিকট প্রার্থনা।

[পিলু ভৈরবী—ঝাঁপতাল]

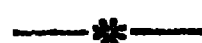
অন্তরযামী মেরা স্বামী,
মেরা স্বামী তূ হী হ্যায় ॥১

তুঝ বীন কিস্‌মে ম্যাঁয়্ দিলকো লগাউঁ,
তেরে সিওয়া কিস্‌কে দর জাউঁ।
তুঝকো হী জীবন লক্ষ্য বনাউ,
মেরা স্বামী তূ হী হ্যায়্ ॥২

তুঝ বীন অওর নহীঁ কোই মেরা,
দূর করে জো দিলকা অন্ধেরা।
ম্যাঁয়্ নকর তেরা, অওর তূ প্রভু মেরা,
মেরা স্বামী তূ হী হ্যায়্ ॥৩

তূ দাতা, ম্যাঁয়্ তেরা ভিখারী,
তূ পূজনীয়, ম্যাঁয়্ তেরা পূজারী।
তুঝমে হী মেরী আশা-সারি,
মেরা স্বামী তূ হী হ্যায়্ ॥৪

তুঝমে জোহী দিলকো লগায়া,
হরযু তেরা জলোয়া নজর আয়া।
তুঝকো হী ম্যাঁয়নে অপনা পায়া,
মেরা স্বামী তূ হী হ্যায়্ ॥৫



২। গুরুর নিকট প্রার্থনা।

য়্যাসি করি গুরুদেব দয়া।
মেরা মোহকা বন্ধন তোড় দিয়া ॥১
দৌড় রহা দিন রাত সদা,
জগমে সবকার বিহারণমে।

স্বপ্নসম বিশ্ব দেখায়ে মোহে
মেরা চঞ্চল চিত্তকো মোড় দিয়া ॥২

কোই শেষ মহেশ গণেশ রটে,
কোই পূজত পীর প্যায়াগম্বরকো ।
অব্ গ্রন্থ পন্থ ছোড়া কর্‌কে
এক ঈশ্বরমে মন জোড় দিয়া ॥৩

কোই ঢুণ্ঢত মক্কা মদিনেমে যা,
কোই বাস করে মথুরা কাশী ।
জব্ ব্যাপক ব্রহ্মকো পিছান লিয়া,
সব ভরমকা ভাণ্ড ফোড় দিয়া ॥৪

ভালা কাঁহা কুরু গুরুদেবকো ভেট,
ন হি বস্তু দিখে তিনো লোকনমেঁ ।
ব্রহ্মানন্দ সমান নাহি সুখ,
মন মালিক লাখ ক্রোড় দিয়া ॥৫

৩। হৃদয়ে হরিকে আবাহন।

কাঁহা জীবন ধন বৃন্দাবন প্রাণ,
কাঁহা মেরী হৃদয়কী রাজা ॥
শূন্য হৃদয়-পুরী, আও আও মুরারি,
মোহন বাঁশরী-বাজা ॥

নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল.
সাধকী সাগর হিয়াপর শুথায়ল।
শির তাজ মেরী, শিরপর আজ্ঞা ॥
নয়নাকী রোশনী নয়না ছোড়াকে
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে।
হা হা প্রিয়বঁধু, এ কোন সাজা ॥



৪। ভজন।

মনুয়া সীতারাম ভজন কর লে না।
রাম ভজন কর লেনা, দাতা গুরু ভজন কর লেনা।
রাম ভজন তেরা সঙ্গ চলে গা, নাম গুরুকা লেনা ॥১
আশা ছাড়ো, বাসা ছাড়ো, ছাড়ো জীবনকী আশা।
প্রেম-নগরকা বস্তি করো, করো বৃন্দাবন বাসা ॥২
তন ভী জায়েগা, মনভী জায়েগা, জঙ্গল হোগা বাসা।
রামজী বিনা অওর সব মিছা, রামজীকী শরণ লেনা ॥৩
কাঞ্চন চুন্‌চুন্‌কে দোকান বানায়া, তূ বল্‌ ঘর মেরা।
ন ঘর মেরা, ন ঘর তেরা, রামজীকী ডেরা ॥৪

৫। ভজন।

সীতারাম ভজনা, মনুয়া দেখনা, সংসার কি কারখানা।
বাপ মাতারি, জরু লেড়কা কোই, নই তোমরা আপনা ॥১

সাধু সঙ্গমে হরদম্ ফিরো, ছোড় দে রঙ্গ ছলনা।
দুনিয়া ছোড়কে জানে হোগা এভি ইয়াদ রাখ না ॥২
শেষকা দিনমে কোই নই সাথী, ধরম সাথী কর লে না।
আউর্ উসি বখত্‌মে রামনাম লেকে সুখসে সংসার তরনা ॥৩

—*—

৬। ভজন।

হে গোবিন্দ, রাখ স্মরণ, অব্‌তো জীবন হারে ॥
নীর পীবন হেতু গয়ো সিন্ধুকে কিনারে।
সিন্ধু বীচ্ বসত গ্রাহ, চরণ ধরি পছারে ॥
চারি প্রহর যুদ্ধ ভয়ো লে গয়ো মজধারে।
নাক কাণমে ডুবনো লাগে, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" পুকারে ॥
দ্বারিকামে শব্দ ভয়ো গরুড় ত্যজি সিধারে।
আয়ি কৃষ্ণ মারি গ্রাহ গজরাজকো উবারে ॥

—*—

৭। শিবই প্রতিপালক অতএব চিন্তা করা বৃথা।

শোচ ন কররে মনমে, ভোলা দেনেবালা হ্যায়্।
গৌরী অরধঙ্গ, জাকে ভাঙ্গকো আহারা হ্যায়্ ॥
হাতমে পিনাক লীহ্নে সোই, বৈলবালা হ্যায়্।
গোরাসো শরীর জাকে, জোর কণ্ঠ কালা হ্যায়্ ॥
সোই অবধূত মেরো মোহি প্রতিপালা হ্যায়্।
দুষ্টনকে নশিবকো তিসরা নয়ন জ্বালা হ্যায়্ ॥

৮। বিপদ্ সময়ে শিবজীর নিকট প্রার্থনা।

অব শিব পার করো মোহী নৈয়া ॥
ঔঘট ঘাট, অগাধ মহাজল, বল্লী লগৈ ন খেবৈয়া।
বারি বহে জোর, বারি বহুত হৈ, তাপর অতি পূরবৈয়া॥
থর থরাত কম্পত হিয় মেরো, শিবকী দেত দুহৈয়া।
দেবীসহায় প্রভাত পুকারত, শিব পিতু, গিরিজা মৈয়া ॥

—*—

৯। সাধন ও ভক্তি বিনা কেবল বাহ্য আচারে হরি মিলে না।

সাধন কর না চাহিয়ে মনুয়া, ভজন কর না চাই ॥
নিত্ নেহানসে হরি মিলে তো, জল জন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো, বাদুড় বাদরাই ॥
তিরণ ভখনকে হরি মিলে তো, বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো, বহুত রহে খোজা ॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা।
মিরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ॥

—*—

১০। হরি প্রাপ্তির উপায়।

মালা জপনে হরি মিলেতো, হম্ জপেঙ্গে কুন্দা।
তিলক পেনেমে হরি মিলেতো, হম্ লিপাঙ্গে পিণ্ডা ॥
পাথর পূজনেমে হরি মিলে তো, হম্ পূজেঙ্গে পহাড়।
থোরা খানেমে হরি মিলে তো, হম্ করেঙ্গে বাতাহার ॥

সচ্ বাত, অভেদ জ্ঞান, পর দ্রব্যমে নৈরাশ।
এ তিনমে হরি নৈ মিলে তো, জামীন তুলসীদাস ॥
আজব দুনিয়া ভরম ভুল না, পূজতে দেবীদেবনকো।
জো জগদীশ্বর পরব্রহ্ম হোয়, সবনে ছোড়ি তেন্‌কা ॥

—*—

১১। মনে ঈশ্বর চিন্তা, ও দেহে কর্ম্ম কর

তন্‌সে করম করহুঁ বিধি-নানা।
ধ্যান ধরহুঁ যহা কৃপা-নিধানা ॥

—*—

১২। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি কি?

জিনকো হিয়েমে সীতারাম বসে,
তিন ঔরকে নাম লিয়ে ন লিয়ে ॥
জিন্‌কে দ্বারে শ্রীগঙ্গা বহে,
তিন কূপকে নীর পিয়ে ন পিয়ে ॥
জিন মাতা পিতা গুরু সেবা কিয়ে,
তিন তীরথ বরত্ কিয়ে ন কিয়ে ॥
জিন সেবা টহল কিয়ে সাধুন্‌কো,
তিন যোগ ঔর ধ্যান কিয়ে ন কিয়ে ॥
তুলসীদাস বিচার কহে, কপটী
ঐসে মিত্র কিয়ে ন কিয়ে ॥

—*—

১৩। **হরি ভিন্ন আর কেহ আপন নয়।**

মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোই ॥
মৈঁ তো রহে ভক্ত জান জগৎ দেখ মোহী।
সন্তন* ঢিগ বৈঠ বৈঠ, লোকলাজ খোই ॥
অব্ তো বাত্ ফৈল গই, জানে সব কোই ॥
প্রেমকী মথনিয়া করে সুরত সো †বিলোই।
অমৃত-ঘৃত, কাঢ় লিয়া ছাছ, পিয়ে সোই ॥

—*—

১৪। **ঈশ্বর যা করেন, তাহাই ভাল।**

[আলাইয়া—যৎ]

প্রভুজী, তূ মেরে প্রাণ আধারে।
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দনা অনেকবার জা উবারে ॥
উঠত বয়ঠত, শোয়ত, জাগত য়ে মন তুঝেহী চিতারে।
সুখ দুখ সব রে মন্ কী বিরথা, তুঝহী আগে সারে ॥
তূ মেরী উঠ বল, বুদ্ধি ধন তুমহী, তুম হমারে পরিবারে।
যো তুম করো, সোই ভলা হমারা,
পেখ্ নানক সুখ হরি চরণারে ॥

—*—

১৫। **হরিতে লাগিয়া থাকিলে,** সব ভাল হইয়া যায়।

[কালাংড়া—ঠুংরী]

হরিসে লাগি রহো রে ভাই, তেরা বনত্ বনত্ বনি যাই ॥(আরে)
তেরা বিগড়ি বাত, বনি যাই, তেরা ঘসড় ফসড় মিটি যাই ॥

---

* ঢিগ=নিকট। † বিলোই=বাহির করত।

অঙ্কা তারেও, বঙ্কা তারেও, তারেও সুজন কসাই।
শুগা পঢ়াকে গণিকা তারে, তারে মিরা বাই ॥ (আরে)
দৌলৎ দুনিয়া, মাল খাজানা, বণিয়া বয়েল চরাই।
এক বাত্‌কে* টণ্ঠা লাগে তো, খোজ খবর নেহি পাই ॥ (আরে)
অ্যায়সি ভক্তি কর্‌ ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দ্‌কী, আউর্‌ অধীন্‌তা, সহজে মিলি গোঁসাই ॥ (আরে)

—*—

১৬। হরিই জীবের একমাত্র প্রভু ও মঙ্গলদাতা।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা]

তূ দয়াল, দীন হূঁ; তূ দানী, হূঁ ভিখারী।
হূঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তূ পাপপুঞ্জহারী ॥১
তূ ব্রহ্ম, হূঁ জীব; তূ ঠাকুর, হূঁ চেরো।
তাত মাত গুরু সখা তূ, সববিধ হিত মেরো ॥২
নাথ তূ অনাথকো, অনাথ কৌন মোসোঁ।
মো সমান আরত্‌ নেহি, আর্ত্তিহর তূসোঁ ॥৩
তূহে মোহে †নাতে অনেক, মানিয়ে যো ভাওয়েঁ।
যো তূ তুলসী, কৃপালু-চরণ শরণ পাওয়েঁ ॥৪

—*—

১৭। প্রেমে হরিনাম কীর্ত্তনাদি করিতে হয়।

[টোড়ি—একতালা]

আব ভৈঁ ভোর, ভজ হরিনাম, কর প্রভুজীকে পরণাম ॥
হরিচরণা-মৃত-পুণ্যগঙ্গা-নীরমে কর অস্নান।
ধরো ধ্যান যো চিদ্‌ঘন মূরত, যোগিজন-প্রাণারাম ॥

* টণ্ঠা=সন্দেহ, ঝগড়া। † নাতে=সম্পর্ক

সাধু সন্তজন-চরিত-সুধারস পিও ভাই অবিরাম।
পান ভোজন যেঁউ সহজ সাধন, ত্যায়্সা হি ধরম-বিধান॥
কহে প্রেমদাস, প্রেমসে নিশিদিন গাও পেয়ারে হরিনাম।
অন্ন, জল, তেজ বুদ্ধি বল হরিপদ স্বরগ-ধাম॥

১৮। হরিনাম জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই ত্রাণ করে।

[খাম্বাজ—ঠুংরী]

প্রভুজী অ্যায়্সো নাম তুহ্মারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনা, সকল করত নমস্কার।
জাত বরণকো পুছে নেহি, যাচত চরণার বার।
সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরি-কীর্ত্তন জীউ-আধার॥

১৯। মালা জপ চেয়ে মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ।

[কালাংড়া—ঠুংরী]

তন্ মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুখে প্রেমকী বাণী।
কহে কবীরা, শুন ভাই সাধু, উত্তহি সাঁচ্চা জ্ঞানী॥
মণিকা ফেরাকে জনম গোঁয়াই, ন গয়া মন্কা ফের।
হাতকে মণিকা ডারকে, আব্ মন্কা মণিকা ফের॥
মালা ফেরাকে হরকো পাওয়েঁ তো, ম্যায়্ ফেরাওয়েঁ ঝাড়।
জেরা পাথর্ পূজকে হরকো পাওয়েঁ তো,ম্যায়্ পূজে পাহাড়।

---

১১ শাখা

সাধন ও সিদ্ধি গীতা।

[অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সূচক শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতোক্ত শ্রেষ্ঠ শ্লোক সমূহ]

১। কর্ম্মযোগ।

[(১) অবশ্য করণীয় কর্ম্ম-সাধন]

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ-কর্ম্মণঃ ॥—৩।৮
তস্মাদ-সক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমা-প্নোতি পূরুষঃ ॥—৩।১৯

[(২) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবযুক্ত কর্ম্মসাধন]

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥—২।৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণ-মন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥—২।৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥—২।৫০
শ্রেয়ো হি জ্ঞান-মভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগ স্ত্যাগা চ্ছান্তি-রনন্তরম্ ॥—১২।১২

[(৩) স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম সাধন]

স্বে স্বে কর্ম্মণ্য-ভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ॥—১৮।৪৫
যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্ব-মিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তম-ভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥—১৮।৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্না-প্নোতি কিল্বিষম্ ॥—১৮।৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষ-মপি ন ত্যজেৎ ॥—১৮।৪৮

[(৪) দৈবকর্ম্ম সাধন]

দেবান্ ভাবয়তা-নেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পর-মবাপ্স্যথ ॥—৩।১১

[(৫) অন্তঃস্থ কর্ম্ম বা যোগ-সাধন]

(ক) যোগী যুঞ্জীত সতত-মাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশী-রপরিগ্রহঃ ॥—৬।১০

(খ) যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্না-ববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥—৬।১৭
(গ) সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বান-শেষতঃ।
মনসৈবে-ন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥—৬।২৪
শনৈঃ শনৈ-রুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি-গৃহীতয়া।
আত্ম-সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥—৬।২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মন শ্চঞ্চল-মস্থিরম্।
তত স্ততো নিয়ম্যৈত-দাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥—৬।২৬
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত-কল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ-মত্যন্তং সুখ-মশ্নুতে॥—৬।২৮
(ঘ) স্পর্শান্ কৃত্বা বহি র্বাহ্যাং শ্চক্ষু শ্চৈবা-ন্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণা-পানৌ সমৌ কৃত্বা নাসা-ভ্যন্তর-চারিণৌ॥—৫।২৭
যতেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি র্মুনি র্মোক্ষ-পরায়ণঃ।
[(৬) যোগ-সিদ্ধির বা যোগীর লক্ষণ] বিগতেচ্ছা-ভয়-ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥—৫।২৮
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ-সেবয়া।
যত্র চৈবা-ত্মনা-ত্মানং পশ্যন্না-ত্মনি তুষ্যতি॥—৬।২০
সুখ-মাত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্য-মতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ত্বতঃ॥—৬।২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥—৬।২২
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা॥—৬।২৩
[(৭) কর্ম্ম-সিদ্ধির বা কর্ম্মীর লক্ষণ] ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম-সমাধিনা॥—৪।২৪
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি ভাসন্তীবেতি ভাবয়॥

—যোগশিখোপনিষৎ

কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

—জীবন্মুক্তি গীতা।

২। ভক্তিযোগ

[(১) ভজন প্রণালী বা ভক্তি সাধন]

(ক) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম-শ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥—৯।২৬

(খ) মহাত্মান স্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি-মাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্য-নন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি-মব্যয়ম্ ॥—৯।১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥—৯।১৪
জ্ঞান-যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মা-মুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥—৯।১৫
অহং ক্রতু-রহং যজ্ঞঃ স্বধাহ-মহ-মৌষধম।
মন্ত্রোঽহ-মহ-মেবাজ্য-মহ-মগ্নি-রহং হুতম্ ॥—৯।১৬
পিতা-হ-মস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্র-মোঙ্কার ঋক্ সাম যজু-রেব চ ॥—৯।১৭
গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজ-মব্যয়ম্ ॥—৯।১৮
তপাম্য-হ-মহং বর্ষং নিগৃহ্ণামুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদ-সচ্চা-হ-মর্জ্জুন ॥—৯।১৯

(গ) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্-দেশেঽ-র্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রা-রূঢ়ানি মায়য়া ॥—১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥—১৮।৬২
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥—১৮।৬৬

[(২) ভক্ত লক্ষণ বা ভক্তি-সিদ্ধির লক্ষণ]

(ক) চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসু-রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥—৭।১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ-মহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥—৭।১৭
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামে-বানুত্তমাং গতিম্ ॥—৭।১৮

বহূনাং জন্মনা-মন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্ব-মিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥—৭।১৯

(খ) অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥—৯।২২

(গ) অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ-সুখঃ ক্ষমী ॥—১২।১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্য-র্পিত-মনো-বুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥—১২।১৪
যস্মান্ নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্ নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষা-মর্ষ-ভয়ো-দ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥—১২।১৫
অনপেক্ষঃ শুচি র্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥—১২।১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভা-শুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥—১২।১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানা-পমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ ॥—১২।১৮
তুল্য-নিন্দা-স্তুতি র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥—১২।১৯

৩। জ্ঞানযোগ।

(ক) অমানিত্ব-মদম্ভিত্ব-মহিংসা ক্ষান্তি-রার্জ্জবম্।
আচার্য্যো-পাসনং শৌচং স্থৈর্য্য-মাত্মবিনিগ্রহঃ ॥—১৩।৭
[(১) জ্ঞান-লক্ষণ বা জ্ঞান-সাধন] ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য-মনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষা-নুদর্শনম্ ॥—১৩।৮
অসক্তি-রনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্ব-মিষ্টা-নিষ্টো পপত্তিষু ॥—১৩।৯

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তি-রব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশ-সেবিত্ব-মরতি র্জনসংসদি ॥—১৩।১০
অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞান-মিতি প্রোক্ত-মজ্ঞানং যদতোঽ-ন্যথা ॥—১৩।১১
(খ) সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাব-মব্যয়-মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥—১৮।২০

[(২) জ্ঞান-সিদ্ধির বা জ্ঞানীর লক্ষণ]

(ক) প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবা-ত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ স্তদোচ্যতে ॥—২।৫৫
দুঃখেষ্ব-নুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনি-রুচ্যতে ॥—২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রা-নভিস্নেহ স্তৎ তৎ প্রাপ্য শুভা-শুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—২।৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽ-ঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণী-ন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—২।৫৮
(খ) প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহ-মেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥—১৪।২২
উদাসীনবদা-সীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥—১৪।২৩
সমদুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সম-লোষ্টা-শ্ম-কাঞ্চনঃ।
তুল্য-প্রিয়া-প্রিয়ো ধীর স্তুল্য-নিন্দা-ত্মসংস্তুতিঃ ॥—১৪।২৪
মানা-পমানয়ো স্তুল্য স্তুল্যো মিত্রা-রি-পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥—১৪।২৫
মাং চ যোঽ-ব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—১৪।২৬

ইতি সংগৃহীত দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।